শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী

শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী-সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণ

শ্রীরাধাসুন্দর দাস-কর্তৃক প্রকাশিত

১৩৪০

প্রকাশক—

শ্রীরাধাসুন্দর দাস

বেহুপুর জর্জ্জ ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ

নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৬নং চাল্‌তাবাগান লেন, কলিকাতা

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ

উৎসর্গ পত্র

অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

—*—

ধর্ম্মসমন্বয়ের প্রবর্ত্তক —শিক্ষাগুরু—যুগাবতার ভগবান্
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাসহচর
বেলুড়-মঠাধ্যক্ষ

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের

শ্রীকরকমলে

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী'

ভক্তি-পূর্ণহৃদয়ে সমর্পণ করিলাম।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী অকৃতি সন্তান

শ্রীকুমারকৃষ্ণ

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমাদেরই মত দেহবান্ এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর ব'লে নির্দ্দেশ করা ও বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ—এ সব ব'লে ভাবা চলে। তা যাই কেন তাঁকে (পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে) বল্ না, ভাব্ না,—মহাপুরুষ বল্, ব্রহ্মজ্ঞ বল্, তা'তে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মত এমন পুরুষোত্তম জগতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আগমন করেন নাই। সংসারের ঘোর অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃ-স্তম্ভ-স্বরূপ। এঁর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পার চলে যাবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের নশ্বর দেহ নষ্ট হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতময় বাণীগুলি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট, জগৎকে সত্যের দিকে—শান্তির দিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে, ইহা সুনিশ্চিত। ঈশ্বর-দর্শনের জন্য সংসারীকে, সন্ন্যাসীকে, বিভিন্ন সময়ে, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে সব উপদেশ দিয়াছেন, সেগুলি বিভিন্ন পুস্তকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশগুলি একত্র গ্রথিতভাবে পাঠ করিলে আমাদের মনের উপর ঐ ঐ বিষয়ে একটি স্পষ্ট অথচ গভীর ধারণা জন্মাইতে পারে, এই বিশ্বাসে বর্ত্তমান চয়ন-গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যাঁহারা ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব্ব লীলারস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র দেখিয়া জীবনকে ধন্য করিতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্য ভক্তপ্রবর শ্রীম-লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পাঠ করিয়া সে আশা মিটাইতে পারিবেন। আর যাঁহারা ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশগুলিকে নিজ নিজ জীবনপথের সহায় ও সম্বল করিতে চান, যাঁহারা সাধুসঙ্গের অভাবে ঠাকুরের বাণীগুলিকেই নিত্য সহচর করিতে চান, যাহারা স্বাধ্যায় হিসাবে এগুলি নিত্য পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন—এক কথায় যাঁহারা এগুলিকে কণ্ঠহার করিয়া রাখিতে চা'ন, তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য ঠাকুরের বাণীগুলি এই পুস্তকে একত্র গ্রথিত হইল। এই পুস্তকের বাণীগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে; তন্মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও সেই সেই বিষয়ে ঠাকুরের অনেকগুলি বাণী থাকায় উহাদিগকে এক একটি ভিন্নশ্রেণীতে সন্নিবদ্ধ করা সমীচীন বোধ হইল। ইহাতে বোধহয় বাণীগুলি পাঠের সুবিধা হইবে। আর এক কথা, ঠাকুরের এক রকমের কথাগুলি একসঙ্গে পাঠ করিলে ইহাকে একটি অভিনব বস্তু বলিয়া মনে হইবে।

বিভিন্নশ্রেণীর কথাগুলির মধ্যে একটি শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত কথোপকথন কালে বাণীগুলি কথিত বলিয়া এ বিষয়ে কিছু কিছু ত্রুটী থাকিয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"বিবিধ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে লিখিত বিষয়গুলি সর্ব্বশেষে লিখিত হওয়ায়, যথাযথরূপে শ্রেণীবিভাগ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারি নাই। ২য় সংস্করণে উহার সংশোধনের চেষ্টা করিব।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বৈদ্যপুর গ্রামের "বৈদ্যপুর জর্জ ইন্‌ষ্টিটিউসনে"র মাননীয় প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাধাসুন্দর দাস মহাশয় এই পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তিনি এবং ৺কাশীধামের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈতাশ্রমে"র পূজনীয় পরম ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার শ্রেণী বিভাগ দ্বারা সৌষ্টব সাধন করিয়া দিয়া আমাকে চির বাধিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আমার পরম সুহৃদ্ কলিকাতা ৫৭।১নং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ "ষ্টুডেণ্ট্‌স্ লাইব্রেরী"র স্বত্বাধিকারী সহৃদয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় সাদরে ও স্বেচ্ছায় ইহার প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যের ও মুদ্রণ কার্য্যের সুব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়া আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার এরূপ সাহায্য ব্যতীত এত অল্প সময় মধ্যে ভক্ত-মণ্ডলীর করকমলে ইহা অর্পণ করিতে পারিতাম না। এই উদারতার জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য, এখানি চয়ন-গ্রন্থমাত্র। যে সকল পুস্তক হইতে বাণীগুলি চয়ন করিয়াছি, সেই সকল পুস্তকের শ্রদ্ধাভাজন গ্রন্থকারদিগের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ সমগ্র আয় বেলুড় মঠে প্রদত্ত হইল।

"যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।"

"রামকৃষ্ণ কুটীর"
জগদীশপুর (সাঁওতাল পরগণা)
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা দিবস
তাং ১০ই কার্ত্তিক ১৩৪০ সাল।

শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী

দক্ষিণেশ্বর ন্দির

নিবেদন

"যদা যদা-হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

জীব যখন পাপের প্রলোভনে কুপথগামী হ'য়ে ত্রিতাপ-জ্বালায় অহরহঃ জ্বলে পুড়ে মরতেছিল—যখন অবিদ্যার কুহকে প'ড়ে **'কামিনী-কাঞ্চন'**-বিষ আকণ্ঠ পান ক'রে সেই বিষের জ্বালায় 'ত্রাহি মধুসূদন!' বলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—তখনই সেই প্রেমের ঠাকুরের প্রাণও কেঁদে উঠ্‌ল;—তাই তিনি **সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য** সন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন (১৮৩৬ খৃঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী) বুধবার শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, হুগলী জেলার আরামবাগ থানা হইতে চারি ক্রোশ পশ্চিমে, বর্দ্ধমান হইতে বার তের ক্রোশ দক্ষিণে পুণ্যধাম কামার-পুকুর গ্রামে পুণ্যবান্ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ও পুণ্যবতী চন্দ্রমণি দেবীর পুত্র **রামকৃষ্ণ** রূপে অবতীর্ণ হইলেন। **'ভক্তিই মুক্তি', 'ত্যাগই শান্তি'** এই দিব্যজ্ঞান জীবকে শিখাইবার জন্য এই দয়াল ঠাকুর কত লীলাই করিয়াছেন!—সন ১২৬২ সালের ১৮জ্যৈষ্ঠ (১৮৫৫ খৃঃ ৩১ মে) স্নানযাত্রার দিন কলিকাতার আড়াই ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী-তীরে ধর্ম্মপ্রাণা, দানশীলা রাণী রাসমণি

কর্ত্তৃক দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পরে ঠাকুর তথায় বিষ্ণুঘরের পূজকের পদ গ্রহণ করেন ও সন ১২৬৩ সালে ৺কালীমাতার পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হন। পূজা করিতে করিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত, কখন বা তন্ময়ভাবে নিষ্পন্দ, অসাড়, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া বসিয়া থাকিতেন—কখন বা উন্মাদের ন্যায় 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতেন! যাহারা বড় ভাগ্যবান্ তাঁহারা ঠাকুরের সেই পূজাকালের তেজঃপুঞ্জ শরীর, শুদ্ধাভক্তি ও ভাবতন্ময়তা দর্শন করিয়া নয়ন, মন, জীবন, চরিতার্থ করিয়াছেন! সন ১২৭১ সালে তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া লোকশিক্ষার জন্য দ্বাদশ বৎসর সাধন করেন! তাহার পর হইতে লীলাবসান পর্য্যন্ত তাঁহার শরণাগত ভক্তদিগকে অজস্র উপদেশ দান করিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন! গোমুখানিঃসৃত পুণ্যসলিলা গঙ্গার ন্যায় ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই সকল অমৃতময় উপদেশ একটি সুধাসিন্ধু সৃষ্টি করিয়া জগৎকে পবিত্র করিয়াছেন! সন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ (১৮৮৬ খৃঃ ১৬ আগষ্ট) ঠাকুর লীলা সংবরণ করেন। জীবের প্রতি ঠাকুরের কি অপার করুণা!—লীলা সাঙ্গের দুইদিন পূর্ব্বে লোকশিক্ষার ভার ঠাকুর তাঁহার লীলাসহচর অন্তরঙ্গ **স্বামী বিবেকানন্দের** উপর অর্পণ করেন। ইঁহার সংসারাশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত; ইনি কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ দত্তবংশে সন ১২৬৯ সালের ২৯ পৌষ (১৮৬৩ খৃঃ ১২ জানুয়ারী) সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঠাকুরের সেই আদেশ পালনের জন্য ভারতের নানাস্থানে ঠাকুরের উপদেশ-সুধা বিতরণ করেন ও ১৮৯৩ খৃঃ ৩১ মে সুদূর আমেরিকায় ও পরে ইউরোপে ধর্ম্ম-প্রচার করেন। ১৮৯৮ খৃঃ ৯ ডিসেম্বর হাবড়া জেলার বেলুড় গ্রামে

ভাগীরথী-তীরে 'বেলুড় মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অন্যান্য নানাস্থানে মঠ ও সেবাশ্রম স্থাপন করেন। এইরূপে ভারতকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করিয়া তিনি সন ১৩০৯ সালের ২০ আষাঢ় (১৯০২ খৃঃ ৪জুলাই) মানব-লীলা সংবরণ করেন।

এস পাপী, তাপী, আর্ত্ত, এই সুধাসিন্ধু তীরে ছুটে এস,—এই সুধা পান কর,—তোমার সকল জ্বালা জুড়াইবে—হতাশ-প্রাণে আশার সঞ্চার হইবে—হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইবে—জীবন শান্তিময়—আনন্দময় হইবে!

সূচীপত্র

অবতরণিকা

নমো ভগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়।

"বীর্য্যধারণ না কর্‌লে এ সব উপদেশ ধারণা হয় না। চৈতন্যদেবকে একজন বল্লে, আপনি এদের এত উপদেশ দেন, তেমন উন্নতি কর্‌তে পাচ্ছে না কেন? তিনি বল্লেন—'এরা যোষিৎ-সঙ্গ (স্ত্রী-সঙ্গ) ক'রে সব অপব্যয় করে! তাই ধারণা করতে পারে না!' ফুটো কলসীতে জল রাখ্‌লে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়। তাই বল্‌ছি, এখনও সাবধান হও! আষাঢ় মাসের জল রোধ করা শক্ত বটে। কিন্তু জল অনেক তো বেরিয়ে গেছে!—এখনও বাঁধ দিলে থাক্‌বে।"

"শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়"

—চৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস দেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী

সংসারাশ্রম

১। সংসারাসক্ত বদ্ধজীবের হুঁস্ নাই। তা'রা জালে প'ড়েই আছে। অথচ জালে বদ্ধ হ'য়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই। হরিকথা এদের সম্মুখে হ'লে, এরা সেখান থেকে চ'লে যায়। বলে, "হরিনাম ম'রবার সময় হবে, এখন কেন?" পরিবার ও ছেলেদের মনে ক'রে কাঁদে, আর বলে, "হায়! আমি ম'লে এদের কি হবে?" যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, আবার তা'রা তাই করে। যেমন উট কাঁটাঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দর্‌দর্‌ ক'রে রক্ত পড়ে, তবু— কাঁটাঘাস ছাড়ে না। এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হয়! মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হ'ল, আবার বছর বছর ছেলে মেয়ে হবে! বলে, 'কি ক'র্‌ব, অদৃষ্টে ছিল!'

তীর্থ ক'র্‌তে গেলেও নিজে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌বার অবসর পায় না। কেবল পরিবারদের পুঁট্‌লি বইতে বইতে প্রাণ যায়। ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়া'তে আর গড়াগড়ি দেওয়া'তেই তা'রা ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের ও পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে, আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ ক'রে ধন উপায় করে। যা'রা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল ব'লে উড়িয়ে দেয়। সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপ্‌লে, গঙ্গাস্নান কর্‌লে, তীর্থে গেলে কি হ'বে? সংসারাসক্তি ভিতরে থাক্‌লে মৃত্যুকালে সেটী দেখা দেয়। শুকপাখী সহজ বেলা 'রাধাকৃষ্ণ' বলে, বিড়ালে ধ'র্‌লে কিন্তু নিজের বুলি বেরোয়,—কঁ্যা কঁ্যা করে। গীতায় আছে—"মৃত্যুকালে যাহা মনে ক'র্‌বে, পরলোকে তাই হবে।" ভরতরাজা 'হরিণ' 'হরিণ' ক'রে দেহত্যাগ ক'রেছিল, তাই হরিণ জন্ম হ'ল। ঈশ্বরচিন্তা ক'রে দেহত্যাগ ক'র্‌লে ঈশ্বরলাভ হয়, আর এ সংসারে আস্‌তে হয় না।

২। বদ্ধজীব সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ হ'য়েছে—হাত, পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে আর নির্ভয়ে

থাক্‌বে। তা'রা জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হ'বে। বদ্ধজীব যখন মরে, তখন তা'র পরিবার বলে, "তুমি ত চল্লে, আমার কি ক'রে গেলে ?" বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তাহ'লে হয় আবোল্ তাবোল্ ফাল্‌তো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা ক'রলে বলে,—"আমি চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পারি না ; তাই বেড়া বাঁধ্‌ছি।" হয়ত সময় কাটেনা দেখে তাস খেল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে।

৩। বদ্ধজীব—সংসারী জীব। তাদের নিয়ে কি মহৎ কাজ হ'বে ? যেমন কাকে ঠোক্‌রান আম ঠাকুর সেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ। এরা যেমন গুটিপোকা ; মনে ক'র্‌লে কেটে বেরিয়ে আস্‌তে পারে, কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে আস্‌তে মায়া হয়। শেষে মৃত্যু।

৪। জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। হাতীকে স্নান করিয়ে দিলে আবার তারা ধূলো কাদা মাখে। মন মত্ত করী। তবে হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁধ্ ক'রিয়ে দিতে পার, তাহ'লে আর ধূলা কাদা মাখ্‌তে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাহ'লে শুদ্ধমন হয়, আর

সে মন কামিনী কাঞ্চনে আবার আসক্ত হ'বার অবসর পায় না। ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাই এত কর্ম্মভোগ। দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাকৃতে উপায় ক'র্‌তে হয়। উপায়—'অভ্যাস যোগ'। ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস ক'র্‌লে শেষের দিনেও তাঁকে মনে প'ড়্‌বে।

৫। সংসারী লোক মনে করে, "আমরা বড় বুদ্ধিমান।" কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেল্‌ছে, নিজেদের চা'ল ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু সংসার-ত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তা'রা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান্। নিজে খেলে না, তাই উপর চা'ল ঠিক্ ব'লে দিতে পারে।

৬। বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখনও কখনও এক একবার দেখা দেয়। বিষয়ী লোকেদের রোখ্ নাই। হ'লো হ'লো; না হ'লো, না হ'লো। জলের দরকার হ'য়েছে, কূপ খুঁড়্‌ছে; খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে কেবল বালি বেরোয়, সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, সেইখানেই খুঁড়্‌বে, তবে ত জল পাবে! জীব যেমন কর্ম্ম করে, সেইরূপ ফল পায়।

৭। হাজার লেক্‌চার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে, তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট্‌ মার্‌লে কুমীরের কি হবে? সাধুর কমণ্ডলু (তুম্বা) চারধাম ক'রে আসে; কিন্তু যেমন তেঁত, তেমনি তেঁত। বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে প'ড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়;—তবে ত দাঁড়াতে ও চ'ল্‌তে শিখে।

৮। সংসারে থাক্‌তে গেলেই ওরকম হয়। কখনও উঁচু, কখনও নীচু। কখনও বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার কমে যায়। কামিনী কাঞ্চন নিয়ে থাক্‌তে হয় কিনা! তাই এমন হয়। সংসারে ভক্ত কখনও ঈশ্বর চিন্তা, হরিনাম করে, কখনও বা কামিনী কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি,—কখনও সন্দেশে ব'স্‌ছে কখনও বা পচা ঘা বা বিষ্ঠাতেও বসে।

৯। ভোগ থাক্‌লেই যোগ ক'মে যায়। ভোগ থাক্‌লেই আবার জ্বালা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—অবধূত চিলকে চব্বিশ গুরুর মধ্যে একজন ক'রেছিল। চিলের মুখে মাছ ছিল, তাই হাজার কাক তাকে ঘিরে ফেল্‌লে। চিল মাছ মুখে ক'রে যেদিকে যায়, সেই দিকে কাকগুলো—পেছনে পেছনে কা কা ক'র্‌তে ক'রতে

যায়। যখন চিলের মুখ থেকে মাছটী আপনি হঠাৎ প'ড়ে গেল, তখন যত কাক মাছের দিকে গেল; চিলের দিকে আর গেল না। মাছ অর্থাৎ ভোগের বস্তু; কাকগুলো ভাবনা চিন্তা। 'যেখানে ভোগ, সেখানে ভাবনা চিন্তা। ভোগ ত্যাগ হ'য়ে গেলেই শান্তি। আবার দেখ, অর্থই আবার অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ; কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে হিস্যে নিয়ে গোল হয়। কুকুরেরা গা চাটাচাটি ক'র্‌ছে, পরস্পর বেশ ভাব; কিন্তু গৃহস্থ যদি দুটী ভাত ফেলে দেয়, তাহ'লে পরস্পর কামড়াকামড়ি ক'র্‌বে।

১০। সংসারী লোকদের যদি বল যে, সব ত্যাগ ক'রে—ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও; তা তা'রা কখনও শুন্‌বে না। তাই বিষয়ী লোকদের টান্‌বার জন্য গৌর নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ ক'রে এই ব্যবস্থা ক'রে ছিলেন;—"মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বল্ হরিবোল।" প্রথম দুইটীর লোভে অনেকে 'হরি-বোল' ব'ল্‌তে যেতো। হরিনাম সুধার একটু আস্বাদ পেলে তারা বুঝ্‌তে পার্‌তো যে, 'মাগুর মাছের ঝোল' আর কিছু নয়, কেবল হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই; আর যুবতী মেয়ে কিনা—পৃথিবী। "যুবতী মেয়ের কোল" কি না—ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

১১। “লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।” লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, অভিমান; জীবের এ সব পাশ। এ সব গেলে তার সংসার হ’তে মুক্তি হয়।

১২। তোমরা ত নিজে নিজে দেখ্‌ছ, সংসার অনিত্য। এই বাড়ী দেখ না কেন? কত লোক এল, গেল! কত জন্মাল, কত দেহত্যাগ ক’র্‌লে! সংসার এই আছে, এই নাই—অনিত্য! যাদের এত “আমার” “আমার” ক’রছ, চোক্ বুজ্‌লেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না! “আমার হারুর কি হ’বে?” “গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পলাতে নারে।” গুটীপোকা আপন নালে আপনি মরে! এরূপ সংসার মিথ্যা; অনিত্য। তাঁকে জেনে সংসার ক’র্‌লে অনিত্য নয়।

১৩। গুরু শিষ্যকে বল্‌লেন,—“সংসার মিথ্যা; তুই আমার সঙ্গে চ’লে আয়।” শিষ্য বল্লে,—“ঠাকুর, এরা আমায় এত সব ভালবাসে,—আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী, এদের ছেড়ে কেমন ক’রে যাব?” গুরু বল্লেন,—“তুই ‘আমার’ ‘আমার’ কর্‌ছিস্ বটে, আর বল্‌ছিস্ ‘ওরা ভালবাসে।’ কিন্তু ওসব ভুল। আমি তোকে একটা ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটী করিস্। তাহ’লে বুঝ্‌বি, সত্য ভালবাসে কি না।”

এই ব'লে একটা ঔষধের বড়ি তার হাতে দিয়ে বল্লেন, "এইটা খা'স্। তাহ'লে মরার মতন হ'য়ে যাবি। কিন্তু তোর জ্ঞান যাবে না, সব দেখ্‌তে শুন্‌তে পাবি। তার পর আমি উপস্থিত হ'লে তোর ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বাবস্থা হবে।" শিষ্যটী ঠিক ঐরূপ ক'র্‌লে। বাড়ীতে কান্না-কাটি প'ড়ে গেল। মা, স্ত্রী, সকলে আছ্‌ড়া পিছ্‌ড়ি ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। এমন সময় একটী ব্রাহ্মণ এ'সে বল্লে,—"কি হ'য়েছে গা?" তারা সকলে বল্লে, "এ ছেলেটী মারা গেছে।" ব্রাহ্মণ মরা মানুষের হাত দেখে বল্লেন, "সে কি! এ ত মরে নাই! আমি একটী ঔষধ দিচ্ছি; খেলেই সব সেরে যাবে।" বাড়ীর সকলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলে। তখন ব্রাহ্মণ বল্লেন,— "তবে একটী কথা আছে। এই ঔষধটী আগে একজনের খেতে হ'বে, তার পর ওকে খাওয়াতে হ'বে। আর যিনি আগে খাবেন, তাঁ'র কিন্তু মৃত্যু হবে। তা, এর ত অনেক আপনার লোক আছে দেখ্‌ছি; কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মা, কি স্ত্রী, এঁরা খুব কাঁদ্‌চেন, এঁরা অবশ্য খেতে পারেন। তখন তা'রা সব কান্না থামিয়ে চুপ ক'রে রইল। মা বল্লেন, "তাই ত, এ বৃহৎ সংসার, আমি গেলে কে এ সব দেখ্‌বে, শুন্‌বে?" এই ব'লে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। স্ত্রী এই মাত্র কাঁদছিল,

—“দিদি গো, আমার কি হ’লো গো” ব’লে। সে বল্লে, “তাই ত! ওঁর যা হবার হ’য়ে গিয়েছে; আমার দুটী তিনটী নাবালক ছেলে মেয়ে,—আমি যদি যাই, এদের কে দেখ্‌বে?” শিষ্য সব দেখ্‌ছিল, শুন্‌ছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে প’ড়ল, আর বল্লে—“গুরুদেব, চল, তোমার সঙ্গে যাই।”

১৪। তাঁকে জেনে,—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে, আর এক হাতে সংসারের কার্য্য কর। যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ সংসার মিথ্যা। তখন তাঁকে ভুলে, মানুষ ‘আমার’ ‘আমার’ করে। মায়ায় বদ্ধ হ’য়ে, কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হ’য়ে মানুষ আরও ডোবে। মায়াতে মানুষ এমনই অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাক্‌লেও পালাতে পারে না।

১৫। না গো, তোমাদের সব ত্যাগ ক’র্‌তে হবে কেন? তোমরা রসে বসে বেশ আছ; সারে মা’তে তোমরা বেশ আছ। নক্সা খেলা জান? আমি বেশী কাটিয়ে জ্ব’লে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা, কেউ দশে আছ, কেউ ছয়ে আছ, কেউ পাঁচে আছ। বেশী কাটাও নাই। তাই আমার মত জ্ব’লে যাও নাই। খেলা চ’ল্‌ছে, এত বেশ! সত্য ব’ল্‌ছি, তোমরা সংসার ক’রছ, এতে দোষ নাই; তবে ঈশ্বরের

দিকে মন রাখ্‌তে হবে। তা না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধ'রে থাক। কর্ম্ম শেষ হ'লে, দুই হাতে ঈশ্বরকে ধ'র্‌বে।

১৬। তাঁকে যদি লাভ ক'র্‌তে পার, সংসার অসার ব'লে বোধ হবে না। যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে যে, জীব, জগৎ সে তিনি হ'য়েছেন। ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ। পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখ্‌বে ও সেবা কর্‌বে। তাঁকে জেনে সংসার ক'র্‌লে লোকের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দুজনেই ভক্ত; কেবল ঈশ্বরের কথা কয়; ঈশ্বরের প্রসঙ্গ ল'য়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। তবে এমনটী হ'তে গেলে দুজনেরই ভাল হওয়া চাই। দুই জনে যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তাহ'লেই এটী সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই। না হ'লে সর্ব্বদা অমিল হয়। একজনকে তফাতে যেতে হয়। যদি না মিল হয়, তাহ'লে বড় যন্ত্রণা।

১৭। সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাক্‌বার জায়গা হয়, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান্ লাভ

হয় না। তাই টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। এর নাম বিচার। আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে? বিচার কর। সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্ব্বি, মল, মূত্র, এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

১৮। সংসারে থাক্‌তে গেলেই সুখ দুঃখ আছে,—একটু আধটু অশান্তি আছে। কাজলের ঘরে থাক্‌লে গায়ে একটু কালি লাগেই। হাত তালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম ক'র্‌বে—'হরিবোল' 'হরিবোল' ব'লে।

১৯। ঈশ্বর দুইবার হাসেন। একবার হাসেন, যখন দুই ভাই জমি বখরা করে, আর দড়ি মেপে বলে, 'এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার।' ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ; তার খানিকটা মাটি নিয়ে ক'র্‌ছে 'এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার।' ঈশ্বর আর একবার হাসেন! ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন। মা কাঁদ্‌ছেন, বৈদ্য এসে বল্‌ছে,—"ভয় কি, মা, আমি ভাল ক'রব।" বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে?

২০। বন্ধন আর মুক্তি, দুইএর কর্ত্তাই তিনি।

তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হ'লেই মুক্ত হ'য়ে যায়। তিনি "ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী।" তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাক্‌তে ছুঁলে আর দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, তাহ'লে খেলা হয় কেমন ক'রে? সকলেই ছুঁয়ে ফেল্লে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়; খেলা চ'ল্লে বুড়ীর আহ্লাদ হয়। তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী,—আনন্দময়ী। তাই লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন। তিনি যদি আবার দয়া ক'রে মনকে ফিরিয়ে দেন, তাহ'লে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।

২১। যোগী দু রকম—ব্যক্ত যোগী আর গুপ্তযোগী। সংসারে যে গুপ্তযোগী কেউ তা'কে টের পায় না। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়। জোর ক'রে সংসার থেকে চ'লে আসা ভাল নয়।

২২। যারা 'সংসারে ধর্ম্ম, সংসারে ধর্ম্ম' কর্‌ছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায়, তাদের আর কিছু ভাল লাগে না, কাজের সব আঁট ক'মে যায়, ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে, কাজ আর ক'র্‌তে পারে না,—কেবল সেই আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। ভগবানের

আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ! একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পেলে, সেই আনন্দের জন্য ছুটোছুটী ক'রে বেড়ায়; তখন সংসার থাকে আর যায়!

২৩। সব কাজ ক'র্‌বে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখ্‌বে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাক্‌বে ও সেবা ক'র্‌বে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জান্‌বে যে, তারা তোমার কেউ নয়। বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ কর্‌ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন প'ড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে, 'আমার রাম' 'আমার হরি'। কিন্তু মনে বেশ জানে, এরা আমার কেউ নয়। সংসারে সব কর্ম্ম কর্‌বে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখ্‌বে।

২৪। পাঁকাল মাছের মত থাক। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর। কিন্তু বড় কঠিন। "যে ঘরে আচার, তেঁতুল, আর জলের জালা, সেই ঘরে বিকারের রোগী! কেমন করে রোগ সারবে?" আবার তেঁতুল মনে করলে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার ও তেঁতুলের মত। আর বিষয় তৃষ্ণা সর্ব্বদাই লেগে আছে; ঐটেই জলের জালা। এ তৃষ্ণার শেষ

নাই। বিকারের রোগী বলে, "এক জালা জল খাব।" বড়-কঠিন। সংসারে নানা গোল।

২৫। চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম ক'রে যদি কেউ সোনা পায়, সে মাটির ভিতর রাখ্‌তে পারে,—বাক্সের ভিতর ও রাখ্‌তে পারে,—জলের ভিতরও রাখ্‌তে পারে,—সোনার কিছু হয় না। আমি বলি, অনাসক্ত হ'য়ে সংসার কর। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ,—তাহ'লে হাতে আঠা লাগ্‌বে না। কাঁচা মনকে সংসারে রাখ্‌তে গেলে মন মলিন হ'য়ে যায়;—জ্ঞানলাভ ক'রে তবে সংসারে থাক্‌তে হয়। শুধু জলে দুধ রাখ্‌লে দুধ নষ্ট হ'য়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখ্‌লে, আর কোনও গোল থাকে না।

২৬। সংসার কর না কেন? তাতে দোষ নাই; তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর। জেনো যে বাড়ী, ঘর, পরিবার, আমার নয়; এ সব ঈশ্বরের; আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হ'য়ে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌বে।

২৭। সকলের পক্ষে সংসারত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই, তাদের পক্ষে সংসারত্যাগ নয়। তা'রা নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে।

২৮। বিবেক বৈরাগ্য লাভ ক'রে সংসার ক'র্তে হয়। সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নাম্‌লে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য—হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য, দুদিনের জন্য। এইটী বোধ থাকা চাই।

২৯। তোমরা যত দূর পার, স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হ'য়ে থাক্‌বে। মাঝে মাঝে নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌বে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। তারপর ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি এলে অনেকটা অনাসক্ত হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে। দু একটী ছেলে হ'লে স্ত্রী-পুরুষ দুই জনে ভাই বোনের মত থাক্‌বে। আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা ক'রবে, যাতে ইন্দ্রিয়সুখেতে মন না যায়। ছেলেপুলে আর না হয়।

৩০। জীব যেন ডা'ল; জাঁতার ভিতর প'ড়েছে, পিষে যাবে। তবে যে কটী ডা'ল খুঁটি ধ'রে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটি অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হ'তে হয়; তাঁ'কে ডাকো; তাঁ'র নাম কর; তবে মুক্তি। তা না হ'লে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।

৩১। যারা তাঁ'কে ধ'রে থাকে, তা'রা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না; একটু নাড়াচাড়া

খেয়েই সাম্‌লে যায়। গঙ্গায় ষ্টীমারগুলো গেলে জেলে ডিঙ্গিগুলো কি করে? মনে হয়, যেন একেবারে গেল, আর সাম্‌লাতে পার্‌লে না; কোনখানা বা উল্টেই গেল। আর বড় বড় হাজার মুনে কিস্তিগুলো 'দুচার বার টালমাটাল হ'য়েই যেমন তেমনি স্থির হ'লো; দুচারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে। কয়দিনের জন্যই বা সংসারের পুত্ত্রাদির সঙ্গে সম্বন্ধ? মানুষ সুখের আশায় সংসার ক'র্‌তে যায়;—বিয়ে ক'র্‌লে, ছেলে হ'লো, সেই ছেলে আবার বড় হ'লো, তার বিয়ে দিলে,—দিন কতক বেশ চল্‌লো। তারপর এটার অসুখ, ওটা ম'লো, এটা ব'য়ে গেল,—ভাবনা চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত। যত রস মরে, তত একেবারে "দশ ডাক" ছাড়্‌তে থাকে।

৩২। সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তাহ'লে বাহাদুরী আছে। দেখ, জনকরাজা খুব বাহাদুর; সে দুখানি তরোয়াল ঘুরা'ত, একখানা জ্ঞান, ও একখানা কর্ম্ম। একদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, আর এক দিকে সংসারের কর্ম্ম ক'র্‌ছে!

৩৩। তোমাদের ধন, ঐশ্বর্য্য আছে, অথচ ঈশ্বরকে ডাক্‌ছো—এ খুব ভাল। গীতায় আছে, যারা যোগভ্রষ্ট, তো'রাই ভক্ত হ'য়ে ধনীর ঘরে জন্মায়।

৩৪। সংসারের ভিতর—বিশেষ কর্ম্মের মধ্যে থেকে, প্রথমাবস্থায় মন স্থির ক'রতে অনেক ব্যাঘাত হয়। যেমন ফুটপাথের গাছ; যখন চারাগাছ থাকে, তখন বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়; গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। তখন গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

৩৫। মন নিয়ে কথা; মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রংএ ছোবাবে, সেই রংএ ছুব্‌বে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়; লালে ছোবাও, লাল; নীলে ছোবাও, নীল; সবুজ রংএ ছোবাও, সবুজ। যে রংএ ছোবাও, সেই রংএ ছুব্‌বে। দেখ না, যদি একটু ইংরাজী পড়, ত অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে। আবার সেই সঙ্গে পায়ে বুটজুতা, শিশ্ দিয়ে গান করা, এই সব এসে জুট্‌বে। আবার যে পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, সে সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়্‌বে। মনকে কুসঙ্গে রাখ্‌লে সেই রকম কথাবার্ত্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখ, তাহ'লে ঈশ্বরচিন্তা, হরিকথা, এই সব হবে; মন নিয়েই সব। একপাশে পরিবার, একপাশে সন্তান; পরিবারকে এক ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন।

৩৬। সংসারে থেকে সাধনা করা বড় কঠিন। অনেক

ব্যাঘাত,—তা আর তোমাদের বল্‌তে হবে না,—রোগ, শোক, দারিদ্র্য, আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নাই, ছেলে অবাধ্য, মূর্খ, গোঁয়ার। তবে উপায় আছে। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা ক'র্‌তে হয়, তাঁকে লাভ ক'র্‌বার জন্য চেষ্টা ক'র্‌তে হয়। যখন অবসর পাবে, কোনও নির্জ্জন স্থানে গিয়ে—একদিন দুদিন থাক্‌বে, —যেন সংসারের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না থাকে, যেন কোনও বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় ল'য়ে আলাপ না ক'র্‌তে হয়। হয় নির্জ্জনে বাস, নয় সাধুসঙ্গ।

৩৭। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা করা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়ে দিতে পারে। একটু কষ্ট ক'রে সৎসঙ্গ ক'র্‌তে হয়। বাড়ীতে কেবল বিষয়ের কথা। রোগ লেগেই আছে। পাখী দাঁড়ে বসে' তবে 'রাম' 'রাম' বলে ; বনে উড়ে গেলে আবার কাঁ্যা কাঁ্যা ক'র্‌বে।

৩৮। বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঙ্গ একদিন ক'র্‌লে হয় না ; সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। আবার বৈদ্যের কাছে না থাক্‌লে নাড়ীজ্ঞান হয় না ; সঙ্গে' সঙ্গে ঘুর্‌তে হয়। তবে কোন্‌টী কফের নাড়ী, কোন্‌টী পিত্তের নাড়ী বোঝা যায়। সাধুসঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ হয় ; তাঁর উপরে ভালবাসা হয়। ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। সাধুসঙ্গ

ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। যেমন বাড়ীতে কারুর অসুখ হ'লে, সর্ব্বদাই মন ব্যাকুল হ'য়ে থাকে,—কিসে রোগী ভাল হয়। সাধুসঙ্গ ক'র্‌লে, আর একটী উপকার হয়। সদসৎ বিচার। সৎ নিত্যপদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। অসৎপথে মন গেলেই বিচার ক'র্‌তে হয়। হাতী পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়া'লে, সেই সময় মাহুত ডাঙ্গস্‌ মারে।

৩৯। সাধুদের ছবি দেখ্‌লে মনে সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়। শোলার আতা দেখ্‌লে যেমন সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়, যুবতী স্ত্রীলোক দেখ্‌লে লোকের যেমন ভোগের উদ্দীপন হয়। তাই তোমাদের বলি, সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার। সংসারের জ্বালা ত দেখ্‌ছ! ভোগ নিতে গেলেই জ্বালা। সাধুসঙ্গে শান্তি হয়। তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

৪০। তা সংসারে হবে না কেন? সর্ব্বদাই গুরুর সঙ্গ, গুরুর সেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। হয় নির্জ্জনে রাতদিন তাঁর চিন্তা, নয় সাধুসঙ্গ। মন একলা থাক্‌লেই ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়। এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও, ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গা জলের ভিতর যদি ঐ ভাঁড় ডুবিয়ে রাখ, তাহ'লে শুকোবে না। কামারশালার লোহা আগুনে বেশ লাল হয়ে গেল।

আবার আলাদা ক'রে রাখ, যেমন কাল লোহা তেমনি কাল। তাই লোহাকে মধ্যে মধ্যে হাপরে দিতে হয়।

৪১। সংসার—জল, আর মনটী যেমন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহ'লে দুধে জলে মিশে এক হ'য়ে যায়। খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহ'লে ভাসে। তাই নির্জ্জনে সাধন দ্বারা আগে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন লাভ ক'র্‌বে। সেই মাখন সংসার জলে ফেলে রাখ, মিশ্‌বে না।

৪২। আর সংসারে থাক, ঝড়ের এঁটো পাতা হ'য়ে। ঝড়ে এঁটো পাতাকে কখনও ঘরের ভিতর ল'য়ে যায়, কখনও আস্তাকুঁড়ে। হাওয়া যে দিকে যায়, পাতাও সেদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়! তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন; ভাল, এখন সেই স্থানেই থাক,—আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় ফেল্‌বেন, তখন যা হয় হবে। তাঁকে আত্মসমর্পণ কর। তাহ'লে আর কোনও গোল থাক্‌বে না। তখন দেখ্‌বে, তিনিই সব ক'র্‌ছেন। সবই রামের ইচ্ছা।

৪৩। টাকা থাক্‌লেই বড়-মানুষ হয় না। বড়-মানুষের বাড়ীর একটী লক্ষণ যে, সব ঘরে আলো

থাকে। গরীবরা তেল খরচ ক'র্‌তে পারে না ; তাই তত আলোর বন্দোবস্ত করে না। এই দেহ-মন্দির অন্ধকারে রাখ্‌তে নাই ; জ্ঞানদীপ জ্বেলে দিতে হয়।

৪৪। লোকের সঙ্গে বাস ক'র্‌তে গেলেই দুষ্ট-লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট ক'র্‌বে ব'লে উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

৪৫। অসৎ লোকে তোমাকে কত কি বল্‌বে, নিন্দা ক'র্‌বে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য ক'র্‌বে। দুষ্ট লোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বর চিন্তা হয় না? দেখ না, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা ক'র্‌তো। চারিদিকে বাঘ, ভালুক, নানা হিংস্র জন্তু। অসৎ লোকের বাঘ ভালুকের স্বভাব,—তেড়ে এসে অনিষ্ট করে।

৪৬। সংসারী লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু ছাখ্, হাতী যখন চ'লে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে ; কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না।

৪৭। সালিসি, মোড়লী, এসবে আর কাজ কি? দয়া, পরোপকার,—এসব ত অনেক হ'লো। ওসব যারা ক'র্‌বে তাদের থাক্ আলাদা। তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়। আগে তিনি, তারপর দয়া, পরোপকার,—

জগতের উপকার,—জীব উদ্ধার। তোমার ও ভাবনায় কাজ কি?

৪৮। পরিবারদের উপর কর্ত্তব্য,—যতদিন তা'দের খাওয়া পরার কষ্ট থাকে; কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হ'লে আর তাদের ভার লওয়ার দরকার নাই। পাখীর ছানা খুঁটে খেতে শিখ্‌লে পর আবার মা'র কাছে খেতে এলে মা ঠোক্কর মারে।

৪৯। সংসারীদের যা কর্ত্তব্য, চৈতন্যদেব ব'লেছিলেন —জীবে দয়া, বৈষ্ণবসেবা, নামসংকীর্ত্তন।

৫০। বেশ্যাদের কি কোনও মতে উদ্ধার হবে না? হাঁ হবে, যদি আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে, আর বলে "আর ক'র্‌ব না।" শুধু হরিনাম ক'র্‌লে কি হবে? আন্তরিক কাঁদ্‌তে হবে।

৫১। ভগবদ্দর্শন না হ'লে কাম একেবারে যায় না। ভগবানের দর্শন হ'লেও শরীর যতদিন থাকে, ততদিন একটু আধটু থাকে; তবে মাথা তুল্‌তে পারে না। তবে বলে, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। আর যদি কখনও এক আধবার কুভাব এসে পড়ে, ত কেন এল ব'লে ব'সে ব'সে তাই ভাব্‌তে থাক্‌বি কেন? ও গুলোকে শৌচ পেচ্ছাপের মত মনে ক'র্‌বি। আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা ক'র্‌বি; হরিনাম ক'র্‌বি ও তাঁর

কথাই ভাব্‌বি। ও ভাবগুলো এল কি গেল, সে দিকে নজর দিবি না। এর পর ওগুলো ক্রমে ক্রমে বাঁধ মান্‌বে।

৫২। সকলেরই এক পথে যেতে হবে। এখানে দুদিনের জন্য। সংসার কর্ম্মভূমি। এখানে কর্ম্ম ক'র্‌তে আসা। যেমন দেশে বাড়ী, ক'লকাতা গিয়ে কর্ম্ম করে। কিছু কর্ম্ম করা দরকার। সাধন। তাড়াতাড়ি কর্ম্মগুলি শেষ করে' নিতে হয়। স্যাক্‌রারা সোনা গালাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ্‌, সব দিয়ে হাওয়া করে, যাতে আগুনটা খুব জোর হ'য়ে সোনাটা গলে। সোনা গল্‌বার পর তখন বলে, "তামাক সাজ।" এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম প'ড়ছিল। খুব রোখ চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাঁর নাম-বীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল; তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি কেটে যায়।

৫৩। বেশী খেও না। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার ততটুকু ক'র্‌বে। বেশী বাড়াবাড়ি ক'রো না। বেশী আচার ক'রো না। একজন সাধুর বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে। ভিস্তি জল নিয়ে যাচ্ছিল; সাধুকে জল

দিতে চাইলে। সাধু ব'ল্লে, "তোমার চামড়ার মশক পরিষ্কার ?" ভিস্তি ব'ল্লে "মহারাজ, আমার ডোল খুব পরিষ্কার, কিন্তু তোমার ডোলের ভিতর মল মূত্র অনেক রকম ময়লা আছে। তাই ব'ল্‌ছি, আমার ডোল থেকে জল খাও। এতে দোষ হবে না।"

৫৪। একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয়। আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয়।

৫৫। বয়স হ'লে সংসার থেকে চলে' গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করা ভাল।

৫৬। যখন বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশ্‌বে, তখন সকলকে ভালবাস্‌বে; মিশে যেন এক হ'য়ে যাবে, —বিদ্বেষভাব আর রাখ্‌বে না। "ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান" এই ব'লে নাক সিট্‌কিয়ে ঘৃণা ক'রো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জান্‌বে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশ্‌বে, যতদূর পার। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি, আনন্দভোগ ক'র্‌বে। রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন গরু সব মাঠে গিয়ে এক হ'য়ে যায়। এক পালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যের সময় নিজের ঘরে যায়, তখন আবার পৃথক হ'য়ে যায়।

৫৭। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ,—কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ ব'লেছিল, কামক্রোধাদি রিপু, এরা ত যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও; ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম ক'রেছি, উদ্ধার হ'ব না? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? তারপর, ঈশ্বর লাভ ক'রবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে। যদি অহঙ্কার ক'র্‌তে হয়, ত এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

৫৮। আবার ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নাম গুণগান ক'র্‌তে ভাল লাগে, তা'হলে ইন্দ্রিয়সংযম আর চেষ্টা ক'রে ক'রতে হয় না। রিপুবশ আপনা আপনিই হ'য়ে যায়।

৫৯। বাঘ যেমন কপ্ কপ্ ক'রে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি 'অনুরাগ-বাঘ' কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হ'লে কাম ক্রোধাদি থাকে না।

৬০। ভক্তিপথেও অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ আপনি হয়;

আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আস্‌বে, ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুনি লাগ্‌বে।

৬১। সকলেরই মুক্তি হ'বে, তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চ'ল্‌তে হয়। বাঁকা পথে গেলে ফিরে আস্‌তে কষ্ট হবে, মুক্তি অনেক দেরীতে হয়। হয়ত এ জন্মেও হ'লো না, আবার হয়ত অনেক জন্মের পর হ'লো। জনকাদি সংসারেও কর্ম্ম ক'রেছিলেন, ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ ক'রতেন; পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই? মাথায় জলের ঘড়া, হাস্‌তে হাস্‌তে কথা কইতে কইতে যাচ্ছে।

৬২। সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম ক'র্‌তে ক'র্‌তে তবে জ্ঞান হয়। গুরু ব'লেছেন, এই সব কর্ম্ম কর, আর এই সব কর্ম্ম ক'রো না। আবার তিনি নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দেন। কর্ম্ম ক'র্‌তে ক'র্‌তে মনের ময়লা কেটে যায়। ভাল ডাক্তারের হাতে প'ড়্‌লে ঔষধ খেতে খেতে যেমন রোগ সেরে যায়। কেন তিনি সংসার থেকে ছাড়েন না? রোগ সার্‌বে তবে ছাড়বেন। হাসপাতালে নাম লিখালে পালিয়ে আস্‌বার যো নাই। রোগের কসুর থাক্‌লে ডাক্তার সাহেব ছাড়্‌বে না।

৬৩। কি জান? সংসার ক'র্‌লে মনের বাজে খরচ হ'য়ে যায়। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুন মনের

যা ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়—যদি কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন, তার পরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।

৬৪। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে। মন্দলোকের কাছ থেকে তফাৎ থাক্‌তে হয়। বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন, তা'ব'লে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। যদি বল, বাঘ ত নারায়ণ, তবে কেন পালাব? তার উত্তর এই যে, যারা ব'লছে, 'পালিয়ে এস,' তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি? শাস্ত্রে আছে, 'আপোনারায়ণঃ'। —জল নারায়ণ। কিন্তু কোনও জল ঠাকুরসেবায় চলে, আবার কোনও জলে কেবল আঁচান, বাসনমাজা, কাপড় কাচা চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুর-সেবায় চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত, সকলেরই হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু, অভক্ত, দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না; মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে। আবার কারও সঙ্গে তা'ও চলে না। ঐরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাক্‌তে হয়।

৬৫। তুমি খোসামুদে কথায় ভুলো না। বিষয়ী-

লোক দেখ্‌লেই খোসামুদে এসে জোটে। মরা গরু একটা পেলে যত শকুনি সেখানে এসে পড়ে! বিষয়ী লোকগুলোর পদার্থ নাই, যেন গোবরের ঝোড়া। খোসামুদেরা এসে ব'ল্‌বে, "আপনি দানী, জ্ঞানী, ধ্যানী" বলা ত নয়, অমনি বাঁশ!

৬৬। যে মা ঈশ্বরলাভের পথে বিঘ্ন দেয়, সে মা'র কথা না শুন্‌লে কোনও দোষ নাই; সে মা নয়; সে অবিদ্যারূপিনী। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই। গোপীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতিদের মানা শুনে নাই। প্রহ্লাদ ঈশ্বরের জন্য বাপের কথা শুনে নাই। বলি ভগবানে প্রীতির জন্য গুরু শুক্রাচার্য্যের কথা শুনে নাই। বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শুনে নাই। তবে 'ঈশ্বরের পথে যেও না', একথা ছাড়া আর সব কথা শুন্‌বে।

৬৭। বাপ কত বড় বস্তু! যে বাপ, মাকে ফাঁকি দিয়ে ধর্ম্ম ক'র্‌বে, তার ছাই হবে! মানুষের অনেক-গুলি ঋণ আছে,—পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ। এ ছাড়া আবার মাতৃঋণ আছে; আবার পরিবারের সম্বন্ধে ঋণ আছে; প্রতিপালন ক'র্‌তে হ'বে; মরবার পরও তারজন্য কিছু সংস্থান ক'রে যেতে হবে।

৬৮। যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখ্‌তে হ'বে। যতক্ষণ নিজের শরীরের খবর আছে, ততক্ষণ মা'র খবর নিতে হবে। তবে যখন নিজের শরীরের খবর নিতে পার্‌ছিনা, তখন অন্য কথা;—তখন ঈশ্বরই সব ভার লন। নাবালক নিজের ভার নিতে পারে না।

৬৯। মা দ্বিচারিণী হ'লেও ত্যাগ ক'র্‌বে না। মা, বাপ কি কম জিনিষ গা? তাঁরা প্রসন্ন না হ'লে ধর্ম্ম টর্ম্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত; তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধ'রে মাকে বোঝান। বল্লেন, "মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব।" মা বাপের ঋণ পরিশোধ না ক'র্‌লে কোনও কাজই হয় না।

৭০। ভাল ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন। যদি পুষ্করিণীতে জল ভাল হয়, সেটি পুষ্করিণীর মালিকের পুণ্যের চিহ্ন। ছেলেকে আত্মজ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিছু তফাৎ নয়। তুমি একরূপে ছেলে হ'য়েছ; একরূপে তুমি বিষয়ী,—আফিসের কাজ ক'রছো, সংসারে ভোগ ক'র্‌ছো, আর একরূপে তুমিই ভক্ত হ'য়েছ—তোমার সন্তানরূপে।

৭১। (বধূদিগের প্রতি) ত্থাখ, তোমরা শিব-পূজা ক'রো। কি ক'রে পূজা ক'র্‌তে হয়, 'নিত্য কর্ম্ম' ব'লে বই আছে, সেই বই প'ড়ে দেখে নে'বে। ঠাকুরপূজা

ক'র্‌তে হ'লে ঠাকুরের কাজ অনেক্ষণ ধ'রে ক'র্‌তে পাবে। ফুল তোলা, চন্দন ঘসা, ঠাকুরের বাসন মাজা ঠাকুরের জলখাবার সাজানো, এই সকল ক'র্‌তে হ'লে ঐ দিকেই মন থাক্‌বে। হীনবুদ্ধি রাগ, হিংসা এ সব চ'লে যাবে।

৭২। সাধু ভক্তদের কিছু দিতে হয়। যাদের টাকা আছে, তাদের ওরূপ লোক সাম্‌নে পড়্‌লে কিছু দিতে হয়। কৃপণের ধন এই কয় রকমে উড়ে যায়ঃ—

১ম, মামলা মোকদ্দামা, ২য়, চোর ডাকাতে, ৩য়, ডাক্তার খরচে, ৪র্থ, আবার বদ্‌ ছেলেরা এই সব টাকা উড়িয়ে দেয়। যাদের টাকা আছে তাদের দান করা উচিত। কৃপণের ধন উড়ে যায়; দাতার ধন রক্ষা হয়,—সৎকাজে যায়। ওদেশে চাষারা খানা কেটে ক্ষেতে জল আনে। কখনও কখনও জলের এত তোড় হয় যে, ক্ষেতের আঁল ভেঙ্গে যায়, আর জল বেরিয়ে যায় ও ফসল নষ্ট হয়। তাই চাষারা আলের মাঝে মাঝে ছেঁদা ক'রে রাখে, তাকে ঘোগ বলে। জল ঘোগ দিয়ে একটু একটু বেরিয়ে যায়; তখন জলের তোড়ে আল ভাঙ্গে না, আর ক্ষেতের উপর পলি পড়ে সেই পলিতে ক্ষেত উর্ব্বরা হয়, আর খুব ফসল হয়। যে দানধ্যান করে, সে অনেক ফললাভ করে,—চতুর্ব্বর্গ ফল!

৭৩। বাড়ীর ভিতরে অত থেকো না। মেয়ে-ছেলেদের মধ্যে থাক্‌লে, আরও ডুব্‌বে। ঈশ্বরীয় কথা হ'লে আরও ভাল থাক্‌বে।

৭৪। গাড়িতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠ্‌বে, আর নামবার সময় কোন জিনিষটা নিতে ভুল হয়েছে কি না দেখে শুনে সকলের শেষে নাম্‌বে।

৭৫। ভাল লোক, লক্ষ্মীমন্ত লোক বাড়ীতে এলে সকল বিষয়ে কেমন সুসার হ'য়ে যায়। কাকেও কিছুতে বেগ পেতে হয় না। আর হাবাতে হতচ্ছাড়া গুলো এলে সকল বিষয়ে বেগ পেতে হয়; যেদিন ঘরে কিছু নেই, তার জন্য গেরস্তকে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে, ঠিক সেই দিনেই সে এসে উপস্থিত হয়।

৭৬। নানকের গল্পে আছে, যে "অসাধুর দ্রব্য ভোজন ক'র্‌তে গিয়ে দেখ্‌লুম যে, সে সব রক্তমাখা হ'য়ে গেছে।" সাধুদের শুদ্ধ জিনিষ দিতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিষ দিতে নাই।

৭৭। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। মানুষ-গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাব্‌লে কিছু হ'বে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাব্‌তে হয়, তবে ত মন্ত্রে বিশ্বাস হ'বে? বিশ্বাস হ'লেই

সব হয়ে গেল। শূদ্র (একলব্য) মাটীর দ্রোণকে পূজা ক'র্‌ত, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য্য জ্ঞানে; তাহাতেই বাণ শিক্ষায় সিদ্ধ হ'ল।

৭৮। বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, শাস্ত্রে আছে, বলি দেওয়া যেতে পারে। 'বিধিবাদীয়' বলিতে দোষ নাই। যেমন অষ্টমীতে একটি পাঁঠা। কিন্তু সকল অবস্থাতেই হয় না।

৭৯। জিনিসটা আন্‌লি, তা দেখে আন্‌লি না? দোকানী ব্যবসা ক'র্‌তে বসেছে—সেত আর ধর্ম্ম ক'র্‌তে বসে নাই? তা'র কথায় বিশ্বাস ক'রে ঠকে এলি? ভক্ত হবি; তা' বলে বোকা হ'বি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক ঠিক জিনিষ দিলে কি না দেখে তবে দাম দিবি, ওজনে কম দিলে কি না দেখে নিবি; আবার যে সকল জিনিসের ফাউ পাওয়া যায় সে সব জিনিস কিন্‌তে গিয়ে ফাউটি পর্য্যন্ত ছেড়ে আস্‌বি না।

৮০। 'ধূমাবতী,'—অষ্টম, 'ষোড়শী',—নবম, 'ভুবনেশ্বরী',—দশম, 'তারা'—একাদশ কালী। এসব উগ্রমূর্ত্তি; এসব মূর্ত্তি বাড়ীতে রাখ্‌তে নাই। এ মূর্ত্তি বাড়ীতে রাখ্‌লে পূজা দিতে হয়।

৮১। যেখানে অনেক লোক অনেকদিন ধ'রে

ঈশ্বরকে দর্শন ক'র্‌বে ব'লে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা প্রার্থনা, উপাসনা ক'রেছে, সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে জান্‌বি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে। তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগযুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধ-পুরুষেরা এসব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখ্‌বে ব'লে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে, তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে, সেজন্য ঈশ্বর সব জায়গায় সমান ভাবে থাক্‌লেও এসব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। যেমন মাটি খুঁড়্‌লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়; কিন্তু যেখানে পাত্‌কো, ডোবা, পুকুর বা হ্রদ আছে, সেখানে আর জলের জন্য মাটি খুঁড়্‌তে হয় না। যখনই ইচ্ছা, জল পাওয়া যায়।

৮২। যদি এখানে ব'সে ভক্তিলাভ ক'র্‌তে পার, তা'হলে তীর্থে যাবার কি দরকার? কাশী গিয়ে দেখ্‌লাম, সেই গাছ, সেই তেঁতুলপাতা। তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'লো, তা'হ'লে তীর্থে যাওয়ার আর ফল হ'লো না।

৮৩। গরু যেমন পেট ভ'রে জাব খেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক জায়গায় ব'সে সেই সব খাবার উগ্‌রে ভাল

ক'রে চিবাতে বা জাবর কাট্‌তে থাকে, সেই রকম দেবস্থান, তীর্থস্থান, দেখ্‌বার পর সেখানে যে সব পবিত্র, ঈশ্বরীয় ভাব মনে উঠে, সেই সব নিয়ে একান্তে ব'সে ভাব্‌তে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়; দেখে এসেই সে সব মন থেকে তাড়িয়ে বিষয়ে, রূপরসে, মন দিতে নাই। তা হ'লে ঐ ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না। দেবস্থান, তীর্থস্থান দর্শনাদি ক'রে এসে সেই সব ভাব নিয়ে থাকৃতে হয়—জাবর কাট্‌তে হয়। তা নইলে ওসব ঈশ্বরীয় ভাব প্রাণে দাঁড়াবে কেন? যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপনা হ'য়ে তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়। আর যার প্রাণে ঐ ভাব নেই, তার বিশেষ আর কি হ'বে।

৮৪। কাশীতে মণিকর্ণিকা ঘাটে দেখিলাম, পিঙ্গলবর্ণ-জটাধারী, দীর্ঘাকার এক শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পাদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে আগমন করিতেছেন এবং প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে উত্তোলন করিয়া তাহার কর্ণে পরমব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করিতেছেন! সর্ব্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অপর পার্শ্বে সেই চিতার উপর বসিয়া তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, প্রভৃতি সকল প্রকার সংস্কার-বন্ধন খুলিয়া দিতেছেন এবং নির্ব্বাণের দ্বার

উন্মুক্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করিতেছেন ! এইরূপে বহুকল্পের যোগ তপস্যায় যে অদ্বৈতানুভবের ভূমানন্দ জীবের আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা তাহাকে শ্রীবিশ্বনাথ সদ্যঃ সদ্যঃ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন ।

৮০। সব্বাই সংসার ত্যাগ কর্‌বে কেন ? আর তাঁর কি ইচ্ছা যে, সকলেই শিয়াল কুকুরের মত কামিনী-কাঞ্চনে মুখ জুব্‌ড়ে থাকে ? আর কি কিছু ইচ্ছা তাঁর নয় ? কোন্‌টা তাঁর ইচ্ছা, কোন্‌টা অনিচ্ছা কি সব জেনেছ ? তাঁর ইচ্ছা সংসার করা, তুমি বল্‌ছ। যখন স্ত্রী-পুত্র মরে তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখ্‌তে পাওনা কেন ? যখন খেতে পাওনা—তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখ্‌তে পাওনা কেন ? তাঁর কি ইচ্ছা মায়াতে জান্‌তে দেয় না। তাঁর মায়াতে অনিত্যকে নিত্য বোধ হয়, আবার নিত্যকে অনিত্য বোধ হয়। সংসার অনিত্য,—এই আছে এই নাই, কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয়, এই ঠিক। তাঁর মায়াতেই 'আমি' কর্ত্তা বোধ হয় ; আর আমার এই সব—স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভগিনী, বাপ-মা, বাড়ী-ঘর—এই সব আমার বোধ হয়। সংসার আশ্রম ভোগের আশ্রম। আর কামিনী-কাঞ্চন ভোগ কি আর ক'র্‌বে ? সন্দেশ

গলা থেকে নেবে গেলে টক্ কি মিষ্টি মনে থাকে না। তবে সকলে কেন ত্যাগ কর্‌বে? সময় না হ'লে কি ত্যাগ হয়? ভোগান্ত হ'য়ে গেলে তবে ত্যাগের সময় হয়। জোর ক'রে কি কেউ ত্যাগ কর্‌তে পারে?

৮৬। তাঁকে প্রার্থনা ক'রতে হয়, যাতে ভোগাসক্তি চ'লে গিয়ে তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়। হাতীর বাহিরের দাঁত আছে, আবার ভিতরের দাঁতও আছে। বাহিরের দাঁতে শোভা, কিন্তু ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি কামিনী-কাঞ্চন ভোগ ক'রলে ভক্তির হানি হয়। বাহিরে লেক্‌চার ইত্যাদি দিলে কি হবে? শকুনি উপরে উঠে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। হাওয়াই হুস্ ক'রে প্রথমে আকাশে উঠে যায় কিন্তু পরক্ষণেই মাটিতে প'ড়ে যায়। ভোগাসক্তি ত্যাগ হ'লে শরীর যা'বার সময় ঈশ্বরকেই মনে প'ড়্‌বে। তা' না হলে এই সংসারের জিনিষই সব মনে প'ড়্‌বে —স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, মান-সম্ভ্রম ইত্যাদি। পাখী অভ্যাস ক'রে রাধা-কৃষ্ণ বোল বলে। কিন্তু বেড়ালে ধ'রলে ক্যাঁ-ক্যাঁ করে। তাই সর্ব্বদা অভ্যাস করা দরকার। তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন, তাঁর ধ্যান, চিন্তা আর প্রার্থনা—"যেন ভোগাসক্তি যায় আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়।"

কামিনী-কাঞ্চন

১। তাঁকে পেতে গেলে বীর্য্যধারণ ক'র্‌তে হয়। শুকদেবাদি ঊর্দ্ধরেতাঃ; এঁদের রেতঃপাত কখনও হয় নাই। আর এক আছে ধৈর্য্যরেতাঃ;—আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তারপর বীর্য্যধারণ। বার বছর ধৈর্য্যরেতাঃ হ'লে বিশেষ শক্তি জন্মায়;—ভিতরে একটি নূতন নাড়ী হয়, তার নাম মেধানাড়ী। সে নাড়ী হ'লে সব স্মরণ থাকে, সব জান্‌তে পারে। বীর্য্যপাতে বল ক্ষয় হয়। স্বপ্নদোষে যা বেরিয়ে যায়, তাতে দোষ নাই। ও ভাতের গুণে হয়। ওসব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই কাজ হয়। তবু স্ত্রী-সঙ্গ করা উচিত নয়।

২। কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব ক'র্‌তে হয়,—স্বাধীনতা চ'লে যায়। তোমার মনের মত কাজ ক'র্‌তে পার না।

৩। পাশকরা কত ইংরাজী পড়া পণ্ডিত সাহেবের

চাকুরী স্বীকার ক'রে তাদের বুটজুতার গোঁজা দু'বেলা খায়। এর কারণ কেবল কামিনী। বিয়ে ক'রে ন'দের হাট বসিয়ে, এখন আর হাট তোল্‌বার যো নাই। তাই অত অপমান বোধ, অত দাসত্বের যন্ত্রণা।

৪। মেয়েমানুষের সঙ্গে থাক্‌লেই তাদের বশ হ'য়ে যেতে হয়। সংসারীরা মেয়েদের কথায় উঠ্‌তে বল্লে ওঠে, বস্‌তে বল্লে বসে। সকলেই আপনার পরিবারদের সুখ্যাতি করে। আমি এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম। রামলালের খুড়ীকে জিজ্ঞাসা করাতে বারণ কর্‌লে; আর যাওয়া হ'ল না। খানিক পরে ভাবলুম্, উঃ! আমি সংসার করি নাই, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, তাতেই এই, সংসারীরা না জানি পরিবারদের কি রকম বশ!

৫। কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। ওর ভিতর অনেক-দিন থাক্‌লে হুঁস্ চ'লে যায়; মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভার বয়; বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না।

৬। বিষয়ীরা মাতাল হ'য়ে আছে। কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত; হুঁস্ নাই। তাই ত ছোক্‌রাদের ভাল-বাসি। তাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন এখনও ঢোকে নাই। আধার ভাল, ঈশ্বরের কাজে আস্‌তে পারে।

সংসারীদের ভিতর কাঁটা বাছ্‌তে বাছ্‌তে সব যায়; মাছ পাওয়া যায় না। যেমন শিলে খেকো আম,—গঙ্গাজল দিয়ে খে'তে হয়। ঠাকুর সেবায় প্রায় দেওয়া যায় না;—ব্রহ্মজ্ঞান ক'রে তবে কাট্‌তে হয়,—অর্থাৎ তিনি সব হ'য়েছেন, এইরূপ মনকে বুঝিয়ে।

৭। যারা কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝ্‌তে পারে না। যারা দাবাব'ড়ে খেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল; কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে, তারা অনেকটা বুঝ্‌তে পারে।

৮। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই পুরুষকে ভালবাসে; পুরুষ স্বভাবতঃই স্ত্রীলোক ভালবাসে। তাই দুজনেই শিগ্‌গির প'ড়ে যায়।

৯। জমি, টাকা, স্ত্রী, এই তিনটি জিনিষের উপর মন রাখ্‌তে গেলে ভগবানের উপরি মনের যোগ হয় না। কামিনী-কাঞ্চনের উপর থেকে যদি মন চ'লে যায়, তা হ'লে আর ভাবনা কি?

১০। কামিনী ও কাঞ্চন, এই দুটি বিঘ্ন। মেয়ে মানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ ক'রে দেয়,—কিসে পতন হয়, পুরুষ জান্‌তে পারে না! যখন কেল্লায় যাচ্ছি, একটুও বুঝ্‌তে পারি নাই যে গড়ানে

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভিতর গাড়ি পৌঁছুলে দেখ্‌তে পেলুম কত নীচে এসেছি। আহা, পুরুষদের বুঝ্‌তে দেয় না! ভূতে যাকে পায়, সে জানে না যে ভূতে পেয়েছে; সে বলে, 'বেশ আছি।' সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তা নয়; আবার ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাঁটা প'ড়লেই ক্রোধ।

১১। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাক্‌লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু সংসার বড় কঠিন স্থান। যত শিয়ান হও না কেন, কাজলের ঘরে থাক্‌লে গায়ে কালি লাগ্‌বে। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়। তবে জ্ঞানীর পক্ষে স্বদারায় কখন কখন গমন দোষের নয়; যেমন মলমূত্র ত্যাগ, তেমনি রেতঃত্যাগ।

১২। যে মাগ্‌-সুখ ত্যাগ ক'রেছে সে ত জগৎ-সুখ ত্যাগ ক'রেছে; ঈশ্বর তার অতি নিকট।

১৩। যে মন ভগবানকে দিতে হবে সেই মনের বারো আনা মেয়ে মানুষ নিয়ে ফেলে। তারপর তার ছেলে হ'লে প্রায় সব মনটাই খরচ হ'য়ে যায়। তাহ'লে ভগবানকে আর কি দিবে? আবার কারু কারু তাকে আগলাতে আগলাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

১৪। ভগবান লাভ ক'র্‌তে গেলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার। যাহা ঈশ্বরের পথের বিরুদ্ধ ব'লে বোধ হবে,

তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ ক'র্‌তে হয়। পরে হবে ব'লে, ফেলে রাখা উচিত নয়। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরের পথের বিরোধী। ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। ঢিমে তেতালা হ'লে হবে না। যে ত্যাগ ক'রবে তার খুব মনের বল চাই।

১৫। যদি একবার এইরূপ তীব্র বৈরাগ্য হ'য়ে ঈশ্বর লাভ হয়, তা হ'লে আর মেয়ে মানুষে আসক্তি থাকে না। ঘরে থাক্‌লেও মেয়ে মানুষে আসক্তি-থাকে না; তাদের ভয় থাকে না। যদি একটা চুম্বক পাথর খুব বড় হয়, আর একটা সামান্য হয়, তা' হ'লে লোহাকে কোন্‌টা টেনে নেবে? বড়টাই টেনে নেবে। ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর; তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বক পাথর। কামিনী কি ক'র্‌বে?

১৬। কিন্তু কি ভোগ সংসারে ক'র্‌বে? কামিনী কাঞ্চন ভোগ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ,—এই আছে, এই নাই। প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগে আছে; সূর্য্য দেখা যায় না। দুঃখের ভাগই বেশী। আর কামিনী-কাঞ্চন মেঘ সূর্য্যকে দেখ্‌তে দেয় না।

১৭। খুব বীরপুরুষ হ'বি। ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলিস্‌ না। শিক্‌নি ফেল্‌তে ফেল্‌তে কান্না! ভগবানেতে মন ঠিক রাখ্‌বি। যে বীরপুরুষ, সে

"রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ।" পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা ক'বি।

১৮। সে কিরে? পান মাছে কি হ'য়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ!

১৯। স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গ হ'ক আর নাই হ'ক, এক সঙ্গে শোয়াও খারাপ। গায়ের ঘর্ষণ, গায়ের গরম!

২০। যে স্ত্রী ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে, আত্মহত্যাই করুক, আর যাই করুক, অমন স্ত্রী ত্যাগ ক'র্‌বে। যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী; কিন্তু যার আন্তরিক ভক্তি আছে, তার বশে সকলেই আসে,— রাজা, দুষ্টলোক, স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাক্‌লে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হ'লে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হ'তে পারে।

২১। কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। অনেকে টাকা গায়ের রক্ত মনে করে; কিন্তু টাকাকে বেশী যত্ন ক'র্‌লে একদিন হয়ত সব বেরিয়ে যায়। আমাদের দেশে মাঠে আল বাঁধে। আল জান? যারা খুব যত্ন ক'রে চারিদিকে আল দেয়, তাদের আল জলের তোড়ে ভেঙ্গে যায়। যারা একদিক খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে, তাদের কেমন পলি প'ড়ে কত ধান হয়। যারা টাকার সদ্ব্যবহার করে,—ঠাকুর সেবা,

সাধুভক্তের সেবা করে, দান করে, তাদেরই কাজ হয় ; তাদেরই ফসল হয়।

১১। টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে, ঈশ্বরের সেবা, সাধুভক্তের সেবা করে, তাতে দোষ নাই। স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা—তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ,—স্ত্রীলোকের রূপ ধ'রেছেন। এটি ঠিক জান্‌লে আর মায়ার সংসার ক'র্‌তে ইচ্ছা হয় না। সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হ'লে তবে বিদ্যার সংসার ক'র্‌তে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হ'লে, স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।

২৩। কামিনী-কাঞ্চনই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, বিবেকের জন্য প্রার্থনা কর। ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য, এরই নাম বিবেক। জল-ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নিতে হয় ; ময়লাটা একদিকে পড়ে, ভাল জল একদিকে পড়ে। বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ কর। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার কর। এরই নাম বিদ্যার সংসার। দেখনা, মেয়ে মানুষের কি মোহিনী শক্তি। অবিদ্যা-রূপিনী মেয়েদের ; তারা পুরুষগুলোকে যেন বোকা, অপদার্থ ক'রে রেখে দেয়।

২৪। বিদ্যারূপিনী স্ত্রীও আছে, আবার অবিদ্যা-রূপিনী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিনী স্ত্রী ভগবানের দিকে ল'য়ে যায়; আর অবিদ্যারূপিনী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়,—সংসারে ডুবিয়ে দেয়। তাঁর মহামায়াতে এই জগৎ সংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যামায়া, অবিদ্যা-মায়া দুইই আছে। বিদ্যামায়া আশ্রয় ক'র্‌লে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, এই সব হয়। অবিদ্যা-মায়া,—পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ,—যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিষ! এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

২৫। সংসারীরা বুঝ্‌তে পারে না, কে ভাল স্ত্রী, কে মন্দ স্ত্রী,—কে বিদ্যাশক্তি, কে অবিদ্যাশক্তি। যে ভাল স্ত্রী বিদ্যাশক্তি, তার কাম, ক্রোধ, এসব কম, ঘুম কম, স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। যে বিদ্যাশক্তি তার স্নেহ, দয়া, ভক্তি, লজ্জা, এই সব থাকে। সে সকলেরই সেবা করে, বাৎসল্যভাবে। আর স্বামীর যাতে ভগবানে ভক্তি হয়, তার সাহায্য করে। বেশী খরচ করে না; পাছে স্বামীর বেশী খাট্‌তে হয়, পাছে ঈশ্বর চিন্তার অবসর না থাকে।

২৬। বিদ্যার সংসারের জন্য বেশী অর্থ উপায়ের চেষ্টা ক'রবে, কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জ্জন করা উদ্দেশ্য নয়;

ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় ত সে টাকায় দোষ নাই।

২৭। টাকায় খাওয়া দাওয়া হয়, একটা থাক্‌বার জায়গা হয়, ঠাকুরের সেবা হয়, সাধুভক্তের সেবা হয়; সম্মুখে কেউ গরীব প'ড়লো, তার উপকার হয়। এই সব টাকার সদ্ব্যবহার। ঐশ্বর্য্য ভোগের জন্য টাকা নয়, দেহের সুখের জন্য টাকা নয়; লোকমান্যের জন্য টাকা নয়।

২৮। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হ'য়ে মানুষ নয়। মানুষের আকৃতি কিন্তু পশুর ব্যবহার।

২৯। মেয়েদের সঙ্গে বসা কি বেশীক্ষণ আলাপ করা, তাকেও রমণ ব'লেছে। রমণ আট প্রকার। মেয়েদের কথা শুন্‌ছি, শুন্‌তে শুন্‌তে আনন্দ হ'চ্ছে, ও এক রকম রমণ। মেয়েদের কথা ব'ল্‌ছি (কীর্ত্তনম্) ও এক রকম রমণ। মেয়েদের সঙ্গে নির্জ্জনে চুপি চুপি কথা কচ্ছি, ও এক রকম রমণ। মেয়েদের কোন জিনিষ কাছে রেখে দিয়েছি, আনন্দ হচ্ছে, ও এক রকম রমণ। স্পর্শ করা এক রকম রমণ। তাই গুরুপত্নী যুবতী হ'লে পদস্পর্শ ক'রতে নাই। সন্ন্যাসীদের এই সব নিয়ম। সংসারীদের আলাদা কথা; তাদের অন্য সাত রকম রমণে তত দোষ নাই।

সন্ন্যাস-আশ্রম

১। যাঁর মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা, ঈশ্বরে গত হ'য়েছে, তিনি সাধু। যিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু, তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না; সর্ব্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন; যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন। ভগবৎকথা ছাড়া অন্য কথা ক'ন না; আর সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।

২। প্রেমোন্মাদ হ'লে কেবা বাপ, কেবা মা, কেবা স্ত্রী। ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে পাগলের মত হ'য়ে গেছে! তার কিছুই কর্ত্তব্য নাই; তা'রা সব ঋণ থেকে মুক্ত। প্রেমোন্মাদ কি রকম? সে অবস্থা হ'লে জগৎ ভুল হ'য়ে যায়,—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ, তাও ভুল হ'য়ে যায়; চৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদ হ'য়েছিল।

৩। সাধুরা তিন শ্রেণীর। উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম যাঁরা, তাঁরা খাবার জন্য চেষ্টা করেন না। মধ্যম

ও অধম যেমন দণ্ডী ফণ্ডী। যারা মধ্যম তারা 'নমো নারায়ণ' ব'লে দাঁড়ায়। যারা অধম তারা না দিলে ঝগড়া করে। উত্তম শ্রেণীর সাধুর অজগর বৃত্তি। ব'সে খাওয়া পাবে। অজগর নড়ে না। একটি সাধু বাল-ব্রহ্মচারী; ভিক্ষা ক'র্‌তে গিয়েছিলো; একটি মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। তার বক্ষে স্তন দেখে মনে ক'র্‌লে ওর বুকে ফোঁড়া হ'য়েছে; তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে। পরে বাড়ীর গিন্নীরা বুঝিয়ে দিলে যে, ওর গর্ভে ছেলে হবে ব'লে ঈশ্বর স্তনেতে দুগ্ধ দিবেন; তাই ঈশ্বর আগে থাক্‌তে তার বন্দোবস্ত করেছেন। এই কথা শুনে ছোক্‌রা সাধুটি অবাক্ হ'য়ে গেল। তখন সে ব'ল্লে, তবে আমার ভিক্ষা ক'রবার দরকার নাই; আমার জন্যও খাবার আছে। যার মনে আছে চেষ্টা দরকার, তার চেষ্টা কর্‌তেই হবে।

৪। মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটা না হয়, তা হ'লে ক্রমে সর্ব্বনাশ হয়। মিথ্যা ব'লতে বা ক'র্‌তে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া, বড় ভয়ঙ্কর।

৫। যে সাধু ঔষধ দেয়, যে সাধু ঝাড়্‌ফুক্ করে,

যে সাধু টাকা নেয়, যে সাধু বিভূতি তিলকের বিশেষ আড়ম্বর ক'রে, খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাইনবোর্ড মেরে নিজেকে বড় সাধু ব'লে অপরকে জানায়, তাদের কদাচ বিশ্বাস ক'রো না।

৬। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোলআনা নির্ভর ক'রবে। তাদের সঞ্চয় ক'রতে নাই। পন্‌ছী (পাখী) আউর দরবেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না।

৭। সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা, আর কাজে চার আনা। সাধুর ঈশ্বরের কথাতেই বেশী হুঁস্। সাপের লেজ মাড়ালে আর রক্ষা নাই!—লেজে যেন বেশী লাগে।

৮। ওরে সাধু, সাবধান! এক আধবার যাবি; বেশী যাস্‌নে, প'ড়ে যাবি! কামিনী কাঞ্চন মায়া। সাধুর মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাক্‌তে হয়। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প'ড়ে খাচ্ছে খাবি।

৯। যাদের কৌমার-বৈরাগ্য, যারা ছেলেবেলা থেকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে বেড়ায়, সংসারে ঢোকে না, তারা একটি আলাদা থাক্। তারা নৈকষ্য-কুলীন। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হ'লে তারা মেয়ে মানুষ থেকে পঞ্চাশ হাত তফাতে থাকে; পাছে তাদের ভাব

ভঙ্গ হয়। তারা যদি মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ে, তাহ'লে আর নৈকষ্য-কুলীন থাকে না। ভঙ্গভাব হ'য়ে যায়; তাদের ঘর নীচু হ'য়ে যায়। যাদের ঠিক কৌমার-বৈরাগ্য, তাদের উঁচুঘর; অতি শুদ্ধভাব; গায়ে দাগটি পর্য্যন্ত লাগে না।

১০। মেয়েদের কাছে বেশী থাক্‌তে বা আনাগোনা করতে ছোক্‌রাদের আমি বারণ ক'রে দিই।

১১। ছোক্‌রাদের সাধনার অবস্থা। এখন কেবল ত্যাগ। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না। আমি ওদের বলি, মেয়ে মানুষ ভক্ত হ'লেও তাদের সঙ্গে ব'সে কথা ক'বে না;—দাঁড়িয়ে একটু কথা ক'বে। সিদ্ধ হ'লেও এইরূপ ক'র্‌তে হয়,—নিজের সাবধানের জন্য, আর লোকশিক্ষার জন্য। আমিও মেয়েরা এলে একটু পরে বলি, তোমরা এখন ঠাকুর দেখগে। তাতে যদি না উঠে, নিজে উঠে পড়ি। আমার দেখে আবার সবাই শিখ্‌বে।

১২। সাধুরা যদি তাঁর নাম গুণানুকীর্ত্তন না করে, তাহ'লে কেমন ক'রে লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি হ'বে? তিন পুরুষে আমীর জান্‌লে তবে ত লোকে মান্‌বে?

জ্ঞান হ'লেও সর্ব্বদা অনুশীলন চাই। ন্যাংটা

ব'লতো, ঘটী একদিন মাজ্‌লে কি হ'বে?—ফেলে রাখ্‌লে আবার কলঙ্ক পড়্‌বে।

১৩। জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম ক'রে? আপনাতে মেয়ে মানুষের ভাব আরোপ ক'র্‌তে হয়। আমি অনেক দিন সখীভাবে ছিলাম; মেয়ে মানুষের কাপড় পড়্‌তুম্, গয়না পড়্‌তুম্, ওড়্‌না গায়ে দিতুম্, ওড়্‌না গায়ে দিয়ে আরতি কর্‌তুম্।

১৪। সাধনের অবস্থায় 'কামিনী' দাবানল স্বরূপ, —কালসাপের স্বরূপ! সিদ্ধ অবস্থায়, ভগবান দর্শনের পর, তবে মা আনন্দময়ী! তবে মা'র এক একটি রূপ ব'লে দেখ্‌বে। মেয়ে মানুষের গায়ের হাওয়া লাগ্‌বে না; মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাক্‌বে, পাছে তাদের হাওয়া গায়ে লাগে;—আর আট হাত নয় দু' হাত; নয় অন্ততঃ একহাত, মা ছাড়া সকলের সঙ্গে সর্ব্বদা তফাৎ থাক্‌বে।

১৫। সাধু সাবধান! কামিনী-কাঞ্চন থেকে সাবধান। মেয়ে মানুষের মায়াতে একবার ডুব্‌লে আর উঠ্‌বার যো নাই। বিশালাক্ষীর দ—যে একবার প'ড়েছে সে আর উঠ্‌তে পারে না।

১৬। আমি মেয়ে মানুষকে বড় ভয় করি। দেখি, যেন বাঘিনী খেতে আস্‌ছে। আর অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ছিদ্র,

সব খুব বড় বড় দেখি! সব রাক্ষসীর মত দেখি! আগে ভারি ভয় ছিল। কারুকে কাছে আস্‌তে দিতাম না। এখন তবু অনেক ক'রে মনকে বুঝিয়ে আনন্দময়ীর এক একটি রূপ ব'লে দেখি। ভগবতীর অংশ। কিন্তু পুরুষের পক্ষে, সাধুর পক্ষে, ভক্তের পক্ষে—ত্যাজ্য।

১৭। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। স্ত্রীলোকের পট পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী দেখ্‌বে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান?—যেমন আচার-তেঁতুল। মনে ক'র্‌লে মুখে জল সড়ে। আচার-তেঁতুল সম্মুখে আন্‌তে হয় না।

১৮। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ। সন্ন্যাসীর পক্ষে বীর্য্যপাত বড়ই খারাপ। তাই তাদের সাবধানে থাক্‌তে হয়, স্ত্রীরূপ দর্শন যাতে না হয়। ভক্ত স্ত্রীলোক হ'লেও সেখান থেকে স'রে যাবে। স্ত্রী-রূপ দেখাও খারাপ। জাগ্রত অবস্থায়, না হয় স্বপ্নে, বীর্য্যপাত হয়। নিজে জিতেন্দ্রিয় হ'লেও লোকশিক্ষার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ কর্‌বে না।

১৯। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন—যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোট্‌কা গন্ধ! ও গন্ধ থাক্‌লে বৃথা সৌন্দর্য্য। সন্ন্যাসীর ভারি কঠিন

নিয়ম। যখন সাধু সন্ন্যাসী সেজেছে,—তখন ঠিক সাধু সন্ন্যাসীর মত কাজ ক'র্‌তে হ'বে। থিয়েটারে দেখ নাই! যে রাজা সাজে, সে রাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে, সে মন্ত্রীই সাজে। একজন বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজেছিলো। বাবুরা তাকে এক তোড়া টাকা দিতে গেল। সে 'উহু' ক'রে চ'লে গেল,—টাকা ছুঁলেও না! কিন্তু খানিক পরে গা হাত পা ধুয়ে নিজের কাপড় প'রে এলো। বল্লে, কি দিচ্ছিলে এখন দাও। যখন সাধু সেজেছিল, তখন টাকা ছুঁতে পারে নাই; এখন চার আনা দিলেও হয়। কিন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হ'য়ে যায়। পাঁচ বছরের বালকের স্ত্রীপুরুষ জ্ঞান নাই। তবু লোকশিক্ষার জন্য সাবধান হ'তে হয়। চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ ক'র্‌লেন। সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ক'র্‌বে। আবার নির্লিপ্ত হ'লেও লোক শিক্ষার জন্য কাছে কামিনী-কাঞ্চন রাখ্‌বে না। ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদ্‌গুরু!—তাকে দেখে তবে ত লোকের চৈতন্য হ'বে!

২০। ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত, আর সংসারী ভক্ত, অনেক তফাৎ। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী—ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত—মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুলে বই আর কিছুতে

ব'স্‌বে না। মধুপান বই আর কিছু পান ক'র্‌বে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত;—সন্দেশেও ব'স্‌ছে, আবার পচা ঘায়েও বস্‌ছে। বেশ ঈশ্বরের ভাবেতে র'য়েছে, আবার কামিনী-কাঞ্চন ল'য়ে মত্ত হয়। ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত। চাতক স্বাতীনক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না!—সাত সমুদ্র, নদী ভরপুর! সে অন্য জল খাবে না! কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ ক'র্‌বে না। কামিনী-কাঞ্চন কাছে রাখবে না; পাছে আসক্তি হয়।

২১। মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাক্‌তে হয়, তবে যদি ভগবান লাভ হয়। যাদের মতলব খারাপ, সে সব মেয়ে মানুষের কাছে আনাগোনা করা, কি তাদের হাতে কিছু খাওয়া, বড় খারাপ। এরা সত্ত্বা হরণ করে। অনেক সাবধানে থাক্‌লে তবে ভক্তি বজায় থাকে।

২২। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক,—থুতু ফেলে থুতু খাওয়া। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব'সে ব'সে কথা ক'বে না,—হাজার ভক্ত হ'লেও। নিজে জিতেন্দ্রিয় হ'লেও স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌বে না। সন্ন্যাসী কামিনী-কাঞ্চন দুইই ত্যাগ ক'র্‌বে। যেমন মেয়ের পট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না, তেমনি কাঞ্চন—টাকা—স্পর্শ ক'র্‌বে না।

টাকা কাছে থাক্‌লেও খারাপ। হিসাব, দুশ্চিন্তা, টাকার অহঙ্কার, লোকের উপর ক্রোধ, কাছে থাক্‌লে এই সব এসে পড়ে। সূর্য্য দেখা যাচ্ছিল. মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে। সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্যও বটে, আর লোকশিক্ষার জন্যও বটে। সন্ন্যাসী যদিও নিজে নির্লিপ্ত,—জিতেন্দ্রিয় হয়, তবুও লোকশিক্ষার জন্য কামিনী-কাঞ্চন এইরূপে ত্যাগ ক'র্‌বে। সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখ্‌লে, তবে ত লোকের সাহস হ'বে,—তবেই ত তারা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌বে। এ ত্যাগ-শিক্ষা যদি সন্ন্যাসী না দেয়, তবে কে দিবে?

২৩। সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা লওয়া বা লোভে আসক্ত হওয়া কিরূপ জান?—যেমন ব্রাহ্মণের বিধবা অনেক কাল হবিষ্য খেয়ে, ব্রহ্মচর্য্য ক'রে, বাগ্দি উপ-পতি ক'রেছিল।

২৪। সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। মেয়ে মানুষ তাদের পক্ষে বিষবৎ। দশ হাত অন্তরে, একান্ত পক্ষে, এক হাত অন্তরে থাক্‌বে। হাজার ভক্ত স্ত্রীলোক হ'লেও তাদের সঙ্গে বেশী আলাপ কর্‌বে না। এমন কি, সন্ন্যাসীর এরূপ স্থানে থাকা উচিত, যেখানে স্ত্রী-লোকের মুখ দেখা যায় না, বা অনেক কাল পরে

দেখা যায়। টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাক্‌লে ভাবনা, অহঙ্কার, দেহের সুখের চেষ্টা, ক্রোধ,—এই সব এসে পড়ে। রজোগুণ বৃদ্ধি করে। আবার রজোগুণ থাক্‌লে তমোগুণ আসে। তাই সন্ন্যাসী কাঞ্চন স্পর্শ কর্‌বে না। টাকা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

২৫। আচার্য্য তিন শ্রেণীর;—উত্তম থাকের আচার্য্য,—তারা ঈশ্বরের পথে আন্‌বার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করে। মধ্যম থাকের আচার্য্য,—তারা উপদেশ দেয়, আবার, অনেক ক'রে লোকদের বুঝায়, যাতে তারা উপদেশ অনুসারে চলে। আর অধম থাকের আচার্য্য,—তারা উপদেশ দিয়া যায়, কিন্তু তাদের উপদেশে লোকের ভাল হ'ল, কি মন্দ হ'ল তা দেখে না, তার জন্য ভাবে না।

২৬। পরমহংস দুইপ্রকার। জ্ঞানী পরমহংস, আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী, তিনি আপ্তসার,—'আমার হ'লেই হ'লো'। যিনি প্রেমী, যেমন শুকদেবাদি, তিনি ঈশ্বরকে লাভ ক'রে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, আর কেউ পাঁচ জনকে দেয়। কেউ পাতকুয়া খোঁড়্‌বার সময় ঝুড়ি, কোদাল আনে, খোঁড়া হ'য়ে গেলে ঝুড়ি, কোদাল ঐ পাতকুয়াতেই ফেলে দেয়। আবার কেউ

ঝুড়ি, কোদাল রেখে দেয়, যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকার হয়। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি, কোদাল তুলে রেখেছিলেন।

২৭। যাদের দ্বারা তিনি লোকশিক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ করা দরকার। যিনি আচার্য্য, তাঁর কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করা দরকার। তা না হ'লে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হ'লে হ'বে না। বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। তা না হ'লে লোকে মনে করে, ইনি যদিও কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ ক'র্‌তে ব'ল্‌চেন, ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে ঐ সব ভোগ করেন। সন্ন্যাসীও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনী কাঞ্চন ল'য়ে থাকে,— তার দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না। লোকে ব'ল্‌বে, লুকিয়ে লুকিয়ে গুড় খায়।

২৮। মনে ত্যাগ হলেই হ'লো। তা হ'লেও সন্ন্যাসী। কিন্তু, বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে তো!

২৯। যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতরে আছ, ততক্ষণ মায়া মেঘ রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞান-সূর্য্য কাজ করে না। মায়াঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দাঁড়ালে (কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের পর) তবে জ্ঞান-সূর্য্য অবিদ্যা নাশ করে।

ঘরের ভিতরে আন্‌লে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি কাগজে পড়ে,—তখন কাগজ পুড়ে যায়। আবার মেঘ থাক্‌লে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। মেঘটি স'রে গেলে তবে হয়। কামিনী-কাঞ্চন-ঘর থেকে স'রে দাঁড়ালে,—সরে দাঁড়িয়ে একটু সাধনা তপস্যা কর্‌লে—তবে মনের অন্ধকার নাশ হয়,—অবিদ্যা, অহঙ্কার মেঘ দূরে যায়,—জ্ঞান লাভ হয়! কামিনী-কাঞ্চনই মেঘ।

৩০। আলো জ্বাল্‌লে বাদুলে পোকার অভাব হয় না। তাঁকে লাভ কর্‌লে তিনি সব যোগাড় ক'রে দেন—কোনও অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয় মধ্যে এলে, সেবা কর্‌বার লোক অনেক এসে জোটে।

৩১। ছোক্‌রারা শুদ্ধ আধার; কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই। অনেক দিন ধ'রে কামিনী-কাঞ্চন ঘাঁট্‌লে রসুনের গন্ধ হয়। যেমন কাকে ঠোকরান আম। ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ। নূতন হাঁড়ি, আর দই পাতা হাঁড়ি; দই পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখ্‌তে ভয় হয়, দুধ নষ্ট হ'য়ে যায়।

ত্যাগ

১। ত্যাগ দরকার। একটা জিনিসের পর যদি আর একটা জিনিস থাকে, প্রথম জিনিসটা পেতে গেলে ও জিনিসটাকে সরা'তে হ'বে না? একটা না সরা'লে আর একটা কি পাওয়া যায়?

২। ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী খুঁজ্‌ছি,—আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখ্‌লে মনে হয়, এই বুঝি আমার ভাব নিতে পার্‌বে, আবার দেখি সে আর এক রকম হ'য়ে যায়!

৩। এদিককার বাসনা কামনা গুলো সব এক এক ক'রে ছাড়, তবে ত হবে! কোথা ও-গুলোকে সব এক এক ক'রে ছাড়বে, না আরও বাড়াতে চল্লে! তাহ'লে কেমন ক'রে হবে?

৪। গীতা পড়লে কি হয়? দশবার গীতা গীতা বল্‌লে যা হয়। গীতা গীতা বল্‌তে বল্‌তে ত্যাগী ত্যাগী হ'য়ে যায়। সংসারে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি যার

ত্যাগ হ'য়ে গেছে, আর ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম্ম বুঝেছে। গীতার সব বইটা পড়বার দরকার নাই; ত্যাগী ত্যাগী বল্‌তে পার্‌লেই হ'লো।

৫। ঠিক ঠিক ত্যাগ, বিশ্বাস, ভাবসমাধি চেয়ে ঢের বড় জিনিস জান্‌বি। নরেন্দর ত ওসব বড় একটা হয় না। কিন্তু দেখ দেখি, তার কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস, কি মনের তেজ ও নিষ্ঠা!

৬। ত্যাগীদের আলাদা কথা। তারা কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে,—কেবল হরিরস পান ক'র্‌তে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয় কথা হ'লে উঠে যায়; ঈশ্বরীয় কথা হ'লে শুনে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে নিজেরা ঈশ্বর কথা বই আর অন্য বাক্য মুখে আনে না। মৌমাছি কেবল ফুলে বসে,—মধু খাবে ব'লে। অন্য কোনও জিনিস মৌমাছির ভাল লাগে না।

৭। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর থাক্‌লে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে থাক্‌তে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে। তাই সাধন থা'ক্‌লে ঈশ্বরে

সর্ব্বদা মন রাখ্‌তে পারে। যারা সর্ব্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে, তারা মৌমাছির মত। কেবল ফুলে বসে; ফুলে ব'সে মধুপান করে। সংসারে কামিনী কাঞ্চনের ভিতরে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হ'তে পারে, আবার কখনও কখনও কামিনী কাঞ্চনেও মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি, সন্দেশেও বসে, আবার পচা ঘায়েও বসে, বিষ্ঠাতেও বসে। ঈশ্বরেতে সর্ব্বদা মন রাখ্‌বে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়; তারপর পেন্সন ভোগ ক'র্‌বে।

৮। যা কিছু দেখছ, শুনছ, চিন্তা ক'রছ, সবই মায়া। এক কথায় বল্‌তে গেলে কামিনী-কাঞ্চনই মায়ার আবরণ। পান খাওয়া, মাছ খাওয়া, তামাক খাওয়া, তেল মাখা, এসব তাতে দোষ নাই। এ সব শুধু ত্যাগ ক'র্‌লে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই দরকার। সেই ত্যাগই ত্যাগ। গৃহীরা মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে সাধন ভজন ক'রে ভক্তি লাভ ক'রে মনে ত্যাগ ক'র্‌বে। সন্ন্যাসীরা বাহিরের ত্যাগ, মনের ত্যাগ, দুইই ক'র্‌বে।

৯। বিবেক আর বৈরাগ্য। এই সৎ অসৎ বিচারের নাম বিবেক। বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। এটি একবারে হয় না। রোজ অভ্যাস

ক'র্‌তে হয়। কামিনী-কাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ ক'র্‌তে হয়; তারপর তাঁর ইচ্ছায় মনের ত্যাগও কর্‌তে হয়, বাহিরের ত্যাগও ক'র্‌তে হয়।

১০। মনে ত্যাগ ক'র্‌লেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্ধ, সংস্কার, এ সব আবার আছে। একজন রাজাকে একজন যোগী বল্লে, "তুমি আমার কাছে ব'সে থেকে ভগবানের চিন্তা কর।" রাজা বল্লে, "ঠাকুর, সে বড় হ'বে না। আমি থাক্‌তে পারি, কিন্তু আমার এখনও ভোগ আছে। এ বনে যদি থাকি, হয় ত বনেতে একটা রাজ্য হ'য়ে যাবে। আমার এখনও ভোগ আছে।"

১১। সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়, যখন কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত হ'য়ে কেবল দুঃখ পায়, তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। অনেকের ভোগ না ক'র্‌লে ত্যাগ হয় না।

জ্ঞানযোগ

১। জ্ঞান কাকে বলে ; আর আমি কে ? 'ঈশ্বরই কর্ত্তা, আর সব অকর্ত্তা' এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্ত্তা। তাঁর হাতের যন্ত্র। তাই আমি বলি, মা তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র ; তুমি ঘরণী, আমি ঘর ; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার ; যেমন চালাও, তেমনি চলি ; যেমন করাও তেমনি 'করি ; যেমন বলাও, তেমনি বলি ; নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু। ঈশ্বর সৎ, আর সমস্ত অসৎ, এইটি জানার নাম জ্ঞান। যিনি সৎ, তাঁর একটি নাম ব্রহ্ম আর একটি নাম কাল (মহাকাল) তাই বলে, 'কালে কত গেল—কত হ'লো রে ভাই।' 'আমি' আর 'আমার' এ দুটি অজ্ঞান। 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আর তোমার এই সব' এর নাম জ্ঞান। আর 'আমার' কেমন ক'রে ব'ল্‌বে ?

২। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান। তৎ মানে পরমাত্মা ত্বম্ মানে জীবাত্মা ; জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান হ'লে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

৩। অজ্ঞান কাঁটা তোল্‌বার জন্য জ্ঞান-কাঁটা আহরণ ক'র্‌তে হয়। তারপর জ্ঞান অজ্ঞান দুই কাঁটা ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ ক'রে তাঁকে বিশেষরূপে জান্‌তে হয়, (তাঁর সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ ক'র্‌তে হয়,)—এরই নাম বিজ্ঞান।

৪। জ্ঞানলাভের অধিকারী বড়ই কম। গীতায় বলেছে—হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন তাঁকে জানতে ইচ্ছা করে। আবার যারা জান্‌তে ইচ্ছা করে, সেইরূপ হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন জান্‌তে পারে।

৫। বিষয়বুদ্ধির লেশ থাক্‌লে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কামিনী-কাঞ্চন মনে আদৌ থাক্‌বে না, তবে হবে। গিরিরাজকে পার্ব্বতী বল্লেন, 'বাবা, ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, তাহ'লে সাধুসঙ্গ কর।'

৬। নেতি নেতি ক'রে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। নেতি নেতি বিচার ক'রে সমাধিস্থ হ'লে আত্মাকে ধরা যায়।

৭। যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধ'রে আছে সে নেতি নেতি এই বিচার করে। ব্রহ্ম, এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। এইরূপ বিচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে যখন মন স্থির

হয়, মনের লয় হয়, আর সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নাম রূপ এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না. তিনি যে একজন ব্যক্তি, তাও বল্‌বার যো নাই।

৮। সাধনের সময় নেতি নেতি ক'রে ত্যাগ ক'র্‌তে হয়। তাঁকে লাভের পর বুঝা যায়, তিনিই সব হ'য়েছেন। যখন রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হ'লো, দশরথ বড় ভাবিত হ'য়ে বশিষ্ঠদেবের শরণাপন্ন হ'লেন—যাতে রাম সংসার ত্যাগ না করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দ্যাখেন, তিনি বিমনা হ'য়ে ব'সে আছেন—অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ বল্লেন, 'রাম তুমি সংসার ত্যাগ কর্‌বে কেন? সংসার কি তিনি ছাড়া? আমার সঙ্গে বিচার কর'। রাম দেখ্‌লেন সংসার সেই পরমব্রহ্ম থেকেই হ'য়েছে,—তাই চুপ্‌ ক'রে রইলেন। যেমন যে জিনিষ থেকে ঘোল, সেই জিনিষ থেকে মাখন। তখন ঘোলেরই মাখন মাখনেরই ঘোল। অনেক কষ্টে মাখন তুল্‌লে (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হ'লো); তখন দেখছো যে মাখন থাক্‌লেই ঘোল আছে,—যেখানে মাখন সেই-খানেই ঘোল। ব্রহ্ম আছেন বোধ থাক্‌লেই—জীব জগৎ—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বও আছে।

৯। সমাধিস্থ হ'লেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়—ব্রহ্মদর্শন হয়। সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়—মানুষ চুপ্ হ'য়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বল্‌বার শক্তি থাকে না।

১০। দুটি জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম কুটস্থ বুদ্ধি। হাজার দুঃখকষ্ট বিপদ্ বিঘ্ন হউক,—নির্ব্বিকার,—যেমন কামারশালের লোহা, যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর দ্বিতীয়, পুরুষকার—খুব রোখ্। কাম ক্রোধে আমার অনিষ্ট ক'র্‌ছে, ত একেবারে ত্যাগ। কচ্ছপ যদি হাত পা একবার ভেতরে সাঁদ্ করে, চার খানা ক'রে কাটলেও আর বার ক'র্‌বে না।

১১। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে কতকগুলি লক্ষণে বুঝা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে জ্ঞানীর চারটি অবস্থার কথা আছে। ১। বালকবৎ, ২। জড়বৎ, ৩। উন্মাদবৎ, ৪। পিশাচবৎ। পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। আবার কখনও পাগলের মত ব্যবহার করে। কখনও জড়ের ন্যায় থাকে এ অবস্থায় কর্ম্ম ক'রতে পারে না; কর্ম্মত্যাগ হয়।

১২। শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত,—প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণা নাই। জন্মমৃত্যু নাই—অজর, অমর, সুমেরুবৎ। যার এই ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে, সে জীবন্মুক্ত। সে ঠিক বুঝ্‌তে পারে যে আত্মা আলাদা, আর দেহ আলাদা।

ভগবানকে দর্শন ক'রলে দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না। দুটি আলাদা। যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আলাদা আর খোল আলাদা হ'য়ে যায়; আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড়্ নড়্ করে; তেমনি বিষয়বুদ্ধি-রূপ জল শুকিয়ে গেলে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। কাঁচা সুপারি বা কাঁচা বাদামের ভিতরের সুপারি বা বাদাম ছাল থেকে তফাৎ করা যায় না। কিন্তু পাকা অবস্থায় সুপারি বা বাদাম আলাদা, ও ছাল আলাদা হয়ে যায়। পাকা অবস্থায় রস শুকিয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে বিষয়রস শুকিয়ে যায়।

১৩। তাঁকে কি বুঝা যায় গো? আমিও কখনও তাঁকে ভাবি ভাল, কখনও ভাবি মন্দ। তাঁর মহামায়ার ভিতর আমাদের রেখেছেন। কখনও তিনি হুঁস্ করেন, কখনও তিনি অজ্ঞান করেন। একবার অজ্ঞানটা চ'লে যায়, আবার ঘিরে ফ্যালে। পুকুর পানা ঢাকা; ঢিল মার্‌লে খানিকটা জল দেখা যায়; আবার খানিকক্ষণ পরে পানা নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে সে জলটুকুও ঢেকে ফেলে। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণই সুখ-দুঃখ, জন্মমৃত্যু, রোগ-শোক। দেহেরই এই সব, আত্মার নয়। দেহের মৃত্যুর পর তিনি হয়ত ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন,—

যেমন প্রসববেদনার পর সন্তান লাভ। আত্মজ্ঞান হ'লে সুখ-দুঃখ, জন্মমৃত্যু স্বপ্নবৎ বোধ হয়।

১৪। যদি বল, সংসার-আশ্রমের জ্ঞানী, আর সন্ন্যাস-আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুয়ের তফাৎ আছে কি না, তার উত্তর এই যে দুইই এক জিনিস। এটিও জ্ঞান, ওটিও জ্ঞান—এক জিনিস। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর থাক্‌তে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাক্‌তে গেলে যত সিয়ানই হও না কেন, কালদাগ একটু না একটু গায়ে লাগ্‌বে। মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, তাহ'লে সন্দেহ হয়। খৈ যখন ভাজা হয়, দু চার্‌টে খই খোলা থেকে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে লাফিয়ে পড়ে—সেগুলি যেন মল্লিকাফুলের মত, একটুও গায়ে দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না; একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মত দাগশূন্য হয় আর জ্ঞানের পর সংসার-খোলায় থাক্‌লে একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হ'তে পারে। যাই হউক, যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাক্‌তে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয়

না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

১৫। তাঁকে লাভ হ'লে—তাঁতে সমাধিস্থ হ'লে, জ্ঞানবিচার আর থাকে না। জ্ঞানবিচার আর কতক্ষণ? যতক্ষণ অনেক ব'লে বোধ হয়,—যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুমি, এ সব বোধ থাকে। যখন ঠিক ঠিক এক জ্ঞান হয়, তখন চুপ্ হ'য়ে যায়, যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী। ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় দেখ নাই? প্রথমটা খুব হৈ চৈ, পেট যত ভ'রে আস্‌চে, ততই হৈ চৈ ক'মে যাচ্ছে। যখন দধি মুণ্ডি পড়্‌ল, তখন কেবল সুপ্-সাপ্, আর কোনও শব্দ নাই। তারপর নিদ্রা—সমাধি। তখন হৈ চৈ আর আদৌ নাই।

১৬। জ্ঞানীর শরীর যেমন, তেমনি থাকে; তবে জ্ঞানাগ্নিতে কামাদি রিপু দগ্ধ হ'য়ে যায়।

১৭। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সংসারে আসক্তি, কামিনী-কাঞ্চন ল'য়ে উৎসাহ, সব চ'লে যায়। সব শান্তি হ'য়ে যায়। কাঠ পোড়াবার সময় অনেক পড়্‌পড়্ শব্দ করে, আর আগুনের ঝাঁঝ যখন সব শেষ হ'য়ে গেল, ছাই পড়্‌লো, —তখন আর শব্দ থাকে না। আসক্তি গেলেই উৎসাহ যায়, শেষে শান্তি। ঈশ্বরের যত নিকট এগিয়ে যাবে ততই শান্তি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ। গঙ্গার

যত নিকট যাবে, ততই শীতল বোধ হ'বে ; স্নান করলে আরও শান্তি।

১৮। বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব, জগৎ এ সব শক্তির খেলা। আর বলে যে বিচার করতে গেলে এ সব স্বপ্নবৎ ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু। কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। আমি ধ্যান করছি, আমি চিন্তা করছি, এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।

১৯। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একেকে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি ;—অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না ; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না ; সেই-রূপ আবার সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না ; আবার সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না। দুধ কেমন ? না ধব্‌ধবে। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না ; আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে

ছেড়ে লীলা. আবার লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।

২০। বেদে আছে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম একও নয়, দুইও নয়। এক দুইএর মধ্যে। অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না; তবে অস্তি নাস্তির মধ্যে।

২১। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হ'লে মনের লয় হয়,—সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্ন-গত প্রাণ; 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কেমন ক'রে বোধ হ'বে? সে বোধ দেহ-বুদ্ধি না গেলে হয় না। আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ দুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ-শোক জরা, মৃত্যু কই? এ সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার কর, কোন্ খান্ থেকে দেহাত্ম-বুদ্ধি এসে দেখা দেয়। অশ্বত্থগাছ এই কেটে দাও, মনে ক'র্লে মূল শুদ্ধ উঠে গেল; কিন্তু তার পরদিন সকালে দেখ গাছের একটি ফেঁক্ড়ি দেখা দিয়েছে! দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল—সহজ।

২২। বেদান্তবাদী কেবল বিচার করে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা। যিনি ব'লচেন, তিনিও মিথ্যা, তাঁর

কথাও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা। কি রকম জান? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন আমি, তুমি, জগৎ, এ সবের খবর থাকে না।

২৩। জ্ঞানীর পথ বিচার পথ। বিচার ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে নাস্তিকভাব হয়ত কখন কখন এসে পড়ে। ভক্তের আন্তরিক তাঁকে জান্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে নাস্তিকভাব এলেও সে ঈশ্বর-চিন্তা ছেড়ে দেয় না। যার বাপ পিতামহ চাষাগিরি ক'রে এসেছে, হাজাশুকা বৎসরে ফসল না হ'লেও সে চাষ করে।

২৪। জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে; বিষয়ের কথা হ'লে তার বড় কষ্ট হয়। কিন্তু বিষয়ীরা আলাদা লোক। তাদের অবিদ্যা-পাগ্‌রি খসে না। তাই ফিরে ঘুরে ঐ বিষয়ের কথা এনে ফেলে। বেদেতে সপ্তভূমির কথা আছে। পঞ্চম ভূমিতে যখন জ্ঞানী উঠে, তখন ঈশ্বর কথা বই শুনতেও পারে না, আর বল্‌তেও পারে না। তখন তার মুখ থেকে কেবল জ্ঞান উপদেশ বেরোয়।

২৫। ঈশ্বরীয় কথা জিজ্ঞাসা না ক'র্‌লে জ্ঞানীরা সে সব কথা কয় না। আগে জিজ্ঞাসা কর্‌বে,—এখন

তুমি কেমন আছ ?—ক্যাসা হায়্ ?—বাড়ীর সব কেমন আছে ? কিন্তু বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা ; তার এলান স্বভাব ; হয়ত কাপড় খানা আল্‌গা, কি বগলের ভিতর। ছেলেদের মত। বিজ্ঞানী সর্ব্বদা ঈশ্বর দর্শন করে—তাই ত এরূপ এলান ভাব। চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হ'তে লীলাতে থাকে ; কখনও লীলা হ'তে নিত্যতে যায়।

২৬। বিজ্ঞান কি না বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দেখেছে সে জ্ঞানী। যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান, অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হ'য়েছে। ঈশ্বর দর্শন ক'রে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মীয়, এরই নাম বিজ্ঞান।

২৭। প্রথমে নেতি নেতি ক'র্‌তে হয়,—তিনি পঞ্চভূত নন, ইন্দ্রিয় নন, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার নন। তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। ছাদে উঠ্‌তে হবে,—সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ ক'রে যেতে হ'বে। সিঁড়ি কিছু ছাদ নয় ; কিন্তু ছাদের উপরে পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাদ তৈয়ারি,—ইট, চূন, সুর্‌কি—সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈয়ারি। যিনি পরব্রহ্ম, তিনিই পঞ্চভূত হ'য়েছেন। মাটি এত শক্ত কেন, যদি আত্মা থেকেই হয়েছে ?

তাঁর ইচ্ছাতে সব হ'তে পারে। শোণিত শুক্র থেকে যে হাড় মাস হ'চ্ছে,—সমুদ্রের ফেনা কত শক্ত হয়!

২৮। বিজ্ঞান হ'লে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই জীব, জগৎ হয়েছেন,—তিনি সংসার ছাড়া নন।

২৯। যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না, অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটির ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভিতরটি দেখ্‌তে পায়। কিন্তু যারা জ্ঞানলাভ ক'রেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে, তারপর সংসারে আছে, তারা যেন সার্সীর ঘরের ভিতর বাস করে—ঘরের ভিতরও দেখতে পায়, ঘরের বাহিরের জিনিসও দেখ্‌তে পায়। জ্ঞান-সূর্য্যের আলো ঘরের ভিতরে খুব প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি ঘরের ভিতরের জিনিস খুব স্পষ্টরূপে দেখ্‌তে পায়,—কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি নিত্য, কোন্‌টি অনিত্য।

৩০। বিজ্ঞানী দেখে, ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এই জগৎ, সংসার তাঁর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণে হ'য়েছে; কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। বিজ্ঞানী দেখে,—যিনি ব্রহ্ম, তিনি ভগবান্; যিনি গুণাতীত তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। এই জীব, জগৎ, মন, বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান, এ সব তাঁর ঐশ্বর্য্য!

৩১। জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞানভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য, ভক্তি-পথও সত্য; সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তি পথই সোজা। কিন্তু 'আমি' ত যায় না; তাই আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর ভক্ত; এ অভিমান খুব ভাল।

৩২। তিনি বিভুরূপে সর্ব্বভূতে আছেন। পিঁপ্‌ড়েতে পর্য্যন্ত। কিন্তু শক্তিবিশেষ। তা না হ'লে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়। আর কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়।

৩৩। নেতি নেতি বিচার ক'রে সেই নিত্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌঁছয়। তারা এই বিচার করে,—তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নন। নিত্যে পৌঁছে আবার দেখে, তিনি এই সব হ'য়েছেন,—জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। দুধকে দই পেতে মন্থন ক'রে মাখন তুল্‌তে হয়। কিন্তু মাখন তোলা হ'লে দেখে যে ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।

৩৪। তিনিই সব হ'য়েছেন;—তাই বিজ্ঞানীর এই "সংসার মজার কুটী, জ্ঞানীর পক্ষে এ সংসার ধোঁকার টাটী।

৩৫। তবে জীব, জগৎ,—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব,—এ সব তিনিই আছেন ব'লে সব আছে ; তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না! একের পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায় ; একেকে মুছে ফেল্‌লে শূন্যের কোনও মূল্য থাকে না।

৩৬। তাই নিত্যকে মান্‌তে গেলেই লীলাকে মান্‌তে হয়। অনুলোম বিলোম। সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর এই অবস্থা। সাকার চিন্ময়রূপ ; নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

৩৭। আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ, ও ব্রহ্মানন্দ। যা সব্বাই নিয়ে আছে—কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ, তাহার নাম বিষয়ানন্দ। ঈশ্বরের নাম গুণগান ক'রে যে আনন্দ, তাহার নাম ভজনানন্দ। আর ভগবান দর্শনের যে আনন্দ, তাহার নাম ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ লাভের পর ঋষিদের স্বেচ্ছা-চার হ'য়ে যেতো। চৈতন্যদেবের তিন রকম অবস্থা হ'তো।—অন্তর্দ্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা, ও বাহ্যদশা। অন্ত-র্দ্দশায় ভগবান দর্শন ক'রে সমাধিস্থ হ'তেন—জড় সমাধির অবস্থা হ'তো। অর্দ্ধবাহ্যে একটু বাহিরের হুঁস্ থাক্‌তো। বাহ্যদশায় নাম গুণ কীর্ত্তন ক'র্‌তে পার্‌তেন।

৩৮। সমাধি কাকে বলে? যেখানে মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড়সমাধি হয়,—'আমি' থাকে না। ভক্তিযোগের সমাধিকে চেতন সমাধি বলে। এতে সেব্য সেবকের 'আমি' থাকে; রসরসিকের 'আমি',—আস্বাদ্য আস্বাদকের 'আমি'। ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক; ঈশ্বর রসস্বরূপ, ভক্ত রসিক; ঈশ্বর আস্বাদ্য, ভক্ত আস্বাদক। চিনি হ'ব না, খেতে ভালবাসি।

৩৯। ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটু 'আমি' রেখে দেন। সেই 'আমি' ভক্তের 'আমি'—বিদ্যার 'আমি'। তা হ'তে এ অনন্ত লীলা আস্বাদন হয়। মূষল সব ঘ'সে, একটু তাতেই আবার উলুবনে প'ড়ে কুল-নাশন—যদুবংশ ধ্বংশ হ'লো। বিজ্ঞানী তাই এই ভক্তের 'আমি', বিদ্যার 'আমি' রাখে,—লোকশিক্ষার জন্য।

৪০। আমি দেখ্‌ছি বাজীকর আর বাজীকরের খেলা। বাজীকরই সত্য; তাঁর খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মত।

৪১। কিন্তু হাজার বাজি দেখ, তবু তার অধীন। পালাবার জো নাই। তুমি স্বাধীন নও; তিনি যেমন করান, তেমনি ক'র্‌তে হবে। সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্ম-জ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তবে বাজির খেলা

দেখা যায়। নচেৎ নয়। যতক্ষণ একটু 'আমি' থাকে ততক্ষণ সেই আদ্যাশক্তির এলাকা; তাঁর অধীনে,—তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার যো নাই।

৪২। জ্ঞানলাভ হ'লে অহঙ্কার যেতে পারে। জ্ঞানলাভ হ'লে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হ'লে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন। বেদে আছে যে সপ্তমভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়; সমাধি হ'লেই তবে অহং চ'লে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিনভূমিতে—লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—সেই তিন ভূমি; তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে—কামিনী কাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সে ব্যক্তি জ্যোতিঃ দর্শন ক'রে বলে, একি! একি!! তারপর কণ্ঠ। সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুনিতে ইচ্ছা হয়। কপালে,—ভ্রূমধ্যে মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দ রূপ দর্শন হয়। সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন ক'র্‌তে ইচ্ছা হয়; কিন্তু পারে না, লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয়; কিন্তু স্পর্শ হয় না; ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁওয়া যায় না। সপ্তম-ভূমিতে মন যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না,—সমাধি হয়। সপ্তম ভূমিতে মন পৌঁছিলে কি হয় মুখে

বলা যায় না। নুনের ছবি সমুদ্র মাপ্‌তে গিয়েছিলো; কিন্তু যেই নেমেছে, অমনি গ'লে গেছে! সমুদ্র কত গভীর, কে খবর দিবে? যে খবর দিবে, সে মিশে গেছে। সপ্তমভূমিতে মনের নাশ হয়,—সমাধি হয়। কি বোধ হয় মুখে বলা যায় না।

৪৩। 'আমিই সেই', এ অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাক্‌তে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়,—এগুতে পারে না; ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায়, আবার নিজেকে ঠকায়। নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না।

৪৪। ব্রহ্ম—তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার পার,—তিনি মায়াতীত। এই জগতে বিদ্যা-মায়া, অবিদ্যা-মায়া দুইই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে, আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে; সৎও আছে, অসৎও আছে; ভালও আছে, আবার মন্দও আছে; কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভালমন্দ জীবের পক্ষে; সৎ, অসৎ জীবের পক্ষে; তাঁর ওতে কিছু হয় না। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউবা ভাগবৎ প'ড়ছে, আর কেউ বা জাল ক'র্‌ছে; প্রদীপ নির্লিপ্ত! সূর্য্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরেও আলো দিচ্ছে। যদি বল, দুঃখ, পাপ, অশান্তি, এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও সব জীবের পক্ষে; ব্রহ্ম

নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে ম'রে যায়, সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

৪৫। ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হ'য়ে গেছে ; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন, সব এঁটো হ'য়ে গেছে! মুখে পড়া হ'য়েছে, মুখে উচ্চারণ হ'য়েছে, তাই এঁটো হ'য়েছে ; কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই ; সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্য্যন্ত কেহ মুখে ব'ল্‌তে পারে নাই!

৪৬। মানুষে মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়েছিলো। একদানা খেয়ে পেট ভ'রে গেল ; আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় যেতে লাগ্‌লো ; যাবার সময় ভাব্‌চে, এবার এসে সব পাহাড়টি ল'য়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত। সে যত বড়ই হ'ক না কেন, তাঁকে কি জান্‌বে? আবার আছে, ব্রহ্ম অবাঙ্‌-মনসোগোচর। জ্ঞান-সূর্য্যের তাপে সাকার বরফ গ'লে যায় ; ব্রহ্মজ্ঞানের পর,—নির্ব্বিকল্প সমাধির পর— আবার সেই অনন্ত, বাক্য মনের অতীত, অরূপ নিরা-কার ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না, চুপ হ'য়ে

যায়। অনন্তকে কে মুখে বুঝাবে? পাখী যত উপরে উঠে, তার উপর আরও আছে।

৪৭। যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার, ততক্ষণ নিত্যতে পৌঁছান যায় না। মনের দ্বারা বিচার ক'রতে গেলেই, জগৎকে ছাড়বার যো নাই। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হ'লে, তবে ব্রহ্মজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা, একই।

৪৮। দেখ না একটা জিনিস দেখ্‌তেই কতকগুলো দরকার,—চক্ষু দরকার, আলো দরকার, আবার মনের দরকার। এই তিনটার মধ্যে একটা বাদ দিলে তার দর্শন হয় না। এই মনের কাজ যতক্ষণ চল্‌ছে, ততক্ষণ কেমন ক'রে বল্‌বে যে জগৎ নাই, কি আমি নাই? মনের নাশ হ'লে, সংকল্প বিকল্প চলে গেলে,—সমাধি হয়—ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কিন্তু, সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।

৪৯। কিন্তু 'আমি' থাক্‌বেই থাক্‌বে, যায় না; যেমন অনন্ত জল, উপরে, নীচে, সম্মুখে, পিছনে, ডাইনে, বামে জলে পরিপূর্ণ! সেই জলের মধ্যে একটি জলপূর্ণ কুম্ভ আছে। ভিতরে, বাহিরে জল, কিন্তু তবুও কুম্ভটি

আছে ; 'আমি' রূপ কুম্ভ। যতক্ষণ 'আমি' বোধ তিনি রেখেছেন, ততক্ষণ সবই আছে। আর স্বপ্নবৎ বল্‌বার যো নাই। নীচে আগুন জ্বালা আছে ; তাই হাঁড়ির ভিতর জল, ভাত, আলু, পটোল, সব টগ্‌ বগ্‌ ক'র্‌ছে, লাফাচ্ছে, আর যেন ব'ল্‌ছে, 'আমি আছি' 'আমি লাফাচ্ছি'। শরীরটা যেন হাঁড়ি, মন বুদ্ধি জল, আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেন ডাল, ভাত, আলু, পটোল। অহং যেন তাদের অভিমান—'আমি টগ্‌বগ্‌ কর্‌ছি'। আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি।

৫০। বেশী বিচার করা ভাল নয়। আগে ঈশ্বর, তারপর জগৎ ; তাঁকে লাভ ক'র্‌লে তাঁর জগতের বিষয়ও জানা যায়। যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লে তার কত বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সব জান্‌তে পারা যায়। তাই ত ঋষিরা বাল্মিকীকে 'মরা' 'মরা' জপ ক'র্‌তে বল্‌লেন। ওর একটু মানে আছে,—'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ, আগে ঈশ্বর, তারপর জগৎ। তাই আগে বাল্মিকীর মত সব ত্যাগ ক'রে নির্জ্জনে, গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাক্‌তে হয়। আগে দরকার ঈশ্বর দর্শন, তারপর বিচার—শাস্ত্র, জগৎ।

৫১। জীব, জগৎকে বাদ দেবে কেমন ক'রে ?

তা হ'লে যে ওজনে কম পড়ে! বেলের বিচি, খোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না।

৫২। শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত। আর শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাক্‌লে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না। যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনি মহাকারণ—কারণের কারণ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। পঞ্চভূত স্থূল। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সূক্ষ্ম। প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি সকলের কারণ। ব্রহ্ম বা শুদ্ধ আত্মা কারণের কারণ। এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ। জ্ঞান কাকে বলে? এই স্ব স্বরূপকে জানা, আর তাঁতে মন রাখা।

৫৩। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর খাওয়ারও বিচার থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ব্রহ্মানন্দের পর সব খেতে পার্‌ত, —শূকরের মাংস পর্য্যন্ত।

৫৪। কালী,—যিনি কালের সহিত রমণ করেন,—আদ্যাশক্তি। কাল ও কালী—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য,—তিনি কালেই আছেন—আদি অন্ত রহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। ইদ্দ বলা যায়, তিনি চৈতন্য-স্বরূপ—আনন্দ-স্বরূপ। জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য। জগৎ ভেল্কি-স্বরূপ, বাজিকরই সত্য; বাজিকরের ভেল্কি অনিত্য। যিনি ব্রহ্ম,

তিনিই শক্তি। তাঁকেই মা ব'লে ডাকি। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি; আবার যখন সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কার্য্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। যেমন স্থির জল, আর জলে ঢেউ হ'য়েছে। এই আদ্যা-শক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ ক'রে রেখেছে; আবরণ গেলেই 'যা ছিল, তাই হ'লো'! 'আমিই তুমি' 'তুমিই আমি'! যতক্ষণ আবরণ রয়েছে, ততক্ষণ বেদান্ত-বাদিদের সোঽহং অর্থাৎ "আমিই সেই পরব্রহ্ম" এ কথা ঠিক খাটে না। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কিছু জল নয়। যতক্ষণ আবরণ রয়েছে, ততক্ষণ মা মা ব'লে ডাকা ভাল। তুমি মা, আমি তোমার সন্তান; তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। সেব্য সেবক ভাবই ভাল। এই দাস ভাব থেকে আবার সব ভাবই আসে,—শান্ত, সখ্য প্রভৃতি। মনিব যদি দাসকে ভালবাসে তা হ'লে আবার তাকে বলে 'আয়, আমার কাছে ব'স্; তুইও যা, আমিও তা'। কিন্তু দাস যদি মনিবের কাছে সেধে বস্‌তে যায়, মনিব রাগ কর্‌বে না?

৫৫। ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। মায়া আবরণ-স্বরূপ। এই দেখ,—এই গামছা আড়াল কর্‌লাম, আর প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে না। ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না, মহামায়ার পূজা করে;—

শরণাগত হ'য়ে ব'লে, "মা, পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হ'বে।"

৫৬। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী ; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, ক'র্ছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম ; ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, কোনও কাজ ক'র্ছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নামরূপ ভেদ ; যেমন, জল, water, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে জল, একঘাটে মুসলমানরা জল খায়, তারা ব'লে পানি, আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে water. তিনি একই ; কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বল্‌ছে আল্লা, কেউ বল্‌ছে God, কেউ বল্‌ছে ব্রহ্ম, কেউ বল্‌ছে কালী, কেউ বল্‌ছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।

৫৭। যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম,—আদ্যাশক্তি বলি। যখন তিনি তিন-গুণের অতীত, তখন তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম—বাক্য মনের অতীত বলা যায়।

৫৮। জ্ঞানী নেতি নেতি ক'রে বিষয়-বুদ্ধি সব

ত্যাগ ক'রে, তবে ব্রহ্মকে জান্‌তে পারে। যাঁরা সমাধিস্থ হ'য়ে ব্রহ্ম দর্শন ক'রেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগৎ তিনিই হ'য়েছেন।

৫৯। পূর্ণ জ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই। নেতি নেতি ক'রে বিচারের শেষ হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয়।—তারপর যা ত্যাগ ক'রে গিয়েছিল, তাই আবার গ্রহণ করে। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠ্‌তে হয়। তারপর দেখে যে ছাদও যে জিনিসে তৈরী—ইট, চূণ, সুরকি—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈরী! যার উচ্চ বোধ আছে, তার নীচু বোধ আছে। জ্ঞানের পর উপর নীচ এক বোধ হয়।

৬০। জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিস ;—তবে এক-জন বল্‌চে জল, আর একজন জলের খানিকটা চাপ।

৬১। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়। ভক্তরা এসব অবস্থাই লয়,—যতক্ষণ 'আমি' আছে, ততক্ষণ সবই আছে। যতক্ষণ 'আমি' আছে, ততক্ষণ দেখে যে, তিনিই মায়া, জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—তিনিই সব হ'য়েছেন। মায়া-বাদ শুক্‌নো।

৬২। জ্ঞানী জ্ঞানলাভ কর্‌বার পরও বিদ্যা মায়া নিয়ে থাকে,—ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য—এই সব নিয়ে থাকে। এর দুটি উদ্দেশ্য। প্রথম, লোকশিক্ষা হয়।

তারপর রসাস্বাদনের জন্য। জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হ'য়ে চুপ্ ক'রে থাকে, তা হ'লে লোকশিক্ষা হয় না। তাই শঙ্করাচার্য্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন। আর ঈশ্বরের আনন্দ ভোগ কর্‌বার জন্য—সম্ভোগ কর্‌বার জন্য,—ভক্ত ভক্তি নিয়ে থাকে। এই 'বিদ্যার আমি' কি 'ভক্তের আমি'—এতে দোষ নাই। 'বজ্জাৎ আমি'তে দোষ হয়। তাঁকে দর্শন কর্‌বার পর বালকের স্বভাব হয়। বালকের 'আমি'তে কোনও দোষ নাই। যেমন আর্শির মুখ—লোককে গালাগাল দেয় না।

৬৩। এই বিজ্ঞান লাভ কর্‌বার জন্য বিদ্যামায়া আশ্রয় কর্‌তে হয়। ঈশ্বর সত্য, জগৎ অনিত্য, এই বিচার; অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্য। আবার তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন, ধ্যান, সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, এ সব বিদ্যামায়ার ভিতর। বিদ্যামায়া যেন ছাদে উঠ্‌বার শেষ কয় পৈঠা। আর একধাপ্ উঠ্‌লেই ছাদ।

৬৪। পোড়া দড়ি দেখ্‌তেই দড়ির আকার, ফু দিলে উড়ে যায়। জ্ঞানাগ্নিতে অহঙ্কার পুড়ে গেছে। এখন আর কারও অনিষ্ট করে না। নাম মাত্র আমি। নিত্যেতে পৌঁছে আবার লীলায় থাকা,—যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা। লোকশিক্ষার জন্য আর বিলাসের জন্য—আমোদের জন্য।

৬৫। শরীরের এই রোগ,—কিন্তু অবিদ্যামায়া রাখে না। এই দেখ, রামলাল, কি বাড়ী, কি পরিবার, আমার মনে নাই!—কে না পূর্ণ কায়েত, তার জন্য ভাব্‌চি! ওদের জন্য ত ভাবনা হয় না। তিনি বিদ্যা-মায়া রেখে দিয়েছেন—লোকের জন্য—ভক্তের জন্য। কিন্তু বিদ্যামায়া রাখ্‌লে আবার আস্‌তে হবে। অবতার-আদি বিদ্যামায়া রাখে! একটু বাসনা থাক্‌লেই আবার আস্‌তে হয়,—ফিরে ফিরে আস্‌তে হয়। সব বাসনা গেলে মুক্তি। ভক্তরা কিন্তু মুক্তি চায় না। যদি কাশীতে কারুর দেহত্যাগ হয়, তাহ'লে মুক্তি হয়,—আর আস্‌তে হয় না। জ্ঞানীদের মুক্তি।

৬৬। হাঁড়িতে ভাত ফুট্‌ছে; চালগুলি সুসিদ্ধ হ'য়েছে কি না, জান্‌তে তুই তার ভিতর থেকে একটা ভাত তুলে টিপে দেখলি যে হ'য়েছে,—আর অমনি বুঝ্‌তে পার্‌লি যে, সব চালগুলিই সিদ্ধ হ'য়েছে। কেন? তুই ত ভাতগুলির সব এক একটি ক'রে টিপে টিপে দেখ্‌লি না; তবে কি ক'রে বুঝলি? ঐ কথা যেমন বুঝা যায়, তেমনি জগৎ সংসারটা নিত্য কি অনিত্য, সৎ কি অসৎ একথাও সংসারের দুটো চার্‌টে জিনিস পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেই বুঝা যায়। মানুষটা জন্মাল, কিছুদিন্ বেঁচে রইল, তার পর ম্লোলো;

গরুটাও—তাই ; গাছটাও তাই ; এইরূপে দেখে দেখে বুঝলি যে, যে জিনিষেরই নাম আছে, রূপ আছে, সে গুলোরই এই ধারা। পৃথিবী, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, সকলের নাম রূপ আছে ; অতএব তাদেরও এই ধারা। এইরূপে জান্‌তে পার্‌লি, সমস্ত জগৎ-সংসারটারই এই স্বভাব। তখন জগতের ভিতরের সব জিনিষেরই স্বভাবটা জান্‌লি কি না ? এইরূপে যখনই সংসারটাকে ঠিক ঠিক অনিত্য, অসৎ ব'লে বুঝ্‌বি, অম্‌নি সেটাকে আর ভালবাস্‌তে পার্‌বি না,—মন থেকে ত্যাগ ক'রে নির্ব্বাসনা হবি। আর যখনই ত্যাগ কর্‌বি, তখনই জগৎ কারণ ঈশ্বরের দেখা পাবি। এইরূপে যার ঈশ্বর দর্শন হ'লো, সে সর্ব্বজ্ঞ হ'লো না ত কি হ'লো বল্‌ ?

৬৭। জ্ঞান হ'লে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আর দূরে দেখায় না। তিনি আর 'তিনি' বোধ হয় না। তখন 'ইনি'। হৃদয়মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতর আছেন, যে খোঁজে, সেই পায় !

৬৮। জ্ঞানোন্মাদ হ'লে আর কর্ত্তব্য থাকে না। তখন কালকার জন্য তুমি না ভাব্‌লে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মাদ হ'লে তিনি তোমার পরিবারদের জন্য ভাব্‌বেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে ম'রে যায়, তখন অছী সেই নাবালকের ভার লয়।

৬৯। দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্ব-রজস্তমঃ তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার।

৭০। সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। তমো-গুণ জীবের বিনাশ কর্‌তে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ রজস্তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্ব-গুণের আশ্রয় পেলে কাম, ক্রোধ, এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসার বন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরমধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ঐ দেখ, তোমার বাড়ী দেখ, ঐ দেখা যায়! যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে।

৭১। ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বরলাভ না কর্‌লে হয় না। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া ঈশ্বরকে জান্‌তে দেয় না। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান ক'রে রেখেছে।

৭২। শিবঅংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধের দিকে মন সর্ব্বদা যায়। বিষ্ণু-অংশে জন্মালে প্রেমভক্তি হয়, সে প্রেমভক্তি যাবার

নয়। জ্ঞানবিচারের পর এই প্রেমভক্তি যদি ক'মে যায়, আবার এক সময় হু হু ক'রে বেড়ে যায়; যদুবংশ ধ্বংশ ক'রেছিল মুষল, তারই মত।

৭৩। যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার কর, আর 'স্বপ্নবৎ' বল, তার ভক্তি যাবার নয়। ফিরে ঘুরে একটুখানি থাক্‌বেই। একটু মুষল বেনাবনে প'ড়েছিল তাতেই "মুষলং কুলনাশনম্"।

৭৪। জ্ঞান, জ্ঞান বল্‌লেই কি হয়? জ্ঞান হ'বার লক্ষণ আছে। দুটি লক্ষণ—প্রথম অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। শুধু জ্ঞানবিচার ক'র্‌ছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই, সে মিছে। আর একটি লক্ষণ—কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কুল-কুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। ব'সে ব'সে বই প'ড়ে যাচ্ছি, বিচার কর্‌ছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

৭৫। 'আমি' কি, এটা খোঁজো দেখি। 'আমি' কি হাড়্, না মাংস, না রক্ত, না নাড়ীভুঁড়ি? 'আমি' খুঁজতে খুঁজতে 'তুমি' এসে পড়ে; অর্থাৎ অন্তরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই! 'আমি' নাই!—'তিনি'।

৭৬। দিব্য-চক্ষু চাই। মন শুদ্ধ হ'লেই সেই চক্ষু

হয়। দেখনা, কুমারীপূজা! হাগা মোতা মেয়ে, তাকে ঠিক দেখ্লুম, সাক্ষাৎ ভগবতী। এক দিকে স্ত্রী, একদিকে ছেলে; দুজনকেই আদর ক'র্‌ছে, কিন্তু ভিন্নভাবে। তবেই হ'ল মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মনেতে এক ভাব হয়; সেই মনটি পেলে সংসারে ঈশ্বরদর্শন হয়। তবে সাধন চাই।

৭৭। 'আমি' আর 'আমার' অজ্ঞান। বিচার কর্‌তে গেলে যাকে 'আমি,' 'আমি' কর্‌ছ, দেখ্‌বে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার কর—তুমি শরীর না হাড়, না মাংস, না আর কিছু? তখন দেখ্‌বে তুমি কিছু নও। তোমার কোনও উপাধি নাই। এটা সোনা, এটা পিতল, এর নাম অজ্ঞান; আর সব সোনা, এর নাম জ্ঞান। ঈশ্বর দর্শন হ'লে বিচার বন্ধ হ'য়ে যায়। ঈশ্বরলাভ ক'রেছে, অথচ বিচার ক'র্‌ছে তাও আছে। কি কেউ ভক্তি নিয়ে তাঁর নাম গুণগান ক'র্‌ছে। ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তনপান ক'র্‌তে পায়; তার পরই কান্না বন্ধ হ'য়ে যায়। কেবল আনন্দ! আনন্দে মা'র দুধ খায়। তবে একটি কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেলা করে, আবার হাসে।

৭৮। ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদ; আর বিবেক বৈরাগ্য এনে যদি কেউ সর্ব্বত্যাগ ক'র্‌তে পারে, তা

হ'লে সাক্ষাৎকার হবে। সে ব্যাকুলতা এলে উন্মাদের অবস্থা হয়; তা জ্ঞান-পথেই থাক, আর ভক্তি-পথেই থাক। দুর্ব্বাসার জ্ঞানোদয় হ'য়েছিল। সংসারীর জ্ঞান, আর সর্ব্বত্যাগীর জ্ঞান অনেক তফাৎ। সংসারীর জ্ঞান দীপের আলোর ন্যায় ঘরের ভিতরটি আলো হয়। নিজের দেহ, ঘরকন্না ছাড়া আর কিছু বুঝ্‌তে পারে না। সর্ব্বত্যাগীর জ্ঞান সূর্য্যের আলোর ন্যায়। সে আলোতে ঘরের ভিতর বা'র সব দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান ;—জ্ঞান-সূর্য্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম, দুইই ছিল।

৭৯। যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতরে আছ, যতক্ষণ মায়া মেঘ র'য়েছে, ততক্ষণ জ্ঞান-সূর্য্য কাজ করে না। মায়ার ঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দাঁড়ালে (কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের পর) তবে জ্ঞান-সূর্য্য অবিদ্যা নাশ করে। ঘরের ভিতরে আন্‌লে আতসকাঁচে কাগজ পুড়ে না; ঘরের বাহিরে এসে দাঁড়ালে রোদটি কাচে পড়ে, তখন কাগজ পুড়ে যায়। আবার মেঘ থাক্‌লে আতস-কাচে কাগজ পুড়ে না। মেঘটি স'রে গেলে তবে হয়। কামিনী-কাঞ্চন ঘর থেকে একটু স'রে দাঁড়ালে,—স'রে দাঁড়িয়ে একটু সাধনা তপস্যা ক'র্‌লে তবেই মনের

অন্ধকার নাশ হয়, অবিদ্যা অহঙ্কার মেঘ পুড়ে যায়,—জ্ঞান লাভ হয়। কামিনী-কাঞ্চনই মেঘ।

৮০। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ। সংসারেই থাকি, বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে। আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, বিষ নাই জোর ক'রে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত, এই কথাটি রোখ্ ক'রে বল্‌তে বল্‌তে তাই হ'য়ে যায়। মুক্তই হ'য়ে যায়।

৮১। ঈশ্বর সৎ, আর সব অসৎ, এই বিচার। সৎ মানে নিত্য। অসৎ,—অনিত্য। যার বিবেক হ'য়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। বিবেক উদয় হ'লে ঈশ্বরকে জান্‌বার ইচ্ছা হয়; অসৎকে ভালবাস্‌লে, যেমন দেহ সুখ, লোকমান্য, টাকা, এই সব ভালবাস্‌লে, ঈশ্বর যিনি সৎস্বরূপ—তাঁকে জান্‌তে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজ্‌তে ইচ্ছা করে। মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়; বিবেক হ'লে তবে তত্ত্ব কথা মনে উঠে।

৮২। যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না। বিষয়াসক্তি

যত কমে, ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চ'লে যেতে পারা যায়, আর দেহবুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একেবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়। তখন আত্মা আলাদা, আর দেহ আলাদা বোধ হয়। নারিকেলের জল না শুকুলে দা দিয়ে কেটে শাঁস আলাদা, মালা আলাদা করা কঠিন হয়। জল যদি শুকিয়ে যায়, তাহ'লে নড়্‌নড়্ করে, শাঁস আলাদা হ'য়ে যায়। একে বলে খোড়ো নারিকেল। ঈশ্বর লাভ হ'লে লক্ষণ এই যে সে ব্যক্তি খোড়ো নারিকেলের মত হ'য়ে যায়। দেহাত্মবুদ্ধি চলে যায়। দেহের সুখ দুঃখে তার সুখ দুঃখ বোধ হয় না। সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। সে জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়ায়।

৮৩। জ্ঞান বিচারের শেষে সমাধি হ'লে আমি টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোনও মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না ব'লে ফিরে ফিরে সংসারে আস্‌তে হয়। সমাধির পর কাহারও কাহারও 'আমি' থাকে,—দাস 'আমি', ভক্তের 'আমি'। শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' লোক শিক্ষার জন্য রেখে দিয়েছিলেন। দাস 'আমি', বিদ্যার 'আমি', ভক্তের 'আমি',—এরই নাম পাকা 'আমি'। কাঁচা 'আমি' কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড়

লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান্‌, আমি ধনবান্‌, আমাকে এমন কথা বলে ? এই সব ভাব।

৮৪। দেখ ঈশ্বর সব ক'রছেন; তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র এ বিশ্বাস যদি কা'রও হয়, সে ত জীবন্মুক্ত। 'তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি'। কি রকম জান ? বেদান্তের একটা উপমা আছে।—একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছ, আলু, বেগুন, সব ভাতে দিয়েছ, খানিক পরে আলু, বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান ক'র্‌ছে। 'আমি নড়ছি', 'আমি লাফাচ্ছি', ছোট ছেলেরা দেখ্‌লে ভাবে আলু, পটোল, বেগুন, ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্ছে। যাদের জ্ঞান হ'য়েছে, তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটোল, এরা জীয়ন্ত নয়। নিজে নিজে লাফাচ্ছে না। হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বল্‌ছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে। যদি কাঠ টেনে লওয়া যায়, তা হ'লে আর নড়ে না। জীবের 'আমি কর্ত্তা', এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান্‌। জ্বাল ও কাঠ টেনে নিলে সব চুপ। পুতুলনাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে। হাত থেকে প'ড়ে গেলে আর নড়ে না, চড়ে না।

৮৫। অহংকার, তমোগুণ অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন

হয়। এই অহঙ্কার আড়াল আছে ব'লে, তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।' অহঙ্কার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য্য কিছুই থাক্‌বে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখ্‌ছিলো। প্রতিমার সাজগোজ্ দেখে বল'চে, 'মা, যতই সাজগোজ, দিন দুই তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেল্‌বে দেবে। তাই সকলকে ব'ল্‌ছি "জজই হও, আর যেই হও, সব দুদিনের জন্য।" তাই অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ ক'র্‌তে হয়।

৮৬। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম, ক্রোধ, এই সব রিপু নাশ করে। তারপর অহংবুদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোলপার আরম্ভ করে।

৮৭। দেহ আর আত্মা। দেহ হ'য়েছে, আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপারি। পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হ'য়ে থাকে। কাঁচা বেলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন ক'র্‌লে, তাঁকে লাভ ক'র্‌লে, দেহ বুদ্ধি যায়। তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।

৮৮। বহির্মুখ অবস্থায় স্থূল দেখে ; অন্নময় কোষে মন থাকে। তারপর সূক্ষ্ম শরীর—লিঙ্গশরীর—মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে মন থাকে। তারপর কারণ

শরীর। যখন মন কারণ শরীরে আসে, তখন আনন্দ, —আনন্দময় কোষে মন থাকে। এইটি চৈতন্য দেবের অর্দ্ধবাহ্যদশা। তারপর মন লীন হ'য়ে যায়। মনের নাশ হয়,—মহা কারণে নাশ হয়। মনের নাশ হ'লে আর খবর নাই। এইটি চৈতন্য দেবের অন্তর্দশা। অন্তর্মুখ অবস্থা কি রকম জান? দয়ানন্দ বলেছিল, অন্দরে এসো, কপাট বন্ধ ক'রে। অন্দর বাড়ীতে যে-সে যেতে পারে না। আমি দীপশিখাকে নিয়ে আরোপ কর্ত্তুম। লাল্‌চে রংটাকে বল্‌তুম স্থূল, তার ভিতর সাদা সাদা ভাগটাকে বল্‌তুম সূক্ষ্ম; সব ভিতরে কাল খড়্‌কের মত ভাগটাকে বল্‌তুম কারণ শরীর।

৮৯। পঞ্চভূত ল'য়ে যে দেহ, সেইটি স্থূল দেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত, এই ল'য়ে সূক্ষ্ম শরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটি কারণ শরীর। তন্ত্রে বলে, ভাগবতী তনু। সকলের অতীত "মহা কারণ" (তুরীয়)—মুখে বলা যায় না। কেবল শুন্‌লে কি হবে? কিছু কর।

৯০। ধর্ম্ম কি না দানাদি কর্ম্ম। ধর্ম্ম নিলেই অধর্ম্ম নিতে হ'বে। পুণ্য নিলেই পাপ নিতে হ'বে। জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান নিতে হ'বে। শুচি নিলেই অশুচি নিতে হ'বে। যেমন যার আলো বোধ আছে, তার

অন্ধকারও বোধ আছে। যার এক বোধ আছে, তার অনেক বোধও আছে। যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে। যদি কারও শূকর মাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য। আর হবিষ্য খেয়ে যদি সংসারে আসক্তি থাকে, সে ধিক্।

৯১। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে তারপর লীলা আস্বাদন ক'রে বেড়াও। সাধু একটি সহরে এসে রং দেখে বেড়াচ্ছে। এমন সময় তার এক আলাপী সাধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বল্লে, "তুমি যে ঘুরে ঘুরে আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছ, তল্পি তল্পা কই? সে গুলো ত চুরি ক'রে ল'য়ে যায় নাই?" প্রথম সাধু ব'ল্লেন, "না, মহারাজ, আগে বাসা পাক্ড়ে, গাঁট্রি উট্রি ঠিকঠাক ক'রে, ঘরে রেখে, তালা লাগিয়ে, তবে রং দেখে বেড়াচ্ছি।" ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয় না? মনের নাশ না হ'লে হয় না।

কর্ম্মযোগ

১। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্ম ত আদি কাণ্ড; জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম একটি উপায়,—উদ্দেশ্য নয়।

২। এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানব জন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ; হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি করা নয়। মনে কর, ঈশ্বর তোমার সাম্‌নে এলেন। এসে বল্লেন, "তুমি বর লও"; তাহ'লে তুমি কি ব'লবে আমায় কতকগুলো হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি ক'রে দাও? না, ব'লবে, 'হে ভগবন্ তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাই?'

৩। মনোযোগ ও কর্ম্মযোগ। পূজা, তীর্থ, জীব-সেবা, ইত্যাদি গুরু উপদেশে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। জনকাদি যা কর্ম্ম ক'র্‌তেন, তার নামও কর্ম্মযোগ। যোগীরা যে স্মরণ, মনন করেন, তার নাম মনোযোগ।

৪। কর্ম্ম চাই। ঈশ্বর আছেন ব'লে ব'সে থাক্‌লে

হবে না। যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হ'বে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাক, প্রার্থনা কর, 'দেখা দাও ব'লে'। ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে বেড়াতে পার, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হ'য়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডাক। শুধু তিনি আছেন ব'লে ব'সে থাক্‌লে কি হ'বে ?

৫। কর্ম্ম কাণ্ড হ'চ্ছে আদিকাণ্ড। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া, এই সব) না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়; তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ বাড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। আর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে। তবে কর্ম্ম একবারে ত্যাগ কর্‌বার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর, আর নাই কর। তাই ব'লেছে, অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম কর। অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করা,—কিনা কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা কর্‌বে না। যেমন পূজা জপ, তপ ক'রছ, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয়, কিংবা পুণ্য কর্‌বার জন্য নয়। এরূপ অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। তবে একবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে।

৬। যতদিন সংসারে ভোগ কর্‌বার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্ম্ম ত্যাগ কর্‌তে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা, ততক্ষণ কর্ম্ম।

৭। যতক্ষণ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে; আর কর্ম্মের দারুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্ম্মক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করা বড় ক্‌ঠিন। মনে কর্‌ছি, নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌ছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জান্‌তে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌তে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্ম্ম ত্যাগ হয়; দুই একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে।

৮। ভোগের শান্তি না হ'লে বৈরাগ্য হয় না। ছোট ছেলেকে খাবার আর পুতুল দিয়ে বেশ ভুলান যায়। কিন্তু যখন খাওয়া হ'য়ে গেল, আর পুতুল নিয়ে খেলা হ'য়ে গেল তখন 'মা যাব' বলে। মা'র কাছে নিয়ে না গেলে পুতুল ছুড়ে ফেলে দেয়, আর চীৎকার ক'রে কাঁদে।

৯। তিনিই সব করাচ্ছেন বটে; তিনিই কর্ত্তা,

মানুষ যন্ত্রস্বরূপ। অবশ্য এও ঠিক যে কর্ম্মফল আছেই আছে। লঙ্কা মরিচ খেলেই পেট জ্বালা ক'র্‌বে। তিনিই ব'লে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জ্বালা ক'র্‌বে। পাপ কর্‌লেই তার ফলটি পেতে হ'বে! যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ ক'রেছে, যে ঈশ্বর দর্শন ক'রেছে, সে কিন্তু পাপ ক'রতে পারে না। সাধা লোকের বেতালে পা পড়ে না। যার সাধা গলা, তার সুরেতে সা রে গা মা ই এসে পড়ে।

১০। ঈশ্বরের নিয়ম যে পাপ ক'র্‌লে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা খেলে তার ঝাল লাগ্‌বে না? সেজোবাবু বয়স কালে অনেক রকম ক'রেছিলো, তাই মৃত্যুর সময় নানা রকম অসুখ হ'লো। কম বয়সে এত টের পাওয়া যায় না। কালী বাড়ীতে ভোগ রাঁধ্‌বার অনেক সুঁদুরী কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জ্ব'লে যায়, তখন ভিতরে যে জল আছে টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হ'লে, যত জল পিছনে ঠেলে আসে ও ফোঁচ্‌ ফোঁচ্‌ ক'রে উনুন নিবিয়ে দেয়। তাই, কাম, ক্রোধ, লোভ, এ সব থেকে সাবধান হ'তে হয়। দেখ না, হনুমান ক্রোধ ক'রে লঙ্কা দগ্ধ ক'রেছিল; শেষে মনে পড়্‌লো, অশোকবনে সীতা আছে। তখন ছটফট্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো, পাছে সীতার কিছু হয়।

১১। কর্ম্মযোগে কতকগুলি শক্তি হয়,—সিদ্ধাই হয়।

১২। সাধন ক'রে আরও এগিয়ে পড়। সাধন ক'র্তে ক'র্তে আরও এগিয়ে প'ড়্লে শেষে জান্তে পার্বে যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাট্তে গিয়েছিলো। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হ'ল। ব্রহ্মচারী বল্লেন, "ওহে, এগিয়ে পড়।" কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাব্তে লাগ্লো, ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বল্লেন কেন? এই রকমে কিছু দিন যায়। একদিন সে ব'সে আছে, এমন সময় এই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়্ল। তখন সে মনে মনে বল্লে, "আজ আমি আরও এগিয়ে যাব। বনে গিয়ে আরও এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো; আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হ'য়ে গেল। এই রকমে কিছু দিন যায়। আর একদিন মনে প'ড়্ল, ব্রহ্মচারী ব'লেছেন, "এগিয়ে প'ড়।" তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে, নদীর ধারে রূপোর খনি; একথা সে কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই। তখন খনি থেকে কেবল রূপা নিয়ে বিক্রী কর্তে লাগল। এতটাকা হ'ল যে আণ্ডিল হ'য়ে গেল। আবার

কিছু দিন যায়, একদিন ব'সে ভাব্চে, ব্রহ্মচারী ত আমাকে রূপার খনি পর্য্যন্ত যেতে বলে নাই,—তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে ব'লেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তখন সে ভাব্লে, "ওহো, তাই ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, "এগিয়ে পড়।" আবার কিছু দিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে মাণিক রাশীকৃত প'ড়ে আছে। তখন তার কুবেরের ঐশ্বর্য্য হ'ল। তাই বল্ছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরও ভাল জিনিষ পাবে। একটু জপ ক'রে উদ্দীপন হ'য়েছে ব'লে মনে ক'র না, যা হবার তা হ'য়ে গেছে। কর্ম্ম কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরও এগোও; তাহ'লে কর্ম্ম নিষ্কাম ক'র্তে পার্বে। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম বড় কঠিন। তাই, ভক্তি ক'রে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা করে, "হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও, আর কর্ম্ম কমিয়ে দাও, আর যে টুকু রাখ্বে সেটুকু কর্ম্ম যেন নিষ্কাম হ'য়ে ক'র্তে পারি।' আরও এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হ'বে। তাঁকে দর্শন হ'বে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্ত্তা হ'বে।

১৩। তুমি জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চরণ, এই সব কর্ম্ম কর্ছ। তা বেশ! যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি এই সব কর্ম্ম

করিয়ে লন। ফল কামনা না ক'রে এই সব কর্ম্ম ক'রে যেতে পারলে নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়।

১৪। কর্ম্ম ভাল। জমি পাট করা হ'লে যা রুইবে তাই জন্মাবে। তবে কর্ম্ম নিষ্কামভাবে ক'র্তে হয়।

১৫। তা সংসারে আছ; থাক্লেই বা। কিন্তু কর্ম্ম ফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ ক'র্তে হবে। নিজে কোনও ফল কামনা ক'র্তে নাই। তবে একটা কথা আছে। ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়। ভক্তি কামনা, ভক্তি প্রার্থনা, ক'রতে পার। ভক্তির তমঃ আন্‌বে। মার কাছে জোর কর। তোমার যে আপনার মা গো! একি পাতানো মা? একি ধর্ম্ম মা? এতে জোর চল্‌বে না ত কিসে জোর চল্‌বে? আপনার মা! জোর কর! যার যাতে সত্ত্বা থাকে, তার তাতে টানও থাকে। মা'র সত্ত্বা আমার ভিতর আছে ব'লে তাইত মা'র দিকে অত টান হয়। যে ঠিক শৈব, সে শিবের সত্ত্বা পায়; কিছু কণা তার ভিতর এসে পড়ে। যে ঠিক বৈষ্ণব, তার নারায়ণের সত্ত্বা ভিতরে আসে।

১৬। সংসারী লোক শুদ্ধ ভক্ত হলে, অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করে। কর্ম্মের ফল—লাভ, লোকসান, সুখ, ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। আর তাঁর কাছে রাত দিন

ভক্তি প্রার্থনা করে ; আর কিছু চায় না। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম,—অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করা। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম্ম নিষ্কাম ক'রতে হয়। তবে সন্ন্যাসী বিষয় কর্ম্ম সংসারীদের মত করে না। সংসারী ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে যদি কাউকে দান করে, সে নিজের উপকারের জন্য, 'পরোপকারের' জন্য নয়। সর্ব্বভূতে হরি আছেন তাঁরই সেবা করা হয়। হরি সেবা হ'লে নিজেরই উপকার হলো ; পরোপকার নয়। এই সর্ব্বভূতে হরির সেবা—শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যে হরির সেবা যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশঃ চায় না, মর্‌বার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা কর্‌ছে, তাদের কাছে থেকে উল্‌টে কোনও উপকার চায় না, এরূপ ভাবে যদি সেবা করে, তাহ'লে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম—অনাসক্ত কর্ম্ম করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রলে, তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগও ঈশ্বরলাভের একটি পথ। কিন্তু বড় কঠিন। কলিযুগের পক্ষে নয়।

১৭। যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্ম্ম করে, দয়া, দান করে, সে নিজেরই মঙ্গল করে ; পরের উপকার, পরের মঙ্গল সে ঈশ্বর করেন ; যিনি চন্দ্র, সূর্য্য, বাপ, মা, ফল, ফুল, শস্য জীবের জন্য ক'রেছেন। বাপ,

মা'র ভিতর যা স্নেহ দেখ সে তাঁরই স্নেহ,—জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। দেখ, সে তাঁরই দয়া, নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর, আর না কর, তিনি কোনও না কোনও সূত্রে তাঁর কাজ কর্‌বেন। তাঁর কাজ আট্‌কে থাকে না।

১৮। সমাধি হ'লে সব কর্ম্ম ত্যাগ হ'য়ে যায়। পূজা, জপাদি কর্ম্ম, বিষয় কর্ম্ম, সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্ম্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্ম্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি, তাঁর নাম গুণ-গান পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

১৯। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এলে কর্ম্মত্যাগ আপনি হয়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা করুক।

২০। যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম ক'র্‌লে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম আর ক'রতে হ'বে না। তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হ'য়েছে। কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হ'য়ে যাচ্ছে; তখন কেবল রাম নাম কি হরি-নাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপ্‌লেই হ'লো। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।

২১। ফল হলেই ফুল প'ড়ে যায়। ভক্তি—ফল, কর্ম্ম—ফুল। গৃহস্থের বউ, পেটে ছেলে হ'লে বেশী

কর্ম্ম কর্‌তে পারে না। শ্বাশুরী দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশমাস প’ড়লে শ্বাশুরী প্রায় কর্ম্ম কর্‌তে দেয় না। ছেলে হ’লে সে এটিকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে; আর কর্ম্ম ক’র্‌তে হয় না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং—ট—অম্‌। যোগী নাদ ভেদ ক’রে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্ম-ত্যাগ হয়।

২২। অন্তরে কি আছে, জানবার জন্য একটু সাধন চাই। প্রথমটা একটু উঠে প’ড়ে লাগ্‌তে হয়। তার পর আর বেশী পরিশ্রম ক’র্‌তে হ’বে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান থাকে, আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ, মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধ’র্‌তে হয়। সেই টুকু পার হ’য়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হ’লো, আর অনুকুল হাওয়া হ’লে, তখন মাঝি আরাম ক’রে ব’সে হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে। তার পর পাল টানাবার বন্দোবস্ত ক’রে তামাক সাজ্‌তে বসে। কামিনী-কাঞ্চনের ঝড় তুফান গুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি।

২৩। সংসারের কর্ম্ম, বিষয় কর্ম্ম, তাও ক’র্‌বে;

সংসার যাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জ্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'র্‌তে হবে, যাতে ঐ কর্ম্মগুলি নিষ্কাম ভাবে করা যায়; আর বল্‌বে "হে ঈশ্বর, আমার বিষয় কর্ম্ম কমিয়ে দাও। কেন না, ঠাকুর দেখছি যে বেশী কর্ম্ম জুট্‌লে তোমায় ভুলে যাই। মনে ক'র্‌ছি নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌ছি, কিন্তু সকাম হ'য়ে পড়ে। হয়ত দান, সদাব্রত বেশী ক'র্‌তে গিয়ে লোক মান্য হ'তে ইচ্ছা হ'য়ে পড়ে। সম্মুখে যেটা প'ড়লো, না ক'র্‌লে নয়, সেইটাই নিষ্কাম হ'য়ে ক'র্‌তে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ান ভাল নয়; ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই ক'র্‌তে লাগে; কালীদর্শন আর হ'লো না। আগে যো সো ক'রে, ধাক্কা ধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন ক'র্‌তে হয়, তার পর দান যত কর আর না কর; ইচ্ছা হয়, খুব ক'র। ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম্ম।

২৪। কি জান? ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাখী ঠোক্‌রায় না। সময় হ'লেই পাখী ডিম ফুটোয়। তবে একটু সাধনা করা দরকার। গুরুই সব করেন, তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাট্‌বার সময় প্রায় সবটা কাটা হ'লে পর একটু সরে দাঁড়াতে হয়। তার পর গাছটা মড়মড়্ ক'রে আপনিই

ভেঙ্গে পড়ে। যখন খাল কেটে জল আনে আর একটু কাট্‌লেই নদীর সঙ্গে যোগ হ'য়ে যাবে, তখন যে কাটে সে স'রে দাঁড়ায়। তখন মাটিটা ভিজে আপনিই পড়ে যায়, আর নদীর জল হুড়্ হুড়্ ক'রে খালে আসে।

ভক্তিযোগ

১। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে, তাহার সময় কই? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হ'য়ে যায়। আজ-কাল ফিভারমিক্‌শ্চার। কর্ম্ম কর্‌তে যদি বল,—ত নেজা মুড়া বাদ দিয়ে বল্‌বে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যনা' ও সব অত বল্‌তে হ'বে না। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লেই হ'বে।

২। কলিতে ভক্তিযোগ। ঈশ্বরের নাম গুণগান করা ও ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করা; "হে ঈশ্বর, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।"

৩। কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্ব্বদা তাঁর নাম গুণ-কীর্ত্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যে সকালে হাততালি দিয়ে, একমনে হরিবোল, হরিবোল ব'লে তাঁর ভজনা করে। ভক্তির 'আমি'তে অহঙ্কার হয় না। এ আমিতে অজ্ঞান করে না; বরং ঈশ্বর

লাভ করিয়ে দেয়। এ 'আমি' আমির মধ্যে নয়। যেমন হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয়; অন্য শাকে অসুখ হয়, কিন্তু হিংচে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়; উল্টে উপকার হয়। মিছরি মিষ্টর মধ্যে নয়; অন্য মিষ্ট খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়।

৪। কলিযুগে ভক্তিযোগই ভাল। ভক্তিদ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়। ভক্তি মেয়ে মানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বা'রবাড়ী পর্য্যন্ত যায়। বেশী বিচার করা ভাল নয়। মা'র পাদপদ্মে ভক্তি থাকলেই হ'লো। বেশী বিচার কর্‌তে গেলে সব গুলিয়ে যায়। এদেশে পুকুরের জল উপর উপর খাও, বেশ পরিষ্কার জল পাবে। বেশী নীচে হাত দিয়ে নাড়্‌লে জল ঘুলিয়ে যায়। তাই তাঁর কাছে ভক্তি প্রার্থনা কর।

৫। 'আমি' তো সহজে যায় না তাই ভক্ত জাগ্রত, স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থা উড়িয়ে দেয় না। ভক্ত সব অবস্থাই লয়; সত্ত্বরজঃতমঃ তিনগুণও লয়; ভক্ত দ্যাখে তিনিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়ে রয়েছেন, জীব জগৎ হ'য়ে রয়েছেন; আবার দেখে সাকার চিন্ময়রূপে তিনি দর্শন দেন।

৬। ভক্ত বিদ্যামায়া আশ্রয় ক'রে থাকে। সাধু-

সঙ্গ, তীর্থ, জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য, এই সব আশ্রয় ক'রে থাকে। সে বলে, যদি, "আমি" সহজে চলে না যায় তবে থাক্ শালা দাস হ'য়ে,—ভক্ত হ'য়ে।

৭। ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। 'স্বপ্নবৎ' বলে না, তবে বলে, তিনিই এইসব হ'য়েছেন; মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানারূপ। তবে পাকা ভক্তি হ'লে এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জম্‌লে ন্যাবা লাগে; তখন দেখে যে সবই হল্‌দে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখ্‌লে; আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হ'লো। পারার হ্রদে সীসে অনেকদিন থাক্‌লে সেটাও পারা হ'য়ে যায়। আরশুলা কুমুরে পোকা ভেবে ভেবে, নিশ্চল হ'য়ে যায়; নড়ে না; শেষে কুমুরে পোকাই হ'য়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হ'য়ে যায়। আবার দেখে, 'তিনিই আমি,' 'আমিই তিনি'।

৮। ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে,—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। ভক্তিই সার। তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন সর্ব্বদা কর্‌তে কর্‌তে ভক্তি লাভ হয়।

৯। জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে যোগীরা তাঁকে আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।

১০। ভক্ত যেমন ভগবান না হ'লে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হ'লে থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক ; ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি। তিনি নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য দুটি হ'য়েছেন, তাই রাধাকৃষ্ণ লীলা।

১১। ভক্তের হৃদয় তাঁহার আবাসস্থান। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে তিনি বিশেষ-রূপে আছেন। যেমন কোনও জমিদার তার জমিদারীর সকল স্থানে থাকতে পারে। তবে অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই থাকেন, এই কথা লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

১২। ভক্তির মানে কি—না, কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা। কায় ;—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কাণে তাঁর ভাগবত শোনা, তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন শুনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব স্তুতি, তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন, এই সব করা।

১৩। ভক্তের ভিতর একটানা নয় ; জোয়ার ভাঁটা

হয়। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস কর্‌তে ভালবাসে—কখনও সাঁতার দেয়, কখনও ডুবে, কখনও উঠে,—যেমন জলের ভিতর বরফ 'টাপুর' 'টুপুর' করে।

১৪। শাস্ত্রে অনেক কর্ম্ম কর্‌তে ব'লে গেছে—তাই করছি; এরূপ ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে। আর এক আছে, রাগ ভক্তি। সেটি অনুরাগ থেকে হয়,—ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয়,—যেমন প্রহ্লাদের। সে ভক্তি যদি আসে, তা'হলে আর বৈধী কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না।

১৫। যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাঁচা ভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে তখন সেই ভক্তির নাম পাকা ভক্তি। যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা কর্‌তে পারে না। পাকা ভক্তি—হ'লে ধারণা কর্‌তে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি মাখান্ থাকে, তাহ'লে যা ছবি পড়ে, তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু স'রে গেলেই যেমন কাঁচ, তেমনি কাঁচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাক্‌লে উপদেশ ধারণা হয় না।

১৬। ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়; কিন্তু পাকা

ভক্তি, প্রেমা ভক্তি, রাগ ভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মা'র উপর ভালবাসা, মা'র ছেলের উপর ভালবাসা। স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা। এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। এ ভালবাসা এলে সংসার বিদেশ বোধ হয়; একটি কর্ম্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কিন্তু কল্‌কাতা কর্ম্মভূমি। কল্‌কাতায় বাসা ক'রে থাক্‌তে হয়, কর্ম্ম কর্‌বার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি—বিষয়বুদ্ধি—একেবারে যাবে।

১৭। ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্ব্বদা কর্‌তে হয়। আর সৎসঙ্গ; ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে—মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাত দিন থাক্‌লে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জ্জন না হ'লে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন। যখন চারা গাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

১৮। হাঁ, 'দাস আমি'—অর্থাৎ আমি 'ঈশ্বরের

দাস,' আমি তাঁর ভক্ত এই অভিমান। এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয়। কেউ কেউ সমাধির পরও 'ভক্তের আমি', 'দাস আমি' নিয়ে থাকে। 'আমি দাস, তুমি প্রভু', 'আমি ভক্ত, তুমি ভগবান', এই অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বর লাভের পরও থাকে, সব আমি যায় না। আবার এই অভিমান অভ্যাস কর্‌তে কর্‌তে ঈশ্বর লাভ হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

১৯। সব মতকে নমস্কার ক'রবে; তবে একটি আছে নিষ্ঠাভক্তি। সব্বাইকে প্রণাম ক'রবে বটে কিন্তু একটির উপরে প্রাণঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা। রামরূপ বই আর কোনও রূপ হনুমানের ভাল লাগ্‌ত না। গোপীদের এত নিষ্ঠা যে তাহারা দ্বারকার পাগড়ি বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে চাইলে না। পত্নী দেওর, ভাসুর ইত্যাদিকে পা ধোবার জল, আসন ইত্যাদির দ্বারা সেবা করে। কিন্তু পতিকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ সেবা আর কাহাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা।

২০। ব্যাকুলতা থাক্‌লে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। তবে নিষ্ঠা থাকা ভাল। নিষ্ঠাভক্তির আর একটি নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। যেমন এক-ডেলে গাছ সোজা উঠেছে। ব্যভিচারিণী ভক্তি,—

যেমন পাঁচডেলে গাছ। গোপীদের এমনি নিষ্ঠা যে, বৃন্দাবনের মোহন চূড়া পীতধরা পরা রাখাল কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভালবাস্‌বে না। মথুরায় যখন রাজ-বেশ, পাগড়ী মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন কল্লে, তখন তারা ঘোমটা দিলে, আর বল্লে, ইনি আবার কে? এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে কি আমরা দ্বিচারিণী হ'ব?

২১। আর এক রকম ভক্তি আছে; তাহার নাম বৈধী ভক্তি। এত জপ ক'র্‌তে হ'বে, উপোস্‌ ক'র্‌তে হ'বে, তীর্থে যেতে হ'বে, এত উপচারে পূজা কর্‌তে হ'বে, এতগুলি বলিদান দিতে হ'বে—এ সব বৈধী ভক্তি। এ সব অনেক কর্‌তে কর্‌তে ক্রমে রাগ ভক্তি আসে। কিন্তু রাগ ভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হ'বে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসার বুদ্ধি একবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হ'বে, তবে তাঁকে পাবে।

২২। রাগ ভক্তি এলে অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা এলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। বৈধীভক্তি হ'তেও যেমন যেতেও তেমন। এত জপ, এত ধ্যান কর্‌বে, এত যাগযজ্ঞ হোম কর্‌বে, এই এই উপচারে পূজা কর্‌বে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ কর্‌বে, এই সকলের নাম বৈধী ভক্তি। হ'তেও যেমন, যেতেও তেমন।

কত লোকে বলে, আর ভাই কত হবিষ্য করলুম, কত বার বাড়ীতে পূজা আ'নলুম, কিন্তু কি হ'লো ? রাগ ভক্তির কিন্তু পতন নাই। কাদের রাগভক্তি হয় ? যাদের পূর্ব্ব জন্মে অনেক কাজ করা আছে, অথবা যারা নিত্যসিদ্ধ। যেমন একটা প'ড়ো বাড়ীর বনজঙ্গল কাট্‌তে কাট্‌তে নল বসান ফোয়ারা পেয়ে গেল। মাটি শুর্‌কি ঢাকা ছিল; যাই সরিয়ে দিলে, অমনি ফড়্‌ফড়্‌ ক'রে জল উঠ্‌তে লাগলো। যাদের রাগ ভক্তি, তারা এমন কথা বলে না, "ভাই কত হবিষ্য কর্‌লুম,—কিন্তু কি হ'লো?" যারা নূতন চাষ করে, তাদের যদি ফসল না হয়, তাহ'লে জমি ছেড়ে দেয়। কিন্তু খান্‌দানি চাষা ফসল হো'ক আর না হো'ক, আবার চাষ কর্‌বেই। তাদের বাপ, পিতামহ চাষাগিরি ক'রে এসেছে; তারা জানে যে চাষ ক'রেই খেতে হ'বে। যাদের রাগভক্তি তাদেরই আন্তরিক। ঈশ্বর তাদের ভার লন। হাঁসপাতালে নাম লেখালে—আরাম না হ'লে ডাক্তার ছাড়ে না। ঈশ্বর যাঁদের ধ'রে আছেন, তাদের কোনও ভয় নাই। মাঠের আলের উপর চল্‌তে চল্‌তে যে ছেলে বাপ্‌কে ধ'রে থাকে, সে পড়্‌লেও পড়্‌তে পারে—যদি অন্যমনস্ক হ'য়ে হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাপ যে ছেলেকে ধ'রে থাকে সে পড়ে না।

২৩। পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে, তাহ'লে আর এসব কর্ম্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, তাহ'লে পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?

২৪। কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা আপনি হয়। স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই আছে। ছেলে-বেলা থেকে ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন, প্রহ্লাদ। 'বিধিবাদিয়' ভক্তি; যেমন হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্য পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আস্‌বে ব'লে জপ্‌, তপ্‌, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখা খানা লোকে ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম, আপনি এলে জপ, তপ, কর্ম্ম ত্যাগ হ'য়ে যায়। হরি প্রেমে মাতোয়ারা হ'লে বৈধী কর্ম্ম কে কর্‌বে?

২৫। ভক্ত তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে, ঐ ঈশ্বর অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখাইয়া দেয়। মধ্যম ভক্ত বলে, যে তিনি হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে আছেন। আর উত্তম ভক্ত বলে, যে তিনি এই সব হয়েছেন,—যা কিছু দেখছি, সবই তাঁর এক একটি রূপ।

২৬। ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হ'য়ে থাকে; বেহুলার গানের কাছে জাতসাপ স্থির হয়ে শুনে; কিন্তু কেউটে নয়। আর একটি লক্ষণ; —ঠিক ভক্তের ধারণাশক্তি হয়। শুধু কাঁচের উপর ছবির দাগ পড়ে না; কিন্তু কালি মাখান কাঁচের উপর ছবি উঠে; যেমন ফটোগ্রাফ; ভক্তিরূপ কালি। আর একটি লক্ষণ—ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়, কামজয়ী হয়। গোপীদের কাম হ'তো না।

২৭। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হ'লেই দেহ মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। গৌর, নিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন, আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি না থাক্‌লে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাক্‌লে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাক্‌লে শুদ্ধ পবিত্র হয়।

২৮। শুচি, অশুচি—এটি ভক্তি—ভক্তের পক্ষে। জ্ঞানীর পক্ষে নয়।

২৯। নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাক্‌লে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হ'লে মহাভাব হয়। সর্ব্বশেষে প্রেম। প্রেম রজ্জুস্বরূপ। প্রেম হ'লে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন, আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্য্যন্ত হয়। ঈশ্বর কোটী না হলে মহা-ভাব, প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।

৩০। কিন্তু ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেম ভক্তি না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি। প্রেম অনুরাগ না হ'লে ভগবান লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।

৩১। আবার আছে, উর্জ্জিতা ভক্তি। ভক্তি যেন উথ্‌লে পড়্‌ছে। 'ভাবে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়।' যেমন চৈতন্যদেবের। রাম বল্লেন লক্ষণকে, ভাই, যেখানে দেখ্‌বে উর্জ্জিতা ভক্তি, সেইখানে জান্‌বে, আমি স্বয়ং বর্ত্তমান।

৩২। গোপীদের প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস থাকে,—অহংতা আর মমতা। আমি কৃষ্ণকে সেবা না কর্‌লে কৃষ্ণের অসুখ হ'বে,—এর নাম অহংতা। এতে ঈশ্বর বোধ থাকে না। মমতা,—'আমার' 'আমার' করা। পাছে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে কিছু আঘাত লাগে, গোপীদের এত মমতা যে, তাদের সূক্ষ্ম শরীর তাঁর চরণতলে থাক্‌তো। যশোদা বল্লেন, তোদের চিন্তামণি কৃষ্ণ জানি না,—আমার গোপাল! গোপীরাও বল্‌ছে, কোথায় প্রাণবল্লভ! হৃদয়বল্লভ!—ঈশ্বর বোধ নাই।

৩৩। একটি আছে,—অহৈতুকী ভক্তি। এটি যদি হয়, তাহ'লে খুব ভাল। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি

ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে, হে ঈশ্বর, আমি ধন, মান দেহসুখ, এ সব কিছুই চাই না। এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি হয়।

৩২। অহল্যা ব'লেছিলেন, হে রাম, যদি শূকর যোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে,—আমি আর কিছু চাই না।

৩৫। নারদ রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি সীতারাম দর্শন ক'রে স্তব ক'রতে লাগলেন। রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে বল্লেন, নারদ, আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়েছি; তুমি কিছু বর লও। নারদ বল্লেন, রাম, যদি একান্ত আমায় বর দেবে, ত এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে; আর এই ক'রো যেন তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।

৩৬। তাই, নিষ্কাম ভক্তি,—অহৈতুকী ভক্তি,—সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

৩৭। অহৈতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটির হয়, জীব-কোটির হয় না।

৩৮। প্রকৃতি অনুসারে ভক্তি তিন রকম। ভক্তির

সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ। ভক্তির সত্ত্ব—ঈশ্বরই টের পান। সেরূপ ভক্ত গোপন ভালবাসে, হয়ত মশারির ভিতর ধ্যান করে, কেউ টের পায় না। সত্ত্বের সত্ত্ব—বিশুদ্ধ সত্ত্ব—হ'লে ঈশ্বর দর্শনের আর দেরী নাই;—যেমন অরুণোদয় হ'লে বুঝা যায় যে সূর্য্যোদয়ের আর দেরী নাই। ভক্তির রজঃ যাদের হয়, তাদের একটু ইচ্ছা হয়,—লোকে দেখুক আমি ভক্ত। সে ষোড়শোপচার দিয়ে পূজা করে, গরদ প'ড়ে ঠাকুর ঘরে যায়,—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা,—মালায় মুক্তা,—মাঝে মাঝে একটি সোনার রুদ্রাক্ষ। ভক্তির তমঃ,—যেমন ডাকাত পড়া ভক্তি। ডাকাত ঢেকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগার ভয় নাই,—মুখে মারো,—লোটো,—উন্মাদের ন্যায় বলে, হর, হর, হর, ব্যোম, ব্যোম! জয় কালী! মনে খুব জোর, জ্বলন্ত বিশ্বাস।

৩৯। তাঁকে আম মোক্তারী দাও,—যা হয় তিনি করুন। তুমি বিড়াল ছানার মত কেবল তাঁকে ডাক,—ব্যাকুল হ'য়ে। তার মা যেখানে তাকে রাখে,—সে কিছু জানে না;—কখনও বিছানার উপর রাখ্ছে, কখনও হেঁসেলে।

৪০। সব তত্ত্ব শেষে আকাশ তত্ত্বে লয় হয়। আবার

সৃষ্টির সময় আকাশ তত্ত্ব থেকে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব থেকে অহঙ্কার এই সব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হ'য়েছে। অনুলোম বিলোম। ভক্ত সবই লয়। ভক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেও লয়, আবার জীব জগৎকে লয়।

৪১। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান, আর শুদ্ধা ভক্তি এক। শুদ্ধ জ্ঞান যেখানে, শুদ্ধা ভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়। ভক্তি পথ বেশ সহজ পথ।

৪২। আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ; তাতে আবার আয়ু কম। তারপর আবার দেহবুদ্ধি কোনও মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একবারে জ্ঞানই হবে না। এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ, আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ সব পথ ভারি কঠিন। ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম,—তার এ মানে নয় যে ভক্ত এক জায়গায় যাবে; জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধ'রেও যান, তাহ'লেও সেই জ্ঞান লাভ ক'র্বেন। ভক্তবৎসল মনে ক'র্লেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

৪৩। ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখ্তে চায়, ও

তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে চায়; প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়,—তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন। জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে, আবার জ্ঞানও পাবে। ভাব সমাধিতে রূপদর্শন হয়; আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন হয়,—তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না।

৪৪। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হ'লে ভাব, ভক্তি, প্রেম, এই সব হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

৪৫। ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মা'র কাছে কেঁদে কেঁদে ব'লেছিলাম, "মা, যোগীরা যোগ ক'রে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যা জেনেছে,—আমায় জানিয়ে দাও,—আমায় দেখিয়ে দাও।" মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে কাঁদ্‌লে তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র,—এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।

৪৬। যার ঠিক ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা, এসব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহসুখের জন্য কি লোকমান্যের জন্য, কি টাকার জন্য, আবার তপ জপ কি? এ সব অনিত্য; দিন দুই তিনের জন্য।

৪৭। তাঁর শরণাগত হও। তিনি সদ্বুদ্ধি দিবেন। তিনি সব ভার লবেন। তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই ব'লছি তাঁর শরণাগত হও। তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে?

৪৮। ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হ'লে এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হচ্ছে, হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক্, এ সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না। সংসারকে পাতকুয়া দেখে, মনে হয় বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল-সাপ দেখে; কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়, আর পালায়ও। বাড়ীর বন্দোবস্ত ক'রে তারপর ঈশ্বর-চিন্তা ক'র্‌ব, এ কথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোখ্।

৫৯। তোমরা "প্যাম্" "প্যাম্" কর, কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিস গো? চৈতন্য দেবের প্রেম হ'য়েছিল। প্রেমের দুটি লক্ষণ। প্রথম,—জগৎ ভুল হ'য়ে

যাবে ; এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা, যে বাহ্যশূন্য। চৈতন্য-দেব,—"বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।" দ্বিতীয় লক্ষণ,—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাক্‌বে না। দেহাত্মবোধ একেবারে চ'লে যাবে। ঈশ্বরদর্শন না হ'লে প্রেম হয় না। ঈশ্বর লাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হচ্ছে, তার ঈশ্বর লাভের আর দেরী নাই। অনুরাগের ঐশ্বর্য্য কি কি ? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন, সত্য কথা, এই সব। এই সকল অনুরাগের লক্ষণ দেখ্‌লে ঠিক বল্‌তে পারা যায়, ঈশ্বর দর্শনের আর দেরী নাই। বাবু কোনও খানসামার বাড়ী যাবেন, এরূপ যদি ঠিক হ'য়ে থাকে, খানসামার বাড়ীর অবস্থা দেখে ঠিক বুঝ্‌তে পারা যায়। প্রথমেই বন জঙ্গল কাটা হয়, ঝুল ঝাড়া হয়, ঝাট্‌পাট দেওয়া হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চ গুড়্‌গুড়ি, এই সব পাঁচ রকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এইসব আস্‌তে দেখ্‌লেই লোকের বুঝ্‌তে বাকী থাকে না, বাবু এসে প'ড়লেন ব'লে।

৫০। ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হ'লে প্রেমাভক্তি হয় না। আর 'আমার' জ্ঞান। তিন বন্ধু বন দিয়ে

যাচ্ছে। এক বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বল্লে, "ভাই, আমরা সব মারা গেলাম।" আর একজন বল্লে, "কেন, মারা যাবে কেন ? এস, আমরা ঈশ্বরকে ডাকি।" আর একজন বল্লে, "না তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে ? এস, এই গাছে উঠে পড়ি।" যে লোকটি বল্‌লে, "আমরা মারা গেলাম," সে জানে না যে, ঈশ্বর রক্ষা কর্ত্তা আছেন। যে বল্লে, "এস, আমরা ঈশ্বরকে ডাকি" সে ব্যক্তি জ্ঞানী। তার বোধ আছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সব ক'রছেন। আর, যে ব্যক্তি বল্লে, "তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হ'বে ? এস, আমরা গাছে উঠি," তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে,—ভালবাসা জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই যে, আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে যাকে ভালবাসে, তার পায়ে কাঁটাটি পর্য্যন্ত না ফোটে।

যোগ-তত্ত্ব

১। গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম,
ভূমে প'ড়ে খেলাম মাটি।
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
মায়ার বেড়ী কিসে কাটি॥

কামিনী কাঞ্চনই মায়া। মন থেকে ঐ দুটি গেলেই যোগ। আত্মা—পরমাত্মা চুম্বক পাথর, জীবাত্মা যেন একটি ছুঁচ,—তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু ছুঁচে যদি মাটি মাখা থাকে, চুম্বকে টানে না;—মাটি সাফ ক'রে দিলে আবার টানে। কামিনী কাঞ্চন মাটি পরিষ্কার ক'র্‌তে হয়। তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ,—সেই জল মাটিতে লাগ্‌লে ধুয়ে ধুয়ে যাবে। যখন খুব পরিষ্কার হ'বে তখন চুম্বকে টেনে ল'বে। যোগ তবেই হ'বে।

২। কামিনী কাঞ্চনে মন থাক্‌লে যোগ হয় না। সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিতে। সাধ্য

সাধনার পর কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। ঈড়া, পিঙ্গলা, আর সুষুম্না নাড়ী ;—সুষুম্নার মধ্যে ছ'টি পদ্ম আছে। সর্ব্ব নীচে মূলাধার। তারপর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এই গুলিকে ষড়্‌চক্র বলে।

৩। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হ'লে, মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব পদ্ম ক্রমে পার হ'য়ে হৃদয়মধ্যে অনাহত পদ্ম—সেইখানে এসে অবস্থান করে। তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি থেকে মন স'রে গিয়ে, চৈতন্য হয় আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক অবাক্ হ'য়ে জ্যোতিঃ ছাখে আর বলে 'একি!' 'একি!' বেদমতে এ সব চক্রকে 'ভূমি' বলে। সপ্তভূমি। হৃদয় চতুর্থভূমি—অনাহত পদ্ম দ্বাদশ দল।

৪। বিশুদ্ধ চক্র পঞ্চম ভূমি। এখানে মন উঠ্‌লে কেবল ঈশ্বর কথা বল্‌তে আর শুন্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ চক্রের স্থান কণ্ঠ। ষোড়শদলপদ্ম। যার এ চক্রে মন এসেছে তার সাম্‌নে বিষয় কথা—কামিনী কাঞ্চনের কথা—হ'লে ভারি কষ্ট হয়। ওরূপ কথা শুন্‌লে সে সেখান থেকে উঠে যায়।

৫। তার পর ষষ্ঠ ভূমি। আজ্ঞা চক্র—দ্বিদল পদ্ম। এখানে কুলকুণ্ডলিনী এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন

হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে—যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো,—মনে হয় আলো ছুঁলাম, কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে ব'লে ছোঁয়া যায় না।

৬। ষড়্‌চক্র ভেদ হ'লে কুণ্ডলিনী সহস্রার পদ্মে গিয়া মিলিত হন। কুণ্ডলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয়। সপ্তমভূমি। সহস্রার পদ্ম। সেখানে কুণ্ডলিনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রারে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন—তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন। শিবশক্তির মিলন। সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হ'য়ে আর বাহ্য থাকে না। সে আর দেহরক্ষা করতে পারে না। মুখে দুধ দিলে দুধ গড়িয়ে যায়। এ অবস্থায় থাক্‌লে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না।

৭। হৃষীকেশের সাধু এসেছিল। সে বল্লে যে, সমাধি পাঁচ প্রকার ঃ—পিপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষিবৎ, তির্য্যগ্‌বৎ। কখনও বায়ু উঠে পিঁপ্‌ড়ের মত শিড়্‌ শিড়্‌ করে!—কখনও সমাধি অবস্থায় ভাব-সমুদ্রের ভিতর আত্মামীন আনন্দে খেলা করে! কখনও পাশফিরে রয়েচি, মহাবায়ু বানরের ন্যায় আমায় ঠেলে আমোদ করে!—আমি চুপ ক'রে থাকি। সেই বায়ু হঠাৎ যেন বানরের ন্যায় লাফ দিয়ে সহস্রারে উঠে

যায়! তাই ত তিরিং ক'রে লাফিয়ে উঠি! আবার কখনও পাখীর মত এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডাল,—মহাবায়ু উঠ্‌তে থাকে! যে ডালে বসে, সেস্থান আগুনের মত বোধ হয়। হয়ত মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয়, এইরূপ ক্রমে মাথায় উঠে। কখনও বা মহাবায়ু তির্য্যগ্‌ গতিতে চলে,—এঁকে-বেঁকে! ঐরূপ চ'লে চ'লে শেষে মাথায় এলে সমাধি হয়।

৮। কুলকুণ্ডলিনী না জাগ্‌লে চৈতন্য হয় না। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী আছেন। চৈতন্য হ'লে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, এই সব চক্র ভেদ ক'রে শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরই নাম মহাবায়ুর গতি,—তবেই শেষে সমাধি হয়। শুধু পুঁথি প'ড়্‌লে চৈতন্য হয় না—তাঁকে ডাক্‌তে হয়। ব্যাকুল হ'লে—তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই প'ড়ে, জ্ঞানের কথা!—তাতে কি হ'বে? আমার এই অবস্থা যখন হ'লো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে—কিরূপ কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণ হ'য়ে, ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে যেতে লাগ্‌লো, আর সমাধি হ'লো। এ অতি গুহ্য কথা। দেখলাম ঠিক আমার মতন বাইশ তেইশ বছরের ছোক্‌রা সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়ে

গিয়ে, জিহ্বা দিয়ে, যোনিরূপ পদ্মের সঙ্গে রমণ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। প্রথমে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি। চতুর্দ্দল, ষড়্‌দল, দশদল পদ্ম, সব অধোমুখ হ'য়েছিল। ঊর্দ্ধমুখো হ'ল। হৃদয়ে যখন এলো—বেশ মনে পড়'্‌ছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ ক'রবার পর দ্বাদশদল অধোমুখ পদ্ম ঊর্দ্ধমুখ হ'লো,—আর প্রস্ফুটিত হ'লো! তারপর কণ্ঠে ষোড়শ দল, আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'লো! সেই অবধি আমার এই অবস্থা।

৯। ঈশ্বর কোটি—অবতারাদি—এই সমাধি অবস্থা থেকে নাম্‌তে পারে! তারা ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নাম্‌তে পারে। তিনি তাদের ভিতর বিদ্যার আমি,—ভক্তের আমি—লোকশিক্ষার জন্য রেখে দেন। তাদের অবস্থা—যেমন ষষ্ঠভূমি আর সপ্তমভূমির মাঝখানে বাচ্‌খেলা। সমাধির পর বিদ্যার আমি কেউ কেউ ইচ্ছা ক'রে রেখে দেন। সে আমির আঁট নাই—রেখা মাত্র।

১০। ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না;—সুষুম্নার ভিতর সব পদ্ম আছে;—চিন্ময়। যেমন মোমের গাছ;—ডাল, পালা, ফল,—সব মোমের। মূলাধার পদ্মে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। চতুর্দ্দল পদ্ম। যিনি আদ্যা-শক্তি, তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে আছেন।

যেন ঘুমন্ত সাপ, কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। "প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার পদ্ম-বাসিনী!" ভক্তিযোগে কুল-কুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হ'লে ভগবান দর্শন হয় না। গান ক'রে ক'রে একাগ্রতার সহিত গাইবে—নির্জ্জনে,—গোপনে,—"জাগো মা কুল কুণ্ডলিনী। তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিনী, প্রসুপ্তভুজগাকারা আধার পদ্মবাসিনী।" গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হ'য়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন করা যায়।

১১। মোটা মুটি দুই প্রকার যোগ,—কর্ম্মযোগ, আর মনোযোগ,—কর্ম্মের দ্বারা যোগ, আর মনের দ্বারা যোগ।

১২। কোনও রকম ক'রে তাঁর সঙ্গে যোগ হ'য়ে থাকা। দুই পথ আছে,—কর্ম্মযোগ আর মনোযোগ। যারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ কর্ম্মের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরা কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌বে, কিন্তু নিত্য কর্ম্ম কামনাশূন্য হ'য়ে ক'র্‌বে। দণ্ডধারণ, ভিক্ষা করা, তীর্থ যাত্রা, পূজা, জপ, এ সব কর্ম্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়। আর যে কর্ম্মই কর, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে, কামনাশূন্য হ'য়ে ক'র্‌তে পার্‌লে, তাঁর সঙ্গে যোগ হয়। আর এক পথ,—মনোযোগ। এরূপ যোগীর বাহিরে কোনও

চিহ্ন নাই, অন্তরে যোগ। যেমন জড়ভরত, শুকদেব। আরও কত আছে,—এরা নামজাদা। এদের শরীরে চুল দাড়ি যেমন, তেমনই থাকে। পরমহংস অবস্থায় কর্ম্ম উঠে যায়। স্মরণ মনন থাকে। সর্ব্বদাই মনের যোগ। যদি কর্ম্ম করে, সে লোকশিক্ষার জন্য।

১৩। কর্ম্মের দ্বারাই যোগ হোক, আর মনের দ্বারাই যোগ হোক, ভক্তি হ'লে সব জান্‌তে পারা যায়। ভক্তিতে কুম্ভক আপনি হয়—একাগ্র মন হ'লে বায়ু স্থির হ'য়ে যায়; আর বায়ু স্থির হ'লেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। যার হয়, সে নিজে টের পায় না।

১৪। মন স্থির না হ'লে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ। যোগী মনের বশ নয়। মন স্থির হ'লে বায়ু স্থির হয়,— কুম্ভক হয়। এই কুম্ভক ভক্তি যোগেতেও হয়, ভক্তিতে বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। "নিতাই আমার মাতা হাতী! নিতাই আমার মাতা হাতী!" এই কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে যখন ভাব হ'য়ে যায়, তখন সব কথা গুলো ব'ল্‌তে পারে না, কেবল বলে "হাতী" "হাতী"। তারপর শুধু "হা"। ভাব হ'লে বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়। মেয়েদের ভিতর দেখ নাই? যদি কেউ অবাক্ হ'য়ে একটা জিনিস দেখে বা একটা কথা শোনে, তখন অন্য মেয়েরা বলে, "তোর ভাব লেগেছে না কি লো?"

এখানেও বায়ু স্থির হ'য়েছে, তাই অবাক্ হয়ে হাঁ ক'রে থাকে।

১৫। তাঁর জন্য কাঁদ্‌তে পার্‌লে দর্শন হয়,—সমাধি হয়। যোগে সিদ্ধ হ'লেই সমাধি। কাঁদ্‌লে কুম্ভক আপনি হয়;—তার পর সমাধি।

১৬। হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধু। কেবল নেতি ধৌতি ক'র্‌ছে,—কেবল দেহের যত্ন। ওদের উদ্দেশ্য আয়ু বৃদ্ধি করা। দেহ নিয়ে রাতদিন সেবা। ও ভাল নয়।

১৭। শরীর, টাকা, এ সব অনিত্য। এর জন্য এত কেন? দেখ না হঠ যোগীদের দশা? শরীর কিসে দীর্ঘায়ু হ'বে, এই দিকেই নজর! ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই। নেতি, ধৌতি,—কেবল পেট সাফ কর্‌ছেন; নল দিয়ে দুধ গ্রহণ কর্‌ছেন! একজন স্যাক্‌রা তার তালুতে জিভ্ উল্টে গিয়েছিল। তখন তার জড় সমাধির মত হ'য়ে গেল। আর নড়ে চড়ে না। অনেক দিন এই ভাবে ছিল। সকলে এসে পূজা ক'রত। কয়েক বৎসর পরে তার জিভ্ হঠাৎ সোজা হ'য়ে গেল। তখন আগেকার মত চৈতন্য হ'লো। আবার স্যাকরার কাজ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। ওসব শরীরের কার্য্য;—ওতে প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না।

১৮। কারও কারও যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগভ্রষ্ট হ'য়ে সংসারে এসে পড়ে; হয়ত ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলি হ'য়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে,—আবার সেই যোগের অবস্থা। সট্‌কা কল জান? ওদেশে আছে। বাঁশ নুইয়ে রাখে; তাতে বড়সী লাগান দড়ি বাঁধা থাকে; বড়সীতে টোপ দেওয়া হয়; মাছ যেই টোপ খায়, অমনি সরাৎ ক'রে বাঁশটা উঠে পড়ে। যেমন উপরে উঁচু দিকে মুখ ছিল সেইরূপই হয়ে যায়।

১৯। মন স্থির না হ'লে যোগ হয় না। সংসার-হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্ব্বদা চঞ্চল ক'র্‌ছে। ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে, তাহ'লে ঠিক যোগের অবস্থা হ'য়ে যায়।

২০। যোগভ্রষ্ট হ'লে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়,—তারপর আবার ঈশ্বরের জন্য সাধনা করে। পূর্ব্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে হয়ত হঠাৎ ভোগ ক'র্‌বার লালসা হ'য়েছে। এরূপ হ'লে যোগভ্রষ্ট হয়, আর পরজন্মে ঐরূপ জন্ম হয়। কামনা থাক্‌তে, ভোগ-লালসা থাক্‌তে মুক্তি নাই। ভোগ-লালসা থাকা ভাল নয়; আমি তাই জন্য যা-যা মনে উঠ্‌তো, অমনি ক'রে নিতাম।

২১। ক্ষণকাল তাঁর সঙ্গে যোগ হ'লেই মুক্তি। আন্তরিক তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্‌লে তাঁতে মন হয় ;— ঈশ্বরের পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়।

২২। যোগীর মন সর্ব্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে,— সর্ব্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফেলে ; চক্ষু দেখ্‌লেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে ; সব মনটা সেই ডিমের দিকে ; উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে।

২৩। যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'র্‌তে চেষ্টা করে ; উদ্দেশ্য—জীবাত্মা পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয়, ও পরমাত্মাতে মন স্থির ক'র্‌তে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জ্জনে, স্থির আসনে অনন্যমন হ'য়ে ধ্যান, চিন্তা করে।

২৪। যোগী দুই প্রকারঃ—বহূদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ ক'রে বেড়াচ্ছে, যার মনে এখনও শান্তি হয় নাই, তাকে বহূদক বলে। যে যোগী সব ঘুরে মন স্থির ক'রেছে,—যার শান্তি হ'য়ে গেছে, সে এক জায়গায় আসন ক'রে বসে, আর নড়ে না। সেই এক স্থানে বসেই তার আনন্দ। তার তীর্থে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না। যদি সে তীর্থে যায়, সে কেবল উদ্দীপনের জন্য।

২৫। একটু উদ্দীপন হচ্ছে ব'লে চুপ ক'রে থেকো

না। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে,—রূপার খনি, সোনার খনি, হীরা, মাণিক। একটু উদ্দীপন হ'য়েছে ব'লে মনে ক'রো না যে সব হ'যে গেছে। যেখানে শান্তি, সেইখানে 'তিষ্ঠ'। পায়ে বন্ধন থাক্‌লে কি হ'বে? মন নিয়ে কথা। মনেই বদ্ধ, মুক্ত। মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে। কেবল অভ্যাস যোগ।

২৬। অভ্যাস যোগ? ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা চিঁড়ে বেচে। তারা কত দিক সাম্‌লে কাজ করে শুন। ঢেঁকির পাট প'ড়ছে, এক হাতে ধানগুলি ঠেলে দিচ্ছে, আর একহাতে ছেলেকে কোলে ক'রে মাই দিচ্ছে। আবার খদ্দের এসেছে। ঢেঁকি এদিকে পড়্‌চে আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও চ'লছে। খদ্দেরকে ব'ল্‌ছে, "তা হ'লে তুমি যে কয় পয়সা ধার আছে সে কয় পয়সা দিয়ে যেও, আর জিনিস ল'য়ে যেও।" দেখ, ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি প'ড়্‌ছে, ধান চেলে দেওয়া, ও কাঁড়া ধান তোলা, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, একসঙ্গে ক'র্‌ছে। এরই নাম অভ্যাস যোগ।

২৭। অভ্যাসযোগের দ্বারা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়, গীতায় একথা আছে। অভ্যাস-দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে। তখন ইন্দ্রিয়-

সংযম ক'র্‌তে—কাম, ক্রোধ বশ ক'র্‌তে—কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ হাত পা টেনে নিলে আর বাহির করে না। কুড়ুল দিয়ে চারখানা ক'রে কাট্‌লেও আর বাহির করে না।

২৮। এই মায়া জীব জগৎ পার হ'য়ে গেলে তবে নিত্যতে পৌঁছান যায়। নাম-ভেদ হ'লে তবে সমাধি হয়। ওঁকার সাধন ক'র্‌তে ক'র্‌তে নাম-ভেদ হয় আর সমাধি হয়।

২৯। শব্দ ব্রহ্ম, ঋষি-মুনিরা ওই শব্দ লাভের জন্য তপস্যা করতেন, সিদ্ধ হ'লে শুন্‌তে পায়, নাভি থেকে ঐ শব্দ আপনি উঠ্‌ছে—অনাহত শব্দ। এক মতে শুধু শব্দ শুন্‌লে কি হ'বে? দূর থেকে শব্দ কল্লোল শোনা যায়। সেই শব্দ কল্লোল ধ'রে গেলে সমুদ্রে পৌঁছান যায়। যে কালে কল্লোল আছে সে কালে সমুদ্রও আছে। অনাহত ধ্বনি ধ'রে ধ'রে গেলে তার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। তাকেই পরমপদ বলেছে। 'আমি' থাক্‌তে ওরূপ দর্শন হয় না। যেখানে 'আমি'ও নাই, 'তুমি'ও নাই, একও নাই অনেকও নাই, সেই খানেই এই দর্শন।

ধ্যান-তত্ত্ব।

১। পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যান চেয়ে ভাব বড়, ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। প্রেম হ'লে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল।

২। ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে।

৩। হৃদয় ডঙ্কাপেটা জায়গা। হৃদয়ে ধ্যান হ'তে পারে, অথবা সহস্রারে ; এগুলি আইনের ধ্যান—শাস্ত্রে আছে। তবে তোমার যেখানে অভিরুচি ধ্যান ক'রতে পার। সব স্থানই ত ব্রহ্মময়। কোথায় তিনি নাই? যখন বলির কাছে তিন পায় নারায়ণ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল ঢেকে ফেল্লেন, তখন কি কোনও স্থান বাকী ছিল? গঙ্গাতীরও যেমন পবিত্র, আবার যেখানে খারাপ মাটি আছে, সেও তেমনি পবিত্র। আবার আছে, এসমস্ত তাঁরই বিরাট মূর্ত্তি।

৪। আর এক আছে ধ্যান ;—সহস্রারে শিব বিশেষরূপে আছেন, তাঁর ধ্যান। শরীর সরা ; মন

বুদ্ধি জল। এই জলে সেই সচ্চিদানন্দ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্ব-সূর্য্য ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে সত্য সূর্য্য তাঁর কৃপায় দর্শন হয়।

৫। তাঁকে চিন্তা যত ক'র্‌বে ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কম্‌বে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে ততই বিষয় বাসনা কম প'ড়ে আস্‌বে,—ততই দেহের সুখের দিকে নজর কম্‌বে,—পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে,—নিজের স্ত্রীকে ধর্ম্মের সহায়, বন্ধু বোধ হবে;—পশুভাব চ'লে যাবে, দেবভাব আস্‌বে। সংসারে একবারে অনাসক্ত হ'য়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাক, জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াবে।

৬। ধ্যানের অবস্থা কি রকম জান? মনটি হ'য়ে যায় তৈলধারার ন্যায়;—এক চিন্তা, ঈশ্বরের; অন্য কোনও চিন্তা তার ভিতর আসবে না।

৭। ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ, মাথায় পাখী ব'স্‌বে, 'জড়' মনে ক'রে। চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়। কথা কচ্ছে, তবুও ধ্যান হয়। যেমন মনে কর—একজনের দাঁতে ব্যামো আছে, কন্‌কন্ করে।

৮। ধ্যান ক'র্‌বার সময় তাঁতে মগ্ন হ'তে হয়। উপর উপর ভাস্‌লে কি জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায়?

৯। গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়; ধ্যানে একাগ্রতা হয়; অন্য কিছু দেখা যায় না, শুনাও যায় না, স্পর্শবোধ পর্য্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চ'লে যায়, জান্‌তে পারে না। যে ধ্যান করে, সেও বুঝ্‌তে পারে না; সাপটাও জান্‌তে পারে না।

১০। গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের কাজ সব বন্ধ হ'য়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না; যেন বা'র বাড়ীতে কপাট প'ড়্‌লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটী বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—বাহিরে প'ড়ে থাক্‌বে। ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সাম্‌নে আসে। গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না। বাহিরে প'ড়ে থাকে।

১১। দেখ ধ্যান ক'র্‌তে ব'স্‌বার আগে একবার (আপনাকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বলছি? এখানকার উপর তোদের বিশ্বাস আছে কি না? 'একে ভাবলেই তাঁকে (ভগবানকে) মনে প'ড়ে যাবে। ঐ যে গো, যেমন গরুর পাল দেখ্‌লেই রাখালকে মনে পড়ে, ছেলেকে দেখ্‌লেই তার বাপের কথা মনে পড়ে, উকিল দেখ্‌লেই কাছারির কথা মনে পড়ে, সেইরকম, বুঝ্‌লে কি না? মন নানান্ জায়গায় ছড়িয়ে থাকে কিনা। একে ভাব্‌লেই মনটা এক

জায়গায় গুটিয়ে আস্‌বে, আর সেই মনে ঈশ্বরকে চিন্তা ক'র্‌লে তাতে ঠিক ঠিক ধ্যান লাগ্‌বে।

১২। দেখ, আমি তখন তখন ভাবতুম্‌, ভগবান্‌ যেন সমুদ্রের জলের মত সব জায়গা পূর্ণ ক'রে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ; সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবছি, ভাস্‌ছি, সাঁতার দিচ্ছি; আবার কখনও মনে হ'তো, আমি যেন একটি কুম্ভ, সেই জলে ডুবে র'য়েছি; আর আমার ভিতরে বাহিরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হ'য়ে রয়েছেন।

১৩। ন্যাংটা জ্ঞানীর ধ্যানের কথা ব'লত। জলে জল, অধো ঊর্দ্ধ পরিপূর্ণ; জীব যেন মীন, সেই জলে আনন্দে সাঁতার দিচ্ছে; ঠিক ধ্যান হ'লে এইটি সত্য সত্য দেখ্‌বে। অনন্ত সমুদ্র; জলের অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট র'য়েছে; বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে, অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটি কি? ঘট আছে ব'লে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে; অন্তর বাহির বোধ হচ্ছে। 'আমি' ঘট থাক্‌লে এই বোধ হয়। ঐ আমিটি যদি যায়, তাহ'লে যা আছে তাই, মুখে বলবার কিছু নাই।

১৪। জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? অনন্ত আকাশ; তাতে পাখী আনন্দে উড়্‌ছে, পাখা বিস্তার

ক'রে। চিদাকাশ, আত্মা পাখী খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়ছে; আনন্দ ধরে না।

১৫। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। সে ধ্যানে যা কিছু দেখছ, শুনছ, লীন হ'য়ে যাবে; কেবল স্ব-স্বরূপ চিন্তা। সেই স্বরূপ চিন্তা ক'রে শিব নাচেন। "আমি কি" "আমি কি" এই ব'লে নাচেন। একে বলে শিবযোগ। ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি রাখতে হয়। নেতি নেতি ক'রে জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা।

১৬। আর এক আছে বিষ্ণুযোগ। নাসাগ্রে দৃষ্টি; অর্দ্ধেক জগতে, অর্দ্ধেক অন্তরে। সাকার ধ্যানে এইরূপ হয়।

১৭। তাঁকে ধ্যান ক'রতে হ'লে প্রথমে উপাধি-শূন্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করা উচিত। তিনি নিরুপাধি; বাক্য মনের অতীত। কিন্তু এ ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন। তিনি মানুষে অবতীর্ণ হন; তখন ধ্যানের খুব সুবিধা। মানুষের ভিতর নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে; অথবা সার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিস দেখছি।

১৮। সব কাজ ফেলে সন্ধ্যার সময় তোমরা তাঁকে ডাকবে। অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে। সব এই

দেখা যাচ্ছিল, কে এরূপ ক'র্‌লে? মুসলমানেরা, দেখ, সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে নমাজটি প'ড়্‌বে।

১৯। স্মরণ মনন থাক্‌লেই হ'লো। ইহাতেই ধ্যান হয়। বিষয়ীদের পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। যারা ভগবান বই জানে না, তারা নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্ব্বদাই 'রাম ওঁ রাম' জপ করে। জ্ঞান পথের লোকেরা 'সোঽহং'ও জপ করে। কারও কারও সর্ব্বদাই জিহ্বা নড়ে। সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত।

২০। ধ্যান কর্‌বার সময় ভাব্‌বে যেন মনকে রেশমের রশি দিয়ে ইষ্টের পাদপদ্মে বেঁধে রাখছ, যেন সেখান থেকে আর কোথাও যেতে না পারে। রেশমের দড়ি বল্‌ছি কেন? সে পাদপদ্ম যে বড় নরম; অন্য দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌লে লাগ্‌বে—তাই। ধ্যান কর্‌বার সময় ইষ্ট চিন্তা ক'রে তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাক্‌তে হয়? কতকটা মন সেইদিকে সর্ব্বদা রাখ্‌বে। দেখেছো ত, দুর্গাপূজার সময় একটা যাগ্‌প্রদীপ জ্বাল্‌তে হয়;—ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা একটা জ্যোৎ (জ্যোতিঃ) রাখ্‌তে হয়; সেটাকে নিভ্‌তে দিতে নাই। নিভ্‌লে গেরস্তোর অকল্যাণ হয়। সেই রকম হৃদয়পদ্মে ইষ্টকে এনে বসিয়ে তাঁর চিন্তারূপ যাগ্‌প্রদীপ

সর্ব্বদা জ্বেলে রাখ্‌তে হয়। সংসারের কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মাঝে মাঝে ভিতরে চেয়ে দেখতে হয় সে প্রদীপটা জ্বল্‌ছে কি না।

২১। ওগো, তখন তখন ইষ্ট চিন্তা কর্‌বার আগে ভাবতুম্ যেন মনের ভিতরটা বেশ ক'রে ধুয়ে দিচ্ছি; মনের ভিতর নানান্ আবর্জ্জনা, ময়লা, মাটি (চিন্তা, বাসনা, ইত্যাদি) থাকে কি না। সেগুলো সব বেশ ক'রে ধুয়ে ধেয়ে সাফ ক'রে তার ভিতর ইষ্টকে এনে বসাচ্ছি। এই রকম ক'রো।

২২। যদি বল, কোন্ মূর্ত্তির চিন্তা ক'রবো; যে মূর্ত্তি ভাল লাগে, তারই ধ্যান ক'র্‌বে। কিন্তু জান্‌বে যে, সবই এক। কারও উপর বিদ্বেষ ক'রতে নাই। শিব, কালী, হরি,—সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে এক ক'রেছে সেই ধন্য। বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল।

২৩। ঈশ্বর চিন্তা যত লোকে টের না পায়, ততই ভাল।

সত্যকথা।

১। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, সে সত্যের ভগবানকে পায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও মিথ্যা হ'তে দেন না।

২। যারা বিষয়কর্ম্ম করে,—আফিসের কাজ, কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত। সত্য কথা কলির তপস্যা।

৩। সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট্ ক'রে ধ'রে থাক্‌লে ভগবান লাভ হয়! সত্যে আঁট্ না থাক্‌লে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি এই ভেবে যদিও কখনও ব'লে ফেলি যে বাহ্যে যাবো, যদি বাহ্যে নাও পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই, পাছে সত্যের আঁট যায়। সব মাকে দিতে পার্‌লুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।

৪। সংসারে থাক্‌তে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যেতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। রামের

বাড়ী গেলুম ক'লকাতায় ; বলে ফেলেছি 'লুচি খাব না।' যখন খেতে দিলে, তখন আবার ক্ষিদে পেয়েছে ; কিন্তু লুচি খাব না ব'লেছি ; তখন মিঠাই দিয়ে পেট ভরাই।

সরলতা।

১। সরল না হ'লে ঈশ্বরে চট্ ক'রে বিশ্বাস হয় না। বিষয়-বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাক্‌লে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব।

২। বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ না ক'র্‌লে চৈতন্যই হয় না। ভগবান লাভ হয় না। বিষয়-বুদ্ধি থাক্‌লেই কপটতা হয়। সরল না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না।

৩। সরলভাবে ডাক্‌লে তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। ছোক্‌রাদের অত ভালবাসি কেন, জান? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়—ঠাকুর সেবায় চলে। জ'লো দুধ অনেক জ্বাল দিতে হয়,—অনেক কাঠ পুড়ে যায়! ছোক্‌রারা যেন নূতন হাঁড়ি—পাত্রি ভাল,—দুধ নিশ্চিন্ত হ'য়ে রাখা যায়। তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না। দই পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখ্‌তে ভয় হয়, পাছে দুধ নষ্ট হ'য়ে যায়।

৪। সরলতা পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপস্যা না ক'র্‌লে হয় না। কপটতা, পাটোয়ারি, এসব থাক্‌তে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। দেখ্‌ছ না, ভগবান যেখানে অবতার হ'য়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ—শ্রীকৃষ্ণের বাবা—কত সরল। লোকে বলে, "আহা কি স্বভাব ঠিক যেন নন্দ ঘোষ!"

৫। সরল হ'লে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়! সরল হ'লে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়। পাটকরা জমি—যাতে কাঁকর কিছু নাই—তাতে বীজ পড়লেই গাছ হয়—আর শীঘ্র ফল হয়।

৬। সরল হ'লে শীঘ্র ঈশ্বর লাভ হয়। কয়জনের জ্ঞান হয় না, ১ম,—যার বাঁকা মন, সরল নয়; ২য়,—যার শুচিবাই; ৩য়,—যারা সংশয়াত্মা।

বিশ্বাস।

১। তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'র্‌তে হয়—আমাকে ভক্তি, বিশ্বাস দাও। বিশ্বাস হ'য়ে গেলেই হ'লো। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই। বিশ্বাসের কত জোর, তা ত শুনেছ। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধ্‌তে হ'লো; কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে প'ড়ল।

২। বালকের মত বিশ্বাস না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা ব'লেছেন, 'ও তোর দাদা।' বালকের অমনি বিশ্বাস যে 'ও আমার ষোল আনা দাদা।' মা ব'লেছেন, 'জুজু আছে।' তো ষোল আনা বিশ্বাস যে ওঘরে জুজু আছে। এইরূপ বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখ্‌লে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

৩। কর্ম্ম কর্‌তে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই। সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে ক'রে আনন্দ হয়; তবে সেই ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নীচে একঘড়া মোহ'র

আছে,—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস প্রথমে চাই। ঘড়া মনে ক'রে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়। তারপর খোঁড়ে। খুঁড়্তে খুঁড়্তে ঠং শব্দ হ'লে আনন্দ পাবে। তারপর ঘড়ার কানা দেখা যায়। তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এই রকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়্তে থাকে।

৪। ইনিই আমার ইষ্ট,—এইটি ষোল আনা বিশ্বাস যদি হয়, তাঁকে লাভ হয়,—দর্শন হয়। আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল।

৫। তাঁর কৃপায় তাঁকে এ জন্মেই পাব,—এখনই পাব,—মনে এই রকম জোর রাখ্তে হয়, বিশ্বাস রাখ্তে হয়। তা না হ'লে কি হয়?

৬। বিশ্বাস করো, নির্ভর করো,—তাহ'লে নিজের কিছু ক'র্তে হবে না। মা কালী সব ক'র্বেন।

৭। সাধন বড় দরকার। তবে হবে না কেন? ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, তা হ'লে আর বেশী খাট্তে হয় না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

৮। প্রধান কথা, বিশ্বাস। "যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।" বিশ্বাস হ'য়ে গেলে আর ভয় নাই। অনেকের গুরুর প্রয়োজন আছে। তবে গুরু-বাক্যে বিশ্বাস ক'র্তে হয়। গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান ক'র্লে তবে হয়।

৯। অন্ধ বিশ্বাসটা কাকে বলিস্? আমাকে বোঝাতে পারিস্? বিশ্বাসের ত সবটাই অন্ধ। বিশ্বাসের আবার চক্ষু কি? হয় বল্ 'বিশ্বাস', আর নয় বল্ 'জ্ঞান'। তা নয়, বিশ্বাসের ভিতর আবার কতকগুলো অন্ধ, আর কতকগুলোর চোক আছে, এ আবার কি রকম?

১০। বিশ্বাস যত বাড়্বে জ্ঞানও তত বাড়্বে। যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক ছিড়িক ক'রে দুধ দেয়; আর যে গরু শাক, পাতা খোসা, ভূষী, জাব, যা দাও, গব্‌গব্ ক'রে খায়, সে গরু হুড়্‌হুড়্ ক'রে দুধ দেয়।

১১। শাক্তদের বিশ্বাস,—কি একবার কালীনাম, দুর্গানাম ক'রেছি, একবার রাম নাম ক'রেছি,—আমার আবার পাপ! বৈষ্ণবদের বড় দীনহীন ভাব, যারা কেবল মালা জপে, কেঁদে ককিয়ে বলে, 'হে কৃষ্ণ, দয়া কর,— আমি অধম, আমি পাপী'। এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই যে তাঁর নাম ক'রেছি, আমার আবার পাপ! রাত দিন হরিনাম ক'রে, আবার বলে 'আমায় পাপ'।

১২। বিশ্বাস নাই অথচ পূজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্ম্ম ক'র্‌ছে, তাতে কিছুই হয় না।

১৩। যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহা-

পাতক করে,—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হ'তে পারে। সে যদি বলে আর আমি এমন কাজ ক'রব না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।

ব্যাকুলতা।

১। অনুরাগ হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়। খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হ'লে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়। বালকের মত বিশ্বাস,—বালক মাকে দেখ্‌বার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হ'লো, ত অরুণ উদয় হ'লো। তারপর সূর্য্য উঠ্‌বেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।

২। আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জান্‌তে চাইবে, তারই হ'বে। হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছুই চায় না, তারই হবে।

৩। ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হবে, যেমন ব্যাকুল হ'য়ে 'বৎসের পিছে গাভী ধায়'। ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদ। আর বিবেক বৈরাগ্য এনে যদি কেউ সর্ব্বত্যাগ ক'র্‌তে পারে, তাহ'লে সাক্ষাৎকার হবে। সে ব্যাকুলতা এলে উন্মাদের অবস্থা হয়; তা জ্ঞান পথেই থাক, আর ভক্তি পথেই থাক। দুর্ব্বাসার জ্ঞানোন্মাদ হ'য়েছিল।

৪। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছা কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাক্‌তে জানে; মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে। কখন হেঁসেলে, কখন মাটির উপর, কখন বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হ'লে সে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে; আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।

৫। ব্যাকুলতা চাই। যখন ছেলে বিষয়ের ভাগের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে, তখন বাপ মা দুজনে পরামর্শ করে,—আর ছেলেকে আগেই হিস্যা ফেলে দেয়। ব্যাকুল হ'লে তিনি শুন্‌বেন্‌ই শুন্‌বেন্। তিনি যে কালে জন্ম দিয়েছেন, সে কালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। তিনি আপনার বাপ, আপনার মা: তাঁর উপর জোর খাটে; "দাও পরিচয়, নয় গলায় ছুরি দিব" আমি মা ব'লে এইরূপে ডাক্‌তাম,—মা, আনন্দময়ি, দেখা দিতে যে হবে। আবার কখনও বল্‌তাম, "ওহে দীননাথ, জগন্নাথ, আমি ত জগৎছাড়া নই নাথ। আমি জ্ঞানহীন, সাধনহীন; আমি কিছুই জানি না; দয়া ক'রে দেখা দিতে হবে।

৬। ভোগান্ত না হ'লে ব্যাকুলতা হয় না। কামিনী-কাঞ্চনের ভোগ যেটুকু আছে, সেটুকু তৃপ্তি না হ'লে

জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন খেলায় মত্ত হয়, তখন মাকে চায় না ; খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে তখন বলে “মা যাব।” যারা নিত্যসিদ্ধ, তাদের সংসারে ঢুক্‌তে হয় না ; তাদের ভোগের বাসনা জন্ম থেকেই মিটে গেছে।

৭। মা’র কাছে ব্যাকুল হ’য়ে ডাক। তাঁর দর্শন হ’লে বিষয়রস শুকিয়ে যাবে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাক্‌লে এক্ষনি হয়। তিনি ত ধর্ম্ম মা নন ; তিনি আপনারই মা। ব্যাকুল হ’য়ে মা’র কাছে আব্দার কর। তিনি অবশ্য দেখা দিবেন।

৮। এই কর্ম্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ কর্ম্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। তবে ব্যাকুল হ’য়ে কিছু কর্ম্ম ক’রে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাক্‌লে তাঁর কৃপা হয়।

৯। এত তীর্থ, এত জপ ক’রে হয় না কেন? ব্যাকুলতা নাই। ব্যাকুল হ’য়ে তাঁকে ডাক্‌লে তিনি দেখা দেন। যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ করে। তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। তার পর নারদ ঋষি যখন ব্যাকুল হ’য়ে বৃন্দাবনে এসে বীণা বাজাতে বাজাতে ডাকে, আর বলে “প্রাণ হে গোবিন্দ মম

জীবন।” তখন কৃষ্ণ আর থাক্‌তে পারেন না। রাখালদের সঙ্গে সামনে আসেন, আর বলেন, “ধবলী রও, ধবলী রও।”

১০। যে পথেই থাক, ব্যাকুল হ’য়ে তাঁকে ডাকা চাই। তিনিত অন্তর্য্যামী। সে আন্তরিক ডাক শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। ব্যাকুল হয়ে সাকার বাদীর পথেই যাও, আর নিরাকার বাদীর পথেই যাও, তাঁকেই পাবে। মিছরীর রুটী,—সিধে ক’রেই খাও, আর আড়্ ক’রেই খাও মিষ্ট লাগ্‌বে।

১১। তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হ’য়ে প্রার্থনা কর যাতে অনুকুল হাওয়া বয়,—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হ’য়ে ডাক্‌লে তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। সব সুযোগ ক’রে দেবেন। সাধুসঙ্গ, বিবেক সদ্‌গুরু-লাভ, হয় ত একজন বড় ভাই সংসারের ভার নিলে, হয় ত স্ত্রীটী বিদ্যাশক্তি, বড় ধার্ম্মিক, কি বিবাহ আদপেই হ’ল না, সংসারে বদ্ধ হ’তে হ’লো না, এই সব যোগাযোগ হ’লে হ’য়ে যায়।

১২। ব্যাকুল হ’য়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক’র্‌বেন।

১৩। একজন জিজ্ঞাসা ক’রেছিলো, “ঈশ্বরকে কেমন ক’রে পাওয়া যায়?” গুরু বল্লে, “এসো আমার

সঙ্গে ; তোমাকে দেখিয়ে দিই, কি হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।" এই ব'লে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধ'র্‌লে। খানিকক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, 'তোমার প্রাণটা কি রকম হচ্ছিলো ?' সে বল্লে, 'প্রাণ যায় যায় হচ্ছিলো।'

১৪। ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটু বাটু ক'র্‌লে জান্‌বে যে, দর্শনের আর দেরী নাই। অরুণ উদয় হ'লে,—পূর্ব্বদিক লাল হ'লে বুঝা যায়, সূর্য্য উঠ্‌বে।

১৫। ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'লো। তার পর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর-দর্শন। তিনটান হ'লে, তবে তিনি দেখা দেন,—বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারুর একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ ক'র্‌তে পারে। কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে হবে।

১৬। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর জন্য কাঁদ্‌তে পার ? লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য, একঘটী কাঁদে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে ? যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্না বান্না, বাড়ীর কাজ সব

করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না, চুষি ফেলে চীৎকার ক'রে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড়্‌দুড়্‌ ক'রে এসে ছেলেকে কোলে নেয়।

ঈশ্বর-দর্শন

১। দেখ অমৃত সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোনও প্রকারে হোক্ এ সাগরে প'ড়্তে পার্লেই হ'লো। মনে কর, অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোনও রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়্লেই অমর হবে; তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্,—একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন ক'র্লেই তুমি অমর হবে। অনন্ত পথ। তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।

২। কৃপা হ'লেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞান-সূর্য্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে। তবেই আমরা পরস্পরকে জান্তে পারছি, আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জ্জন কর্ছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তাহ'লে দর্শনলাভ হয়।

৩। সার্জ্জেণ্ট্ সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে ক'রে বেড়ায়। তার মুখ কেউ দেখ্‌তে পায় না; কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখ্‌তে পায়; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখ্‌তে পায়। যদি কেউ সার্জ্জেণ্ট্‌কে দেখ্‌তে চায়, তাহ'লে তাকে প্রার্থনা কর্‌তে হয়;—ব'ল্‌তে হয় সাহেব, কৃপা ক'রে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও; তোমাকে একবার দেখি। ঈশ্বরকে প্রার্থনা ক'র্‌তে হয়, 'ঠাকুর কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধরো, আমি তোমায় দর্শন করি।' ঘরে যদি আলো না জ্বলে, সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন। তাই হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বাল্‌তে হয়। "জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।"

৪। তাঁকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে একটি প্রেমের শরীর হয়; তাঁর প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়; আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়; এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়। ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা হ'লে, তবেই ত চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হ'লে, তবেই চারিদিক হ'ল্‌দে দেখা যায়। তখন আবার

'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। তাঁকে রাতদিন চিন্তা ক'র্‌লে, তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়। যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিকে শিখাময় দেখা যায়।

৫। নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌তে পার্‌লে, ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, আবার তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি।

৬। আর এক আছে—প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছে, সে প্রবর্ত্তকের থাক। সে সব লোক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে। সাধক আরও এগিয়ে গেছে। তার লোক দেখান ভাব ক'মে যায়। সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়,—আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। সিদ্ধ কে? যাঁর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হ'য়েছে যে ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব ক'র্‌ছেন। যিনি ঈশ্বরকে দর্শন ক'র্‌ছেন! 'সিদ্ধের সিদ্ধ' কে? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রেছেন। শুধু দর্শন নয়, কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে, তাঁর

সঙ্গে আলাপ করে। কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে এই বিশ্বাস, আর, কাঠ থেকে আগুন বার ক'রে ভাত রেঁধে খেয়ে শান্তি আর তৃপ্তি লাভ করা,—দুই ভিন্ন জিনিস। ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে।

৭। কর্ম্ম চাই, তবে দর্শন হয়; একদিন ভাবে হালদার পুকুর দেখলুম। দেখি, একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্ছে, আর হাতে তুলে এক একবার দেখ্‌ছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেল্‌লে জল দেখা যায় না। কর্ম্ম না কর্‌লে ভক্তি লাভ হয় না,—ঈশ্বরদর্শন হয় না। ধ্যান, জপ, এই সব কর্ম্ম; তাঁর নামগুণ-কীর্ত্তনও কর্ম্ম। দান, যজ্ঞ এই সবও কর্ম্ম। মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাত্‌তে হয়, তারপর নির্জ্জনে রাখ্‌তে হয়। তারপর দই বস্‌লে পরিশ্রম ক'রে মন্থন ক'র্‌তে হয়; তবে মাখন তোলা হয়!

৮। জপ থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। নির্জ্জনে, গোপনে তাঁর নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে তাঁর কৃপা হয়। তারপর দর্শন হয়। যেমন জলের ভিতর ডুবানো বাহাদুরি কাঠ আছে; তীরেতে শিকল দিয়ে বাঁধা। সেই শিকলের এক এক পাপ্‌ ধ'রে ধ'রে গেলে শেষে বাহাদুরি কাঠকে স্পর্শ করা যায়।

৯। সাধনের খুব দরকার। ফস্ ক'রে কি আর ঈশ্বরদর্শন হয়? একজন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, 'কই, ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাই না কেন?' তা মনে উঠ্‌লো, বল্লুম, 'বড় মাছ ধ'র্‌বে, তার অয়োজন কর;—চার কর, হাতস্থতো, ছিপ, এ সব যোগাড় কর। গন্ধ পেয়ে গভীর জল থেকে মাছ আস্‌বে। তখন জল নড়্‌লে টের পাবে, বড় মাছ এসেছে।' 'ঈশ্বর আছেন' 'ঈশ্বর আছেন', বল্লে কি ঈশ্বরকে দেখা যায়? সাধন চাই। নিজে ভগবতী পঞ্চমুণ্ডীর উপর ব'সে কঠোর তপস্যা ক'রেছিলেন,—লোকশিক্ষার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম। তিনিও রাধাযন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা ক'রেছিলেন।

১০। যখন দেখ্‌বে ঈশ্বরের নাম ক'র্‌তেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জান্‌বে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চ'লে গেছে, ঈশ্বরলাভ হ'য়েছে। দেশলাই যদি শুক্‌নো হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে, আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘস্‌লেও কিছু হয় না। কেবল কাঠিগুলো ফেলা যায়। বিষয়রসে র'সে থাক্‌লে, কামিনী-কাঞ্চনরসে মন ভিজে থাক্‌লে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না। হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম! বিষয়-রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।

১১। তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তিরূপিনী তাঁকে প্রসন্ন ক'র্‌তে হয়। তিনিই মহামায়া, জগৎকে মুগ্ধ ক'রে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ক'রছেন। তিনি অজ্ঞান ক'রে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে প'ড়ে থাক্‌লে বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায়। সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জান্‌তে পারা যায় না। তাই পুরাণ কথা আছে—চণ্ডীতে—মধুকৈটভ বধের সময় দেবতারা মহামায়ার স্তব ক'রছেন।

১২। শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা,—দুই আছে;—অবিদ্যা মুগ্ধ করে। অবিদ্যা—যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন,—মুগ্ধ করে। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম—ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়। সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন ক'র্‌তে হবে। তাই শক্তির পূজাপদ্ধতি। তাঁকে প্রসন্ন কর্‌বার জন্য —নানাভাবে পূজা করা হয়। দাসীভাব, সখিভাব, বীরভাব, 'সন্তানভাব। বীরভাব,—অর্থাৎ রমণ দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা। শক্তি সাধনা। সব ভারি উৎকট সাধনা ছিল, চালাকি নয়।

আমি মা'র দাসীভাবে, সখিভাবে দুইবৎসর ছিলাম। আমার কিন্তু সন্তানভাব। স্ত্রীলোকের স্তন মাতৃস্তন

মনে করি। মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলাদেশে জাঁতি থাকে অর্থাৎ ঐ শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন ক'র্‌বে। এটি বীর ভাব। আমি বীরভাবে পূজা করি নাই ; আমার সন্তান ভাব। কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই, বর বোকাটি পেছনে ব'সে থাকে, কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।

১৩। তাঁকে লাভ ক'র্‌তে হ'লে একটা ভাব আশ্রয় ক'র্‌তে হয়,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর। শান্ত,—ঋষিদের ছিল ; তাদের অন্য কিছু ভোগ ক'র্‌বার বাসনা ছিল না। দাস্য,—যেমন হনুমানের ; রামের কাজ কর্‌বার সময় সিংহতুল্য। স্ত্রীরও দাস্যভাব থাকে ; স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মা'র কিছু কিছু থাকে ; যশোদার ছিল। সখ্য,—যেমন বন্ধুর ভাব ; এস, এস, কাছে এসে বস। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখনও এঁটো ফল এনে খাওয়াচ্ছে, কখনও ঘাড়ে চড়্‌ছে। বাৎসল্য,—যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে ; স্বামীকে প্রাণ চিঁড়ে খাওয়ায়। ছেলেটি পেট ভ'রে খেলে, তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা কৃষ্ণ খাবেন ব'লে, ননী হাতে ক'রে বেড়াতেন। মধুর,—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুর ভাব। এ ভাবের

ভিতরে সকল ভাবই আছে,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।

১৪। ঈশ্বর কল্পতরু। তাঁর কাছে গিয়ে যে যা চাইবে, তাই পাবে। কিন্তু কল্পতরুর কাছে থেকে চাইতে হয়, তবে কথা থাকে। তবে একটি কথা আছে, তিনি ভাবগ্রাহী,—যে যা মনে ক'রে সাধন করে, তার সেইরূপই হয়। যেমন ভাব, তেমনি লাভ।

১৫। তাঁর পদে সব সমর্পণ কর, তাঁকে আম্মোক্তারি দাও ; তিনি যা ভাল হয় করুন। বড় লোকের উপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখনও মন্দ ক'রবে না। সাধনার প্রয়োজন বটে, কিন্তু দুরকম সাধক আছে। এক রকম সাধকের বানরের ছা'র স্বভাব, আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছা'র স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো ক'রে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে; সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ ক'র্‌তে হবে, এত ধ্যান ক'র্‌তে হবে, এত তপস্যা ক'র্‌তে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা ক'রে ভগবানকে ধ'র্‌তে যায়। বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধ'র্‌তে পারে না। সে প'ড়ে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে ;—মা যা করে। মা কখনও বিছানার উপর রেখে দিচ্ছে, কখনও হেঁসেলে রেখে দিচ্ছে,

কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে রেখে দিচ্ছে। মা তাকে মুখে ক'রে এখানে ওখানে ল'য়ে রাখে। সে নিজে মাকে ধ'র্‌তে জানে না। সেইরূপ কোনও কোনও সাধক নিজে হিসাব ক'রে কোনও সাধন ক'র্‌তে পারে না; এত জপ ক'রব, এত ধ্যান ক'রব, ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কান্না শুনে আর থাক্‌তে পারেন না; এসে দেখা দেন।

১৬। ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক্; কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি! এই সব দেখেই অবাক্! কিন্তু কই, বাগানের মালীক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে ক'জন? বাবুকে খোঁজে তুই একজনা; ঈশ্বরকে ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজ্‌লে তাঁকে দর্শন হয়। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বল্‌ছি, দর্শন হয়। একথা কারেই বা বল্‌ছি, কেই বা বিশ্বাস করে!

১৭। কথাটা এই—সচ্চিদানন্দে প্রেম। কিরূপ প্রেম? ঈশ্বরকে কিরূপ ভালবাস্‌তে হবে? গৌরী বল্‌ত, 'রামকে জান্‌তে গেলে সীতার মত হ'তে হয়।

ভগবানকে জান্‌তে ভগবতীর মত হ'তে হয়। ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা ক'রেছিলেন, সেইরূপ তপস্যা ক'র্‌তে হয়। পুরুষকে জান্‌তে গেলে প্রকৃতি-ভাব আশ্রয় ক'র্‌তে হয়,—সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব।'

১৮। ঈশ্বরকে লাভ কর্‌তে গেলে পাগল হ'তে হয়। তবে কামিনী-কাঞ্চনে মন থাক্‌লে হয় না। কামিনীর সঙ্গে রমণ তাতে কি সুখ আছে? ঈশ্বরকে দর্শন হ'লে রমণ সুখের কোটীগুণ আনন্দ হয়। গৌরী বল্‌তো, 'মহাভাব হ'লে শরীরের সব ছিদ্র, লোমকূপ পর্য্যন্ত মহাযোনি হ'য়ে যায়; এক একটি ছিদ্রে আত্মার সহিত রমণ সুখ বোধ হয়।

১৯। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ ক'রে রেখেছে। "আমি' ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।" যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্ত্তা' এই বোধ হ'য়ে গেল, তা হ'লে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হ'য়ে গেল। তাঁর আর ভয় নাই; এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্য্যকে দেখা যায় না; মেঘ স'রে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহ'লে ঈশ্বর দর্শন হয়। এই দেখ, আমি এই গামছাখানা

দিয়ে মুখের সাম্‌নে আড়াল ক'র্‌ছি; আর আমায় দেখ্‌তে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে; তবু এই মায়া আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না। আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছে ব'লে লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পান নাই। জীব ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হ'য়ে প'ড়েছে; আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

২০। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে ভগবান দর্শন হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, এ সব জয় ক'র্‌লে তবে তাঁর কৃপা হয়; তখন দর্শন হয়।

২১। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হ'য়ে আছে; মনে ময়লা প'ড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাক্‌লে আর চুম্বুকে টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেল্‌লে তখন চুম্বুকে টানে। মনের ময়লা তেমনি চখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। 'হে ঈশ্বর, আর অমন কাজ ক'রব না' ব'লে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তা হ'লে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুম্বুক পাথর, মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন। তখন সমাধি হয়। ঈশ্বর দর্শন হয়।

২২। যতক্ষণ অহঙ্কার, ততক্ষণ অজ্ঞান। অহঙ্কার থাক্‌তে মুক্তি নাই। গরুগুলো হাম্‌মা হাম্‌মা করে, আর ছাগলগুলো ম্যা ম্যা করে। তাই বলে, ওদের কত যন্ত্রণা। কসাইয়ে কাটে ; জুতো, ঢোলের চামড়া, এই সব তৈয়ার করে। যন্ত্রণার শেষ নাই। হিন্দিতে 'হাম্' মানে 'আমি', আর 'ম্যায়' মানেও 'আমি'। "আমি" "আমি" করে ব'লে কত কর্ম্মভোগ! শেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে ধুনুরীর তাঁত তৈয়ার করে। তখন ধুনুরীর হাতে 'তুঁহু' 'তুঁহু' বলে, অর্থাৎ 'তুমি' 'তুমি'। 'তুমি' 'তুমি' বলার পর তবে নিস্তার ; আর ভুগ্‌তে হয় না।

২৩। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি। একটু কামনা থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ছুঁচের ভিতর সুতো যাওয়া ; একটু রোঁ থাক্‌লে হয় না।

২৪। চৈতন্য না লাভ ক'র্‌লে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে বল্লে হবে না, এই আমি দেখছি, তিনি সব হ'য়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্যলাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ ক'র্‌লে সমাধি হয়। মাঝে মাঝে দেহ ভুল হ'য়ে যায়। কামিনী-কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না। ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না। বিষয়

কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়। চৈতন্যলাভ কর্‌লে তবে চৈতন্যকে জান্‌তে পারা যায়।

২৫। চৈতন্যকে চিন্তা ক'র্‌লে অচৈতন্য হয় না। তাঁর কৃপা না হ'লে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। তাঁর কৃপা হ'লে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধ'রে গেলেও, বরং ছেলে প'ড়্‌তে পারে, কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে, আর ভয় নাই। তিনি কৃপা ক'রে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন, আর দেখা দেন, আর কষ্ট নাই। তবে তাঁকে পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হ'লে, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌তে ডাক্‌তে, সাধনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি ক'র্‌ছে, দেখে মা'র দয়া হয়। মা লুকিয়ে ছিল; এসে দেখা দেয়। তাঁর ইচ্ছা যে খানিক দৌড়াদৌড়ি হয়; তবে আমোদ হয়। তিনি লীলায় এই সংসার রচনা ক'রেছেন। এরই নাম মহামায়া। তাই সেই শক্তিরূপিনী মা'র শরণাগত হ'তে হয়। মায়াপাশে বেঁধে ফেলেছে। এই পাশ ছেদন ক'র্‌তে পা'র্‌লে তবে ঈশ্বর দর্শন হ'তে পারে।

২৬। যিনি ঈশ্বর দর্শন ক'রেছেন, তাঁর দ্বারা আর ছেলে মেয়ের জন্ম দেওয়া,—সৃষ্টির কাজ, হয় না। ধান পুঁত্‌লে গাছ হয়; কিন্তু ধান সিদ্ধ ক'রে পুঁত্‌লে গাছ হয় না। যিনি ঈশ্বর দর্শন ক'রেছেন, তাঁর 'আমিটা'

নাম মাত্র থাকে। সে 'আমি' দ্বারা কোনও অন্যায় কাজ হয় না। নামমাত্র থাকে, যেমন নারিকেলের বেল্লোর দাগ ; বেল্লো ঝড়ে গেছে, এখন কেবল দাগ মাত্র।

২৭। তিনি খুব কান খড়্কে, সব শুন্‌তে পান গো। যত ডেকেছো, সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই দেবেন। অন্ততঃ মৃত্যু সময়েও দেখা দিবেন।

২৮। যতক্ষণ না তাঁকে জান্‌তে পাচ্ছ, ততক্ষণ 'আমি' 'আমি' ক'রছো। সকলে তাঁকে জান্‌তে পার্‌বে। সকলেরই উদ্ধার হবে। তবে কেহ সকাল সকাল খেতে পায়, কেহ দুপুর বেলা, কেউ বা সন্ধ্যার সময়। কিন্তু কেহ অভুক্ত থাক্‌বে না। সকলেই আপনার স্বরূপকে জান্‌তে পার্‌বে।

২৯। ঈশ্বর দর্শন না ক'র্‌লে অহঙ্কার যায় না। যদি কারু অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে।

৩০। ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ আছে! শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন ক'রেছে, তার চারটি লক্ষণ হয় :—(১) বালকবৎ, (২) পিশাচবৎ, (৩) জড়বৎ, (৪) উন্মাদবৎ। যার ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত। কোনও গুণের আঁট

নাই। আবার শুচি, অশুচি, তার কাছে দুই সমান; তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত 'কভু হাসে, কভু কাঁদে', এই বাবুর মত সাজে গোজে, আবার খানিক পরে নেংটা, বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে; তাই উন্মাদবৎ। আবার কখনও বা জড়ের ন্যায় চুপ ক'রে বসে আছে।

৩১। ঈশ্বর দর্শনের পর কখনও কখনও তিনি অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন; যেমন সমাধি অবস্থা। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন; কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই; যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক 'আমি' 'আমি' করে, কিন্তু কারো অনিষ্ট ক'র্‌তে জানে না। পরশমণি ছুঁলে লোহা সোনা হ'য়ে যায়। লোহার তরোয়াল সোণার তরোয়াল হ'য়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কারু অনিষ্ট করে না। সোণার তরোয়ালে মারা, কাটা চলে না।

৩২। ঈশ্বর লাভ ক'র্‌লে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য্য, তাঁর জগতের ঐশ্বর্য্য, ভুল হ'য়ে যায়। তাঁকে দেখ্‌লে তাঁর ঐশ্বর্য্য মনে থাকে না; ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হ'য়ে ভক্তের আর হিসাব থাকে না। হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, 'আজ কি তিথি?' হনুমান বল্লে,

'ভাই, আমি বার, তিথি, নক্ষত্র, এসব জানি না ; আমি এক রাম চিন্তা করি।'

৩৩। ঈশ্বর দর্শনের একটি লক্ষণ,—ভিতর থেকে মহাবায়ু গড়্‌গড়্‌ ক'রে উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।

৩৪। ঈশ্বর দর্শন হ'চ্ছে কিনা, তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ আনন্দ। সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র, উপরে হিল্লোল, নীচে গভীর জল।

৩৫। যিনি ঈশ্বর দর্শন ক'রেছেন, তিনি দেখেন যে, ঈশ্বরই জীব, জগৎ হ'য়ে আছেন। সবই তিনি। এরই নাম উত্তম ভক্ত। যিনি ঈশ্বর দর্শন ক'রেছেন, তাঁর ঠিক বোধ হয়, ঈশ্বরই কর্ত্তা, তিনিই সব ক'র্‌ছেন।

৩৬। দর্শনের কথা কাহাকেও বল্‌তে নাই ; তাহ'লে আর দর্শন হয় না।

৩৭। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ব'লেছিলেন, 'ভাই, যদি দেখ যে, অষ্ট সিদ্ধির একটি সিদ্ধি কারও আছে, তা'হলে জেনো যে সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না। কেন না, সিদ্ধাই থাক্‌লেই অহঙ্কার থাক্‌বে ; আর অহঙ্কারের লেশ থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

৩৮। ঈশ্বর লাভ হবে ব'লে যে যেটা সরলভাবে, প্রাণের সহিত বিশ্বাস ক'রে অনুষ্ঠান করে, সেটাকে

খারাপ ব'ল্‌তে নাই ; নিন্দা ক'র্‌তে নাই। কারু ভাব নষ্ট ক'র্‌তে নাই। কেন না, যে কোনও একটা ভাব, ঠিক ঠিক ধ'র্‌লে, তা থেকেই ভাবময় ভগবানকে পাওয়া যায়। যে যার ভাব ধ'রে তাঁকে ডেকে যা। আর কারও ভাবের নিন্দা করিস্‌ নি, বা অপরের ভাবটা নিজের ব'লে ধ'র্‌তে, নিতে যাস্‌নি।

৩৯। তীব্র বৈরাগ্য হ'লে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। যার তীব্র বৈরাগ্য হয়. তার বোধ হয় সংসার দাবানল! জ্বল্‌ছে! মাগ্‌ ছেলেকে দেখে যেন পাতকুয়া। সে রকম বৈরাগ্য যদি ঠিক ঠিক হয়, তা হ'লে বাড়ী ত্যাগ হ'য়ে পড়ে। শুধু অনাসক্ত হ'য়ে থাকা নয়।

৪০। ভক্তিই সার। ঈশ্বর ত সর্ব্বভূতে আছেন। তবে ভক্ত কাকে বলি? যার মন সর্ব্বদা ঈশ্বরেতে আছে ; আর অহঙ্কার, অভিমান থাক্‌লে হয় না। 'আমি' রূপ ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না, গড়িয়ে যায়। আমি যন্ত্র। সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্ম্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠ্‌তে পার, কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠ্‌তে পার, বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠ্‌তে পার, আর দড়ি দিয়েও উঠ্‌তে পার। আবার একটি আছোলা বাঁশ

দিয়েও উঠ্‌তে পার। যদি বল, ওদের ধর্ম্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে ; আমি বলি, তা থাক্‌লেই বা? সকল ধর্ম্মেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে, আমার ঘড়ীই ঠিক যাচ্ছে। ব্যাকুলতা থাক্‌লেই হ'লো ; তাঁর উপর ভালবাসা, টান—থাক্‌লেই হ'লো। তিনি যে অন্তর্য্যামী। অন্তরের টান, ব্যাকুলতা দেখ্‌তে পান। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।

৪১। প্রথমে একবার পাপ পাপ কর্‌তে হয়, কিসে পাপ থেকে মুক্তি হয়, কিন্তু তাঁর কৃপায় একবার ভালবাসা যদি আসে, একবার রাগভক্তি যদি আসে তাহ'লে পাপ পুণ্য সব ভুল হ'য়ে যায়। তখন আইনের সঙ্গে, শাস্ত্রের সঙ্গে তফাৎ হ'য়ে যায়। অনুতাপ ক'র্‌তে হ'বে, প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হ'বে, এ সব ভাবনা আর থাকে না।

"যেমন বাঁকা নদী দিয়ে অনেক কষ্টে এবং অনেকক্ষণ পরে গন্তব্য স্থানে যাচ্ছ। কিন্তু যদি বন্যে হয় তাহ'লে সোজা পথ দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে গন্তব্য স্থানে পোঁছান যায়। তখন ডাঙ্গাতেই এক বাঁশ জল।

প্রথম অবস্থায় অনেক ঘুরতে হয়, অনেক কষ্ট ক'র্‌তে হয়। রাগভক্তি এলে খুব সোজা। যেমন মাঠের উপর ধানকাটার পর যেদিক দিয়ে ইচ্ছে যাও। আগে

আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হ'ত এখন যেদিক্ দিয়ে ইচ্ছে যাও। যদি কিছু কিছু খড় থাকে—জুতা পায়ে দিয়ে চলে গেলে আর কোন কষ্ট নাই। বিবেক, বৈরাগ্য গুরুবাক্যে বিশ্বাস, এসব থাক্‌লে আর কোন কষ্ট নাই।

সাকার ও নিরাকার

১। ঈশ্বর সাকার বল্লে কি হ'বে ? তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ ক'রে আসেন, এও সত্য, —নানারূপ ধ'রে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার, নিরাকার দুইই ব'লেছে। সগুণও ব'লেছে, নির্গুণও ব'লেছে। কি রকম জান ? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর ; ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হ'য়ে ভাসে, নানারূপ ধ'রে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে, তেমনি ভক্তি হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্ত্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠ্‌লে বরফ গ'লে যায়। আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ, ঊর্দ্ধ, পরিপূর্ণ ; জলে জল।

২। নিরাকার দুরকম আছে ; পাকা ও কাঁচা। পাকা নিরাকার উঁচু ভাব বটে ; সাকার ধ'রে সে নিরাকারে পৌঁছুতে হয়। কাঁচা নিরাকারে চোখ বুঁজ্‌লেই অন্ধকার।

৩। তিনি সাকারও বটে, আবার নিরাকারও বটে। আবার তা ছাড়া আরও কি তা কে জানে? সাকার কেমন জিনিস? যেমন জল আর বরফ। জল জমেই বরফ হয়। বরফের ভিতরে বাহিরে জল। জল ছাড়া বরফ আর কিছুই নয়; কিন্তু দেখ জলের রূপ নাই (একটা কোনও বিশেষ আকার নাই।)। কিন্তু বরফের আকার আছে। তেমনি ভক্তি হিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরের জল জ'মে বরফের মত নানা আকার ধারণ করে।

৪। বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ-টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নাম-রূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ "আমি ভক্ত" এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপদর্শন, আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চোখে দেখ্‌লে ভক্তের 'আমি' অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে। কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব'লে। দূরে ব'লে সূর্য্য ছোট দেখায়। কাছে যাও, তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে ধারণা কর্‌তে পা'র্‌বে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর ব'লে। যেমন দীঘির জল,—দূর থেকে সবুজ, নীল বা কালো বর্ণ দেখায়। কাছে গিয়ে হাতে ক'রে জল তুলে দেখ,

কোনও রং নাই। আকাশ দূরে দেখ্‌লে নীলবর্ণ; কাছে দেখ, কোন রং নাই। তাই বল্‌ছি, বেদান্ত-বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য; ঈশ্বরের নানারূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

৫। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার, আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হ'য়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি একটি জিনিস, জগৎ একটি জিনিস। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি হ'য়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী,—কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার ক'রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, "আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।" জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে ব'ল্‌তে পারে না।

৬। নিরাকার সাধন হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে হয় না। বাহিরে ত্যাগ, আবার ভিতরে ত্যাগ। বিষয়বুদ্ধির লেশ থাক্‌লে হবে না। সাকার সাধনা সোজা; তবে তেমন সোজা নয়। নিরাকার সাধনা জ্ঞানযোগের সাধনা। ভক্তদের

কাছে ব'ল্‌তে নাই। অনেক কষ্টে একটু ভক্তি হ'চ্ছে, সব স্বপ্নবৎ ব'ল্লে ভক্তির হানি হয়।

৭। তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন। অন্তরে তিনিই আছেন, তাই বেদে বলে, "তত্ত্বমসি" (সেই তুমি)। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে নানারূপ, কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই র'য়েছেন; তাই সব নামরূপ বর্ণনা ক'র্‌বার আগে ব'ল্‌তে হয়, "ওঁ তৎসৎ।"

৮। যে ব্যক্তি সদাসর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেইই জান্‌তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে বহুরূপীর নানা রং; আবার কখনও কখনও কোনও রংই থাকে না। অন্যলোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়। ভক্ত যেরূপটি ভালবাসে সেইরূপে তিনি দেখা দেন।

৯। ঈশ্বরলাভ না ক'র্‌তে পার্‌লে এসব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন। একজনের এক গামলা রং ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রং করাতে আস্‌তো। সে লোকটি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তো, "তুমি কি রংএ ছোবাতে চাও?" একজন হয়ত ব'ল্লে, "আমি লাল রংএ ছোবাতে চাই।"

অমনি সেই লোকটি গামলার রংএ সেই কাপড়খানি ছুবিয়ে ব'ল্‌তো, "এই লও তোমার লাল রংএ ছোবান কাপড়।" আর একজন হয়ত ব'ল্লে, "আমার হল্‌দে রংএ ছোবান চাই।" অমনি সেই লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি ছুবিয়ে ব'লতো, "এই লও তোমার হল্‌দে রং।" নীল রংএ ছোবাতে চাইলে আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, "এই লও তোমার নীল রংএ ছোবান কাপড়।" এই রকমে যে যে রংএ ছোবাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রংএ সেই একই গামলা হ'তে ছোবান হ'তো। একজন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌ছিলো। যার গামলা সে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কেমন হে, তোমার কি রংএ ছোবাতে হ'বে?" তখন সে বল্লে, "ভাই, তুমি যে রংএ রঙেছ সেই রং দাও।"

১০। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপ টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে ব'ল্‌বে? যিনি ব'ল্‌বেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ; তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন; মন বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।

১১। তিনি সাকার আবার নিরাকার। একজন

সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন ক'র্‌তে গিয়েছিল। জগন্নাথ দর্শন ক'রে সন্দেহ হ'ল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো, জগন্নাথের গায়ে ঠেকে কি না,—একবার এধার থেকে ওধারে দণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় দেখ্‌লে যে জগন্নাথের গায়ে ঠেক্‌লো না। দেখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই। আবার দণ্ড এধার থেকে ওধার নিয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেক্‌লো। তখন সন্ন্যাসী বুঝ্‌লো যে ঈশ্বর নিরাকার আবার সাকার।

১২। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণা হ'বে, তাঁর নামরূপ নাই। পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার আমার শ্যামা মা যেন ঘাস ফুলের রং। শ্যামা পুরুষ, না প্রকৃতি? যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ! যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।

১৩। নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটি ধ'রে থাক্‌বে।

১৪। সাকার নিরাকার দুই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জান? যেমন রসুনচৌকীর একজন পোঁ ধ'রে থাকে, তার বাঁশীর সাত ফোঁকর সত্ত্বেও। কিন্তু

আর একজন দেখ, কত রাগ রাগিণী বাজায়। সেরূপ সাকারবাদীরা, দেখ, ঈশ্বরকে কতভাবে সম্ভোগ করে,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—নানাভাবে।

১৫। তিনি নিরাকার কি সাকার সে সব কথা ভাব্‌বারই বা কি দরকার? নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বল্লেই হয়, 'হে ঈশ্বর তুমি যে কেমন তাই আমায় দেখা দাও।'

১৬। সব মান্‌তে হয় গো—নিরাকার সাকার সব মান্‌তে হয়! কালীঘরে ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে দেখ্‌লুম রমণী খান্‌কি। বল্লুম, মা, তুই এই রূপেও আছিস্‌। তাই বল্‌ছি, সব মান্‌তে হয়। তিনি কখন কিরূপে দেখা দেন, সাম্‌নে আসেন, বলা যায় না।

১৭। রূপ—ঈশ্বরীয় রূপ, অবিশ্বাস ক'রো না! রূপ আছে বিশ্বাস ক'রো। তারপর যে রূপটি ভালবাস, সেইরূপ ধ্যান কর।

১৮। ঈশ্বরীয় রূপ মান্‌তে হয়। জগদ্ধাত্রী রূপের মানে জান? যিনি জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন। তিনি না ধ'র্‌লে, তিনি না পালন ক'র্‌লে জগৎ প'ড়ে যায়, নষ্ট হ'য়ে যায়। মনকরীকে যে বশ ক'র্‌তে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।

১৯। যেমন বাপের ফটোগ্রাফ্‌ দেখ্‌লে বাপকে

মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা ক'র্‌তে ক'র্‌তে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়। সাকার রূপ কি রকম জান? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়্‌ভুড়ি উঠে, সেইরূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটি রূপ উঠ্‌ছে দেখা যায়। অবতারও একটি রূপ। অবতার লীলা—সে আদ্যাশক্তিরই খেলা।

২০। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হ'য়ে থাকে, তিনি কি জানেন না, তাঁকেই ডাকা হ'চ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন। মাটির প্রতিমা পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন ক'রেছেন। যাঁর জগৎ, তিনিই এ সব ক'রেছেন,—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

২১। প্রতিমায় আবির্ভাব হ'তে গেলে তিনটি জিনিসের দরকার,—প্রথম, পূজারীর ভক্তি, দ্বিতীয়, প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয়, গৃহস্বামীর ভক্তি।

২২। আহা! কেমন দালানের শোভা হ'য়েছে। মা যেন আলো ক'রে ব'সে আছেন। এরূপ দর্শন ক'র্‌লে কত আনন্দ হয়! ভোগের ইচ্ছা, শোক, এ সব পালিয়ে যায়। তবে নিরাকার কি দর্শন হয় না, তা নয়। বিষয়বুদ্ধি একটুও থাক্‌লে হবে না। ঋষিরা

সর্ব্বত্যাগ ক'রে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তা ক'রেছিলেন। তোমরা দেখ, কেমন বাহিরে দর্শন ক'রছ, আর আনন্দ পাচ্ছ। যারা নিরাকার নিরাকার ক'রে কিছু পায় না, তাদের না আছে বাহিরে, না আছে ভিতরে।

২৩। সাকার কি নিরাকার যদি ঠিক ক'র্‌তে না পারিস্‌, ত এই ব'লে প্রার্থনা করিস্‌ যে, 'হে ভগবান্‌, তুমি সাকার কি নিরাকার আমি বুঝতে পারি না। তুমি যাহাই হও, আমায় কৃপা কর, দেখা দাও।

অবতার-তত্ত্ব

১। হাঁ, ঈশ্বরকে অবশ্য দেখা যায়। নিরাকার সাকার দুইই দেখা যায়। সাকার চিন্ময়-রূপ দর্শন হয়; আবার সাকার মানুষ, তাতেও তিনি প্রত্যক্ষ। অবতারকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।

২। তাঁর নানারূপ, নানা লীলা; ঈশ্বর-লীলা, দেব-লীলা, নর-লীলা, জগৎ-লীলা। তিনি মানুষ হ'য়ে অবতার হ'য়ে, যুগে যুগে আসেন, প্রেম, ভক্তি, শিখাবার জন্য। দেখ না; চৈতন্যদেব। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেম, ভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্ত লীলা; কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়ে ক্ষীর' আসে; অবতার গাভীর বাঁট।

৩। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা ক'র্‌লে তাঁর ভিতরের সার বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আস্‌তে পারে ও আসে। তিনি অবতার

হ'য়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই ;—প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমা দ্বারা কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকেই ছোঁওয়া হ'ল। পা-টা বা ল্যাজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁওয়া হ'ল। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে। সেইরূপ প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ ক'রে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।

৪। মানুষ-দেহ ধারণ ক'রে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব্ব স্থানে সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হ'লে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না ; প্রয়োজন মিটে না। কি রকম জান, গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে ; শিংটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁওয়া হ'লো ; কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়।

৫। অবতার যিনি তারণ করেন। তা দশাবতার আছে, চব্বিশ অবতার আছে, আবার অসংখ্য অবতার আছে।

৬। জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে ; তারা অবতার মানে না। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব ক'রছেন, তুমি পূর্ণ-ব্রহ্ম। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বল্লেন, আমি পূর্ণব্রহ্ম কি না

দেখ্‌বে এসো। এই ব'লে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বল্লেন, 'তুমি কি দেখ্‌ছ ? অর্জ্জুন ব'ল্লে, 'আমি এক বৃহৎ গাছ দেখ্‌ছি, তা'তে থোলো থোলো কালো জামের মত ফল ফ'লে র'য়েছে। কৃষ্ণ বল্লেন, 'আরও কাছে এসে দেখ দেখি, ও থোলো থোলো কালো ফল নয়, থোলো থোলো কৃষ্ণ, অসংখ্য ফ'লে র'য়েছে—আমার মত। অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্মরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে।

৭। অবতার বা অবতারের অংশ, এদের বলে, ঈশ্বর-কোটী। আর সাধারণ লোকদের বলে জীব বা জীবকোটী। যারা জীবকোটী, তারা সাধনা ক'রে ঈশ্বর-লাভ ক'র্‌তে পারে। তারা সমাধিস্থ হ'য়ে আর ফেরে না। যারা ঈশ্বরকোটী, তারা যেমন রাজার বেটা, সাত-তলার চাবি তাদের হাতে। তারা সাততলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামত নেমে আস্‌তে পারে। জীবকোটী যেমন ছোট কর্ম্মচারী, সাততলা বাড়ীর খানিকটা যেতে পারে, —ঐ পর্য্যন্ত।

৮। ঈশ্বর-কোটী (যেমন অবতারাদি) না হ'লে সমাধির পর ফেরে না। জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়, কিন্তু আর ফেরে না। তিনি যখন নিজে মানুষ হ'য়ে আসেন, যখন অবতার হন, যখন জীবের

মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন, লোকের মঙ্গলের জন্য।

৯। অবতারাদি ঈশ্বরকোটী। তারা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্ছে। তারা কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না। বন্দী হয় না। তাদের 'আমি' মোটা 'আমি' নয়,—সংসারী লোকদের মত। সংসারী লোকদের অহঙ্কার, সংসারী লোকদের 'আমি' যেন চতুর্দ্দিকে পাঁচিল,—মাথার উপর ছাদ ;—বাহিরের কোন জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদির 'আমি' পাতলা 'আমি'। এ 'আমি'র ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে ; পাঁচিলের দুদিকেই অনন্ত মাঠ ; সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোঁকর থাকে, পাঁচিলের ওধারের সব দেখা যায়। বড় ফোঁকর হ'লে আনাগোনাও হয়। অবতারাদির 'আমি' ঐ ফোঁকরওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাক্‌লেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়। এর মানে দেহ ধারণ কর্‌লেও তারা সর্ব্বদা যোগেতেই থাকে। আবার ইচ্ছা হ'লে বড় ফোঁকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোঁকর হ'লে আনাগোনা কর্‌তে পারে। সমাধিস্থ হ'লেও আবার নেমে আস্‌তে পারে।

১০। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নররূপে দেখ্‌তে পেলে তবে ত ভক্তেরা ভালবাস্‌তে পার্‌বে। তবেই ভাই, ভগিনী, বাপ, মা, সন্তানের মত ঈশ্বরকে স্নেহ ক'র্‌তে পার্‌বে। তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটি হ'য়ে লীলা ক'র্‌তে আসেন।

১১। পূর্ণ ও অংশ,—যেমন অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়।

১২। ঈশ্বরের সব ধারণা কে ক'র্‌তে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ ক'র্‌তে পার্‌লেই হ'লো। তাঁর অবতারকে দেখ্‌লেই তাঁকে দেখা হ'লো। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে—গঙ্গা দর্শন স্পর্শন ক'রে এলুম, সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গা-সাগর পর্য্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না।

১৩। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজ্‌বে। মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখ্‌বে *উর্জ্জিতা-ভক্তি, প্রেমভক্তি উথ্‌লে প'ড়্‌ছে, ঈশ্বরের* জন্য পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো তিনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তিনি ত

আছেনই ; তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ। সেই শক্তি কখনও কখনও পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।

১৪। ঈশ্বর নরলীলা করেন ; মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, চৈতন্যদেব। আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম যে মানুষের ভিতর তিনি বেশী প্রকাশ। মাঠের আলের ভিতর ছোট ছোট গর্ত্ত থাকে, তাদের বলে ঘুঁটি। ঘুঁটির ভিতর মাছ কাঁক্‌ড়া জ'মে থাকে। মাছ, কাঁক্‌ড়া খুঁজ্‌তে গেলে ঐ ঘুঁটির ভিতর খুঁজ্‌তে হয়। ঈশ্বরকে খুঁজ্‌তে হ'লে অবতারের ভিতর খুঁজ্‌তে হয়। ঐ চৌদ্দ পোয়া মানুষের ভিতরে জগৎমাতা প্রকাশ হন। কিন্তু ঈশ্বরকে জান্‌তে গেলে, অবতারকে চিন্‌তে গেলে, সাধনের প্রয়োজন। দীঘিতে বড় মাছ আছে ; চার ফেল্‌তে হয়। দুধেতে মাখন আছে ; মন্থন ক'র্‌তে হয়। সরিষার ভিতর তেল আছে ; সরিষাকে পিষ্‌তে হয়। মেতীতে হাত রাঙা হয় ; মেতী বাঁট্‌তে হয়।

১৫। মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। যদি বল, অবতার কেমন ক'রে হবে ? যাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, এই সব জীবের ধর্ম্ম অনেক আছে, হয়ত রোগ, শোকও আছে !

তার উত্তর এই যে, 'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।' দেখনা, রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হ'য়ে কাঁদ্‌তে লাগলেন। হিরণ্যাক্ষ বধ ক'র্‌বার জন্য বরাহ অবতার হ'লেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হ'লো ; কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান্ না ; বরাহ হ'য়ে আছেন ; কতকগুলি ছানাপোনা হ'য়েছে ; তাদের নিয়ে একরকম বেশ আনন্দে র'য়েছেন। দেবতারা বল্লেন, "একি হ'লো ? ঠাকুর যে আর আস্‌তে চান্ না"। তখন সকলে শিবের কাছে গেল, ও ব্যাপারটি নিবেদন ক'র্‌লে। শিব গিয়া তাঁকে অনেক জেদা-জেদি কর্‌লেন, তিনি ছানাপোনাদের মাই দিতে লাগলেন। তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর হি হি ক'রে হেসে তখন স্বধামে চ'লে গেলেন।

১৬। মানুষ লীলা কেন জান ? এর ভিতর তাঁর কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়। এর ভিতর তাঁর বিলাস। এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন। আর সব ভক্তদের ভিতর তাঁরই একটু একটু প্রকাশ। যেমন জিনিস অনেক চুষ্‌তে চুষ্‌তে একটু রস, ফুল চুষ্‌তে চুষ্‌তে একটু মধু।

১৭। তিনিই সরাট্, তিনিই বিরাট্। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হ'তে পারেন না, একথা

জোর ক'রে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি ব'ল্‌তে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হ'তে পারে? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তাই সাধু মহাত্মা, যাঁরা ঈশ্বর লাভ ক'রেছেন,' তাঁদের কথা বিশ্বাস ক'র্‌তে হয়। সাধুরা ঈশ্বর চিন্তা নিয়ে থাকেন, যেমন উকিলরা মোকদ্দমা নিয়ে থাকে।

১৮। অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জান্‌তে পারে না; গোপনে আসে। দুই চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত জান্‌তে পারে। রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, একথা বারো জন ঋষি কেবল জান্‌তো। অন্যান্য ঋষিরা ব'লেছিল, 'হে রাম, তোমাকে আমরা দশরথের বেটা ব'লে জানি।' ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব ক'রেছিলেন আর ব'লেছিলেন, 'হে রাম, তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ; তুমি আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছ। বস্তুতঃ তুমি তোমার মায়া আশ্রয় ক'রেছ ব'লে তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্ছে।'

১৯। কেমন ক'রে জান্‌লে অবতার নাই? অবতারকে সকলে চিন্‌তে পারে না। নারদ যখন রাম-চন্দ্রকে দর্শন ক'র্‌তে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'র্‌লেন আর বল্‌লেন, 'আমরা সংসারী জীব, আপনাদের মত সাধুরা না এলে কি ক'রে পবিত্র

হব ?' আবার যখন সত্যপালনের জন্য বনে গেলেন তখন দেখ্‌লেন, রামের বনবাস শুনে অবধি ঋষিরা আহার ত্যাগ ক'রে অনেকে প'ড়ে আছেন। রাম যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তা তাঁরা অনেকে জানেন নাই।

২০। প্রতিমাতে তাঁর অবির্ভাব হয়, আর মানুষে হবে না ? তিনি নরলীলা কর্‌বার জন্য মানুষের ভিতর অবতীর্ণ হন। যেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব। অবতারকে চিন্তা ক'র্‌লেই তাঁর চিন্তা করা হয়।

২১। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। নরলীলায় অবতার হন। নরলীলা কিরূপ জান ? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড়্‌-হুড়্‌ ক'রে প'ড়্‌ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে,—নলের ভিতর দিয়ে,—আস্‌ছে।

২২। মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন সব না গেলে অবতারকে চিন্‌তে পারা কঠিন। বেগুনওয়ালাকে হীরার দাম জিজ্ঞাসা ক'রেছিল। সে বল্লে, 'আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি, এর একটাও বেশী দিতে পারি না।'

২৩। তিনি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ ক'রে যখন আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসে। কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ, কেউ রসদ্দার। যারা সংসার

ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ ; আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন, মশাই ?' জিজ্ঞাসা করে, তারা বহিরঙ্গ।

২৪। যে সব ছোক্‌রা এখানে আস্‌ছে, তাদের দুটি জিনিস জান্‌লেই হ'লো। তা হ'লে আর বেশী সাধন ভজন কর্‌তে হবে না। প্রথম, আমি কে ? তার পর ওরা কে ? ছোক্‌রারা অনেকেই অন্তরঙ্গ ; যারা অন্তরঙ্গ, তাদের মুক্তি হবে না। বায়ুকোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে।

২৫। তিনি অবতার হ'য়ে জ্ঞান, ভক্তি শিক্ষা দেন। আচ্ছা, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয় ? আমার বাবা গয়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে রঘুবীর স্বপন দিলেন, 'আমি তোদের ছেলে হ'ব।' বাবা স্বপন দেখে' বল্লেন, 'ঠাকুর, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ; কেমন ক'রে তোমার সেবা ক'রব ?' রঘুবীর বল্লেন, 'তা হ'য়ে যাবে।'

২৬। সেদিন খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এলো। এসে বল্লে, আমি যুগে যুগে অবতার। তখন ভাবলাম, বুঝি আমি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বল্‌ছি। তারপর চুপ ক'রে থেকে দেখ্‌লাম ; তখন দেখি, আপনি বল্‌ছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও

ক'রেছিল। দেখ্‌লাম, পূর্ণ আবির্ভাব! তবে সত্ত্ব-গুণের ঐশ্বর্য্য!

১৭। আর একবার আস্‌তে হ'বে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই, তাহ'লে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আস্‌বে কেন? এখানে সব আস্‌ছে, যেন কলমীর দল। এক জায়গায় টান্‌লে সবটা এসে পড়ে। যারা এখানে আসে, পরস্পর সব আত্মীয়; যেমন ভাই ভাই।

২৮। যে রাম, সেই কৃষ্ণ, উভয়ে মিলে রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।

শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য

১। যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

২। শুধু পণ্ডিত, কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে? পণ্ডিতের যদি দেখি বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তাহ'লে তাকে খড়কুটো মনে হয়।

৩। যারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাদের কথা গোলমেলে।

৪। শুধু পাণ্ডিত্যে কি হ'বে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাক্‌তে পারে; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী-কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই; মিছে পড়া। পাঁজিতে লিখেছে,—বিশ আড়া জল; কিন্তু পাঁজি টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়্‌,—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না।

৫। পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে; কিন্তু নজর কোথায়? কামিনী আর কাঞ্চনে;—দেহের সুখে আর টাঁকায়। শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে;

—কেবল খুঁজ্‌ছে কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া।

৬। অনেকে মনে করে, বই না প'ড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয়ে পড়া, কাশীর বিষয়ে শুনা, আর কাশী দর্শন করা অনেক তফাৎ।

৭। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র প'ড়ে হদ্দ অস্তি মাত্র বোধ হয়; কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না! ডুব দেবার পর তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধর্‌তে পার্‌বে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভুলাতে পার্‌বে; কিন্তু তাঁকে পার্‌বে না।

৮। বই, শাস্ত্র, এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ ব'লে দেয়। পথ, উপায়, জেনে নিবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ কর্‌তে হয়।

৯। শাস্ত্র, বই, শুধু এসবটাতে কি হবে? তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হবে না। যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হ'য়ে তার চেষ্টা কর্। কৃপা হ'লে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।

১০। শুধু শাস্ত্র প'ড়ে কি হবে? শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন; তাই শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধুমুখে, গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার? চিঠিতে খবর এসেছে, পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবা আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা। এখন চিঠিখানি হারিয়ে গেল। তখন ব্যস্ত হ'য়ে চারিদিকে খোঁজে। অনেক খোঁজ্‌বার পর চিঠিখানি পেলে। প'ড়ে দেখে,—লিখ্‌ছে,—পাঁচসের সন্দেশ, আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা। তখন চিঠিখানি আবার ফেলে দেয়। আর কি দরকার? এখন সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড় ক'রলেই হোলো। সব সন্ধান জেনে তারপর ডুব দাও। পুকুরের অমুক জায়গায় ঘটিটি প'ড়ে গেছে; জায়গাটি ঠিক ক'রে দেখে নিয়ে, সেইখানে ডুব দিতে হয়।

১১। শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ; শব্দার্থ ও মর্ম্মার্থ। মর্ম্মার্থ টুকু নিতে হয়, যে অর্থ টুকু ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা,—অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে—চিঠির কথা; ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মা'র মুখের কথার সঙ্গে না মিল্‌লে কিছুই লই না।

১২। সদ্‌গুরুর কাছে উপদেশ নিতে হয়। সদ্‌-

গুরুর লক্ষণ আছে। যে কাশী গিয়েছে, আর দেখেছে, তার কাছে কাশীর কথা শুন্‌তে হয়। শুধু পণ্ডিত হ'লে হয় না। যার সংসার অনিত্য ব'লে বোধ হয় নাই, সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য থাক্‌লে তবে উপদেশ দিতে পারে।

১৩। শাস্ত্রের মর্ম্ম গুরুমুখে শুনে নিয়ে, তারপর সাধন ক'র্‌তে হয়। এই সাধন ঠিক ঠিক হ'লে তবে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হয়। ব'সে ব'সে শাস্ত্রের কথা নিয়ে কেবল বিচার ক'র্‌লে কি হবে? যদি বল ডুব দিলেও হাঙ্গর কুমীরের ভয় আছে, কাম ক্রোধাদির ভয় আছে, হলুদ মেখে ডুব দাও, তারা কাছে আস্‌তে পার্‌বে না;—বিবেক বৈরাগ্য হলুদ।

১৪। হত্যা দিয়ে প'ড়েছিলাম; মাকে বল্লাম, "আমি মুখ্যু, তুমি আমায় জানিয়ে দাও, বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে, নানা শাস্ত্রে কি আছে। মা বল্লেন, বেদান্তের সার 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'; যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে, তাঁকে তন্ত্রে বলে 'সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ' —আবার তাঁকে পুরাণে বলে 'সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ'। গীতা দশবার বল্লে যা হয় তাই গীতার সার, অর্থাৎ ত্যাগী

ত্যাগী। তাঁকে যখন লাভ হয়, তখন বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র,—কত নীচে প'ড়ে থাকে।

১৫। তাঁকে লাভ হ'লেই হ'লো। সংস্কৃত নাই জানলাম। তাঁর কৃপা পণ্ডিত, মূর্খ, সকল ছেলেরই উপর, যে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। বাপের পাঁচটি ছেলে; দুএকজন 'বাবা' ব'লে ডাক্‌তে পারে, আবার কেউ বা 'বা' বলে ডাকে, কেউ বা 'পা' ব'লে ডাকে; সবটা উচ্চারণ ক'র্‌তে পারে না। যে 'বাবা' বলে তার উপর কি বাপের বেশী ভালবাসা হবে, যে 'বা' বলে তার চেয়ে? বাবা জানে, এরা কচি ছেলে, 'বাবা' ঠিক ব'ল্‌তে পার্‌ছে না। বাপের সকলের উপর সমান স্নেহ।

১৬। শাস্ত্র কত প'ড়্‌বে? শুধু বিচার ক'র্‌লে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ ক'রবার চেষ্টা কর। গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন —তিনিই জানিয়ে দেবেন। বই প'ড়ে কি জান্‌বে? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায় ততক্ষণ দূর হ'তে কেবল হো হো শব্দ; হাটে পৌঁছিলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে, শুন্‌তে পাবে। 'আলু নাও', 'পয়সা দাও' স্পষ্ট শুন্‌তে পাবে। সমুদ্র দূর হ'তে হো হো

শব্দ ক'র্‌ছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখী উড়্‌ছে, ঢেউ হচ্ছে, দেখ্‌তে পাবে। বই প'ড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স্ (Science) সব খড় কুটো বোধ হয়।

১৭। বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তার ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, এ আগে জান্‌বার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না; কোম্পানীর কাগজের খবর কি দিবে? কিন্তু যো সো ক'রে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক। তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, তিনিই ব'লে দেবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আবার চাকর, দারোয়ান, সব সেলাম ক'র্‌বে।

১৮। পাণ্ডিত্যে কি আছে? ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায়; নানা বিষয় জানবার দরকার নাই। যিনি আচার্য্য, তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার। অপরকে বধ ক'রবার জন্য ঢাল, তরোয়াল চাই; আপনাকে বধ ক'রবার জন্য একটি ছুঁচ বা নরুন হ'লেই হয়।

১৯। দর্শন ক'র্‌লে এক রকম, আর শাস্ত্র প'ড়ে

আর এক রকম। শাস্ত্রে আভাষমাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র প'ড়বার কোনও প্রয়োজন নাই ; তার চেয়ে নির্জনে তাঁকে ডাকা ভাল।

২০। একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত প'ড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি। চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপ্ড়ে গিয়েছিল। একদানা চিনি খেয়ে তার পেট ভ'রে গেল ; আর একদানা মুখে ক'রে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাব্ছে, এবার এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব।

২১। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে ; গুরু, কর্ত্তা আর বাবা। গুরু এক সচ্চিদানন্দ ; তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ্ লাখ্। সকলেই গুরু হ'তে চায়। শিষ্য কে হ'তে চায় ? লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন, আর আদেশ দেন, তা'হলে হ'তে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হ'য়েছিল। শঙ্করের আদেশ হ'য়েছিল। আদেশ না হ'লে কে তোমার কথা শুন্বে।

২২। আবার মনে মনে আদেশ হ'লে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন আর কথা কন। তখন আদেশ হ'তে পারে। সে কথার জোর কত ;

পর্ব্বত ট'লে যায়। শুধু লেক্‌চার্‌—দিন কতক লোক শুন্‌বে। তার পর ভুলে যাবে; সে কথা অনুসারে কাজ ক'র্‌বে না। ওদেশে হালদার পুকুর ব'লে একটা পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে রোজ সকালবেলা লোকে বাহ্যে ক'রে রাখ্‌তো। যারা সকাল বেলা আসে, তারা খুব গালাগাল দেয়। কিন্তু আবার তার পর দিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামে না। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে "বাহ্যে করিও না।" তখন সব বন্ধ হ'লো। যে লোকশিক্ষা দিবে, তার চাপরাস্‌ চাই। না হ'লে হাসির কথা হ'য়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্য লোক? কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! হিতে বিপরীত হয়। ভগবান্‌ লাভ হ'লে অন্তর্দৃষ্টি হয়; তবে কার কি রোগ বুঝা যায়,—উপদেশ দেওয়া যায়। আদেশ না থাক্‌লে "আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি" এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয় "আমি কর্ত্তা।" "ঈশ্বর কর্ত্তা, ঈশ্বরই সব ক'র্‌ছেন, আমি কিছু ক'র্‌ছি না" এ বোধ হ'লে ত সে জীবন্মুক্ত।" "আমি কর্ত্তা" "আমি কর্ত্তা" এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি।

২৪। যদি সদ্‌গুরু হয়, তাহ'লে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়। গুরু কাঁচা হ'লে, গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহঙ্কার আর ঘুচে না। সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় প'ড়্‌লে শিষ্য মুক্ত হয় না।

২৫। যদি আদেশ হ'য়ে থাকে, তবে লোকশিক্ষার দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না। বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তাহ'লে এমন শক্তি হয় যে বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হ'য়ে যায়।

২৬। প্রদীপ জ্বাল্‌লে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে; ডাক্‌তে হয় না। তেমনি যে আদেশ পেয়েছে, তার লোক ডাক্‌তে হয় না; অমুক সময়ে লেক্‌চার্ হ'বে ব'লে খবর পাঠাতে হয় না। তার নিজের এমনি টান যে লোক তার কাছে আপনি আসে। চুম্বুক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এসো? ব'ল্‌তে হয় না। লোহা আপনি চুম্বুক পাথরের টানে ছুটে আসে। এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে, তা ব'লে মনে ক'র না যে তার জ্ঞানের কিছু কমৃতি হয়। বই প'ড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে,

তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে ; ফুরায় না। চৈতন্যদেব নিজে অবতার। তিনি যা ক'রে গেলেন, তারই কি র'য়েছে, বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চারে কি উপকার হ'বে?

বিবিধ

১। জাহাজ যে দিকে যা'ক না কেন, কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে, তাই জাহাজের দিক ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তা হ'লে আর কোন ভয় থাকে না।

২। নষ্ট স্ত্রীলোক যেমন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে সংসারের সব কাজ করে, কিন্তু তা'র মন প'ড়ে থাকে উপপতির উপর—সে কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে সর্ব্বদা ভাবে যে কখন তা'র সঙ্গে দেখা হ'বে; তোমারও সংসারের কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মন সর্ব্বদা যেন ভগবানের দিকে প'ড়ে থাকে।

৩। দাঁড়িপাল্লার যে দিক্ ভারী হয়, সেই দিক্ ঝুঁকে পড়ে, আর যে দিক্ হাল্‌কা হয় সেই দিক্ উপরে উঠে যায়। মানুষের মন দাঁড়িপাল্লার ন্যায়, তা'র একদিকে সংসার, আর একদিকে ভগবান্। যা'র সংসার, মান, সম্ভ্রম, ইত্যাদির ভার বেশী হয়, তা'র মন ভগবান্ থেকে উঠে গিয়ে সংসারের দিকে

ঝুঁকে পড়ে; আর যা'র বিবেক বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির ভার বেশী হয়, তা'র মন সংসার থেকে উঠে গিয়ে ভগবানের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

৪। জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকার ভিতর যেন জল না ঢোকে; তা হ'লে ডুবে যাবে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধকের মনের ভিতর যেন সংসার-ভাব না থাকে।

৫। শব সাধন ক'র্‌তে হ'লে পাশে ছোলা ও মদ রাখ্‌তে হয়। সাধনার কোন সময় যদি ঐ শব জেগে হাঁ করে তখন ঐ ছোলা ও মদ তা'র মুখে দিলে সে স্থির হ'বে; না পেলে তোমার সাধনার ব্যাঘাত ক'র্‌বে। সংসারের মধ্যে থেকে সাধনা ক'র্‌তে হ'লে, আগে সংসারের খরচপত্রের ঠিক ক'রে বস্‌তে হ'বে; না হ'লে তোমার সাধনার ব্যাঘাত ক'র্‌বে।

৬। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না ক'রে যদি সংসার ক'র্‌তে যাও, তা হ'লে আরও জড়িয়ে প'ড়্‌বে। বিপদ, শোক, তাপ, এ সবে অধৈর্য্য হ'য়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা ক'র্‌বে, ততই আসক্তি বাড়্‌বে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙ্গ্‌তে হয়। তা না হ'লে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

৭। সংসার ত্যাগ তোমাদের কেন ক'র্‌তে হ'বে? যে কালে যুদ্ধ ক'র্‌তেই হ'বে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে হ'বে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়ত খেতেই পেলে না; তখন ঈশ্বর টিশ্বর সব ঘুরে যা'বে। একজন তা'র মাগকে ব'লেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ ক'রে চল্লুম।' মাগটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে ব'ল্‌লে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, এই এক ঘরই ভাল।' তোমরা ত্যাগ ক'র্‌বে কেন? বাড়ীতে বরং সুবিধা; আহারের জন্য ভাব্‌তে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তা'তে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটি দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হ'লে সেবা কর্‌বার লোক কাছে পাবে। জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞানলাভ ক'রে সংসারে ছিলেন। এঁরা দু'খানা তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্ম্মের।

৮। তোমরা সংসারী, তোমরা এও রাখ, অও রাখ। সংসারও রাখ, ধর্ম্মও রাখ। আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে "টাকা মাটী, মাটীই টাকা, টাকাই মাটী," এই বিচার ক'রতে ক'রতে যখন টাকা গঙ্গার জলে

ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হ'ল! ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হ'লুম! মা লক্ষ্মী যদি খ্যাঁট বন্ধ ক'রে দেন, তা হ'লে কি হ'বে! তখন পাটোয়ারী ক'র্‌লুম। ব'ল্‌লুম, "মা, তুমি যেন হৃদয়ে থেক।"

একজন তপস্যা করাতে ভগবতী সন্তুষ্ট হ'য়ে ব'ল্‌লেন, "তুমি বর লও।" সে ব'ল্‌লে, "মা, যদি বর দিবে, তবে এই কর, যেন আমি নাতির সঙ্গে সোণার থালে ভাত খাই।" এক বরেতে নাতি, ঐশ্বর্য্য, সোণার থাল, সব হ'ল।

৯। ভিতরে যা'র যে ভাব থাকে, তা'র কথাবার্ত্তায় তা বেড়িয়ে পড়ে। যেমন মূলো খেলে, তার ঢেঁকুরে মূলোর গন্ধ বেরোয়। তেমনি সংসারী লোকেরা সাধু-সঙ্গ ক'র্‌তে এসে বিষয়ের কথাই বেশী ক'য়ে থাকে।

১০। অনেকে আহ্নিক ক'র্‌বার সময় যত রাজ্যের কথা কয়; কিন্তু কথা কইতে নাই, তাই ঠোঁট বুজে যত রকম ইসারা ক'র্‌তে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হুঁ, উহুঁ—এই সব করে। আবার কেউ মালা জপ্‌ ক'র্‌ছে, তা'র ভিতর থেকেই মাছ দর করে। জপ্‌ ক'র্‌তে ক'র্‌তে হয়ত আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় 'ঐ মাছটা'। যত হিসাব সেই সময়ে। কেউ হয়ত গঙ্গাস্নান ক'রতে এসেছে; সে সময় কোথায় ভগবান্

চিন্তা ক'র্‌বে, না, গল্প ক'র্‌তে ব'সে গেল,—যত রাজ্যের গল্প। 'তোর ছেলের বিয়ে হ'ল, কি গয়না দিলে ?' 'অমুকের বড় ব্যামো' 'অমুক শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে কি না, 'হরিশ আমার বড় ন্যাওটো, আমায় ছেড়ে এক দণ্ডও থাক্‌তে পারে না।' দেখ·দেখি, কোথায় গঙ্গাস্নান ক'র্‌তে এসেছে, যত সংসারের কথা !

১১। ছেলে বেলা থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ— এটি খুব আশ্চর্য্য। খুব কম লোকের হয়। তা না হ'লে যেমন শিল খেকো আম—ঠাকুরের সেবায় লাগে না, নিজে খেতে ভয় হয়। আগে অনেক পাপ ক'রেছে, তারপর বুড়ো বয়সে হরিনাম ক'র্‌ছে,—এ মন্দের ভাল।

১২। যখন কোন খারাপ যায়গায় যাবে, তখন মা আনন্দময়ীকে সঙ্গে নিয়ে যেও। মা সঙ্গে থাক্‌লে অনেক মন্দ কাজের হাত থেকে নিস্তার 'পাবে। মা'র কাছে থাক্‌লে লজ্জায় মন্দ কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

১৩। আপনার হ'তেও আপনার ভেবে তাঁকে ডাক, নিশ্চয় ব'ল্‌ছি, তিনি ভক্তবৎসল, দেখা না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌বেন না। মানুষ তাঁকে ডাক্‌বার আগে তিনি এগিয়ে আসেন ; মানুষ যদি এক পা ঈশ্বরের দিকে এগোয়, তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। তাঁ'র চেয়ে আপনার জন আর কেউ নাই।

১৪। মায়ের পায়ের বিল্বপত্র ভক্ষণ ক'রে, কিংবা মায়ের প্রসাদী দ্রব্য খেয়ে কিছু খেলে দোষ থাকে না। যদি ঠিক ঠিক বোধ হয় তবে ত ফল হ'বে। আবার পেট চুই চুই ক'র্‌ছে, তা'তে কি আর ধর্ম্ম কর্ম্ম চলে? একে কলিকাল অন্নগত প্রাণ, অল্প আয়ু। উপবাস ক'রে ও সব করা চলে না। তা'তে ঠিক ঠিক মন বসে না। তাই আগে কিছু খেয়ে নিতে হয়।

১৫। দেখ, এখানকার জন্য যখন কিছু আন্‌বে, তা'র আগে ভাগ তুলে কারুকে দিও না; দিলে উচ্ছিষ্ট হয়; ভগবানের ভোগে তা আর দেওয়া যায় না।

১৬। সাধু সন্ন্যিসী গেরস্থের বাড়ী থেকে অভুক্ত ফিরে গেলে গেরস্থের বড় অকল্যাণ হয়।

১৭। লোককে খাওয়ান এক রকম তাঁরই সেবা করা। সব জীবের ভিতর তিনি অগ্নিরূপে র'য়েছেন। খাওয়ান কি না তাঁকে আহুতি দেওয়া। কিন্তু তা ব'লে অসৎলোককে খাওয়াতে নাই। যারা ব্যাভিচারাদি মহাপাতক ক'রেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক,—এরা যেখানে ব'সে খায়, সে জায়গার সাত হাত মাটী অপবিত্র হয়। ব্যক্তি বিশেষে দান ক'র্‌লে পুণ্য হয়, ব্যক্তি বিশেষে দান ক'র্‌লে পাপ হয়। এক কসাই একটি গরুকে হত্যা ক'র্‌বার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল,

গরুটি তা জান্‌তে পেরে প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা ক'র্‌ছিল; কসাই তাকে নিয়ে যেতে পারছিল না; এমন সময় রাস্তায় একটি অতিথিশালা দেখে গরুটিকে একটি গাছে বেঁধে, সেই অতিথিশালায় গিয়ে খেয়ে এসে গায়ে বেশ জোর হ'ল; তারপর সে গরুটাকে জোর ক'রে নিয়ে গেল। পরে সেই গরুমারার পাপ চার আনা আন্দাজ কসাইয়ের, আর বার আনা রকম যা'র অতিথিশালা তা'র হ'ল!—কেন না, তা'র অন্ন না পেলে সে কসাই সে দিন গরুটাকে নিয়ে যেতে পার্‌ত না।

১৮। সংসারে দু রকম স্বভাবের লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়—কতকগুলোর কুলোর ন্যায় স্বভাব, আর কতকগুলোর চালুনীর ন্যায়। কুলো যেমন ভূষি কি না অসার বস্তু সব ত্যাগ করে' সার বস্তু আপনার ভিতর রাখে, সেই রকম কতকগুলি লোক সংসারে অসার বস্তু (কামিনী-কাঞ্চনাদি) ত্যাগ করে' সারবস্তু ভগবানকে গ্রহণ করে; আর চালুনী যেমন সারবস্তু সকল ত্যাগ ক'রে অসার বস্তুগুলি নিজের ভিতর রাখে, সেইরূপ সংসারে কতকগুলি লোক সারবস্তু ঈশ্বরকে ত্যাগ ক'রে অসার বস্তু কামিনী-কাঞ্চনাদি গ্রহণ করে।

১৯। যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন

গুণ আছে, তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণ আছে। সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান? বাড়ীটি এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা, মেরামত করে না। ঠাকুর দালানে পায়রাগুলো হাগ্ছে, উঠানে এখানে শেওলা প'ড়েছে, ওখানে শেওলা প'ড়েছে, হুঁস নাই; আসবাবগুলো পুরাণো, ফিট্‌ফাট কর্‌বার চেষ্টা নাই; কাপড় যা তা একখানা হ'লেই হ'ল; লোকটি খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক, কারু কোন অনিষ্ট করে না। সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে;—ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটি আংটি, বাড়ীর আসবাব খুব ফিট্‌ফাট, দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি; বাড়ীটি চূণকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই; নানা রকমের ভাল পোষাক, চাকরদেরও পোষাক; এমনি এমনি সব। সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ,—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার এই সব। আর ভক্তির সত্ত্ব আছে। যে ভক্তের এইরূপ সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয়ত মশারির ভিতর ধ্যান করে। সবাই জান্‌ছে, ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই; তাই উঠ্‌তে এত দেরী হ'চ্ছে। এ দিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেট চলা পর্য্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হ'ল; খাবার ঘটা নাই; পোষাকের

আড়ম্বর নাই; বাড়ীর আসবাবের জাক জমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ ক'রে ধন লয় না। ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়ত তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে, সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটি সোণার দানা; যখন পূজা করে, তখন গরদের কাপড় প'রে পূজা করে।

২০। মানুষ নিজে ঐশ্বর্য্যের আদর করে ব'লে ভাবে, ঈশ্বরও ঐশ্বর্য্যের আদর করেন। ভাবে যে, তাঁর ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা ক'রলে তিনি খুসি হ'বেন। তাঁ'র পক্ষে এগুলো কাঠ মাটী। যখন বিষ্ণুঘরের গয়না সব চুরি গেল, তখন সেজো বাবু আর আমি ঠাকুরকে দেখ্‌তে গেলাম। সেজো বাবু ব'ল্‌লে, "দূর ঠাকুর! তোমার কোন যোগ্যতা নাই। তোমার গা থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে গেল, আর তুমি কিছু ক'র্‌তে পার্‌লে না? আমি তাঁ'কে ব'ল্‌লাম, "এ তোমার কি কথা? তুমি যার গয়না গয়না ক'র্‌ছ, তাঁ'র পক্ষে এগুলো মাটীর ডেলা! লক্ষ্মী যাঁ'র শক্তি, তিনি তোমার গুটিকতক টাকা চুরি গেল কি না, এই নিয়ে কি হাঁ ক'রে আছেন? এ রকম কথা ব'ল্‌তে নাই।" ঈশ্বর কি ঐশ্বর্য্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান? টাকা নয়; ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, এই সব তিনি

চান। যা'র যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমনি দেখে। তমোগুণী ভক্ত ; সে দেখে, মা পাঁটা খায়, আর বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন ভাত ক'রে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের পূজার আড়ম্বর নাই ; তা'র পূজা লোকে জান্‌তে পারে না ; ফুল নাই, ত বিল্বপত্র গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে ; দুটি মুড়কি দিয়ে কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয় ; কখনও বা ঠাকুরকে একটু পায়েস রেঁধে দেয়। আর আছে, ত্রিগুণাতীত ভক্ত ; তাঁ'র বালকের স্বভাব ; ঈশ্বরের নাম ক'রেই তাঁ'র পূজা। শুদ্ধ তাঁ'র নাম।

২১। বড় মানুষের দ্বারবান একদিন এসে বাবুর সভার একধারে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে কি একটি জিনিষ আছে, কাপড়ে ঢাকা ; অতি সঙ্কোচভাবে আছে। বাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কি দরবান, হাতে কি আছে ?" দ্বারবান সঙ্কোচভাবে একটি আতা বা'র ক'রে বাবুর সাম্‌নে রাখ্‌লে, ইচ্ছা বাবু ওটি খাবেন। বাবু দ্বারবানের ভক্তিভাব দেখে' আতাটি খুব আদর ক'রে নিলেন, আর ব'ল্‌লেন, "আহা, এটি বেশ আতা ; তুমি এটি কোথা থেকে কষ্ট ক'রে আন্‌লে ?" তিনি ভক্তাধীন ! দুর্য্যোধন অত যত্ন দেখালেন, আর ব'ললেন, "এখানে খাওয়া দাওয়া করুন।" ঠাকুর

(শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু বিদুরের কুটীরে গেলেন! তিনি ভক্তবৎসল,—বিদুরের শাকান্ন তিনি সুধার ন্যায় খেলেন।

২২। আর এক রকম ভক্ত আছে। এক জায়গায় একটি স্যাকরার দোকান আছে। তা'রা পরম বৈষ্ণব ও গলায় মালা, তিলক সেবা, প্রায় হাতে হরিনামের ঝুলি আর মুখে সর্ব্বদাই হরিনাম। সাধু ব'ল্‌লেই হয়, তবে পেটের জন্য স্যাকরার কর্ম্ম করা; মাগ ছেলেদের ত খাওয়াতে হ'বে? তা'রা পরম বৈষ্ণব, এই কথা শুনে অনেক খরিদ্দার তা'দেরই দোকানে আসে; কেন না, তা'রা জানে যে, এদের দোকানে সোণারূপা গোলমাল হ'বে না। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম ক'র্‌ছে, আর ব'সে ব'সে কাজকর্ম্ম ক'র্‌ছে। খরিদ্দার যাই গিয়ে ব'স্‌ল, একজন ব'লে উঠ্‌ল, "কেশব! কেশব! কেশব!" খাণিকক্ষণ পরে আর একজন ব'লে উঠ্‌ল, "গোপাল! গোপাল! গোপাল!" আবার একটু কথাবার্ত্তা হ'তে না হ'তেই আর একজন ব'লে উঠ্‌ল, "হরি! হরি! হরি!" গয়না গড়াবার কথা যখন এক রকম ফুরিয়ে এল, তখন আর একজন ব'লে উঠ্‌ল, "হর! হর! হর!" কাজে কাজেই এত ভক্তি প্রেম দেখে' তা'রা স্যাকরাদের কাছে টাকা কড়ি

দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল; জানে যে, এরা কখনও ঠকাবে না। কিন্তু কথা কি জান? খরিদ্দার আস্‌বার পর যে বলেছিল "কেশব! কেশব!" তা'র মানে এই, এরা সব কে? অর্থাৎ যে খরিদ্দারেরা আস্‌ল, এরা সব কে? যে ব'ল্‌লে, গোপাল! গোপাল!" তা'র মানে এই, এরা দেখ্‌ছি, "গরুর পাল!" "গরুর পাল!", যে ব'ল্‌লে "হরি! হরি!" তা'র মানে এই, যেকালে দেখ্‌ছি গরুর পাল, সে স্থলে তবে 'হরি' অর্থাৎ 'হরণ করি।' আর যে ব'ল্‌লে, "হর! হর!" তার মানে এই, যেকালে গরুর পাল দেখ্‌ছ সে কালে সর্ব্বস্ব হরণ কর। এই তা'রা পরম ভক্ত সাধু!

২৩। নিজেকে বেশী চতুর মনে করা উচিত নয়; যেমন কাক খুব চতুর, কিন্তু বিষ্ঠা খেয়ে মরে; তেমনি সংসার ক্ষেত্রে যা'রা বেশী চালাকী ক'র্‌তে যায়, তা'রাই কেবল ঠ'কে থাকে।

২৪। যে সকল লোক নিজে কখন ধর্ম্মচর্চ্চা করে না, অন্যকেও ধ্যান পূজা ক'র্‌তে দেখ্‌লে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের নিন্দা করে, সাধন অবস্থায় কখন এরূপ লোকেদের সঙ্গ ক'রবে না। তা'দের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাক্‌বে।

২৫। ‘মুখ হল্‌সা, ভেতর বুঁদে, কাণ তুল্‌সে,
দীঘল ঘোম্‌টা নারী।
পানা পুকুরের শীতল জল, বড় মন্দকারী !!’

অর্থাৎ এই কয়টি লোকের নিকট হ’তে সাবধান হ’বে। ‘মুখ হল্‌সা—হল্ হল্ ক’রে কথা কয়; তারপর ভেতর বুঁদে কি না, মনের ভিতর ডুবুরি নামলেও অন্ত পায় না; তারপর ‘কাণ তুল্‌সে’, যা’রা কাণে তুলসী দেয় (ভক্তি জানাবার জন্য); ‘দীঘল ঘোম্‌টা নারী’, লম্বা ঘোম্‌টা, লোকে মনে করে ভারি সতী, তা নয়; আর ‘পানা পুকুরের জল’, নাইলেই সান্নিপাতিক হয়।

২৬। পদ্মচক্ষু হ’লে মনে সদ্ভাব ও সাধুভাব থাকে। পুরুষের চক্ষু বৃষের মত হ’লে কাম প্রবল হয়। যোগীর চক্ষু ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ও লাল হয়। দেব চক্ষু বেশী বড় হয় না; কিন্তু আকর্ণ টানা হয়। কা’রও সঙ্গে কথা কইতে কইতে আড়চোখে চাওয়া, তা’রা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্ হয়। এক চক্ষু ট্যারা খারাপ লক্ষণ; বরং একচক্ষু কাণা ভাল, তবু, ট্যারা ভাল নয়; ভারি দুষ্ট ও খল হয়। কোটর চোখ, বিড়ালের মত কটা চোখ ও বাছুরে গাল ভাল নয়।

ভক্তের শরীর সাধারণতঃ নরম ও হাত পায়ের গাঁট

গুলি শিথিল হয়, (অর্থাৎ সহজে ফিরান ঘুরান যায়)। রোগা হ'লেও শরীরের হাড় ও শিরাগুলি এমন থাকে, যে, তাহাতে বেশী কোণ দেখা যায় না।

হাত হালকা হ'লে সুবুদ্ধি হয়; খল হ'লে হাত ভারি হয়। ভোগীর নিশ্বাস একভাবে ও যোগীর নিশ্বাস অন্যভাবে প'ড়ে থাকে। ভোগীর মূত্রের ধারা বাঁ দিকে ও ত্যাগীর মূত্র ডান দিকে হেলিয়া পড়ে। যোগীর মল শূকরে ছোঁয় না। নাকটেপা হওয়া ভাল নয়; নাকটেপা হ'লে জ্ঞানী হ'লেও সরল হয় না। উন পাঁজুরে লক্ষণ ভাল নয়। আর হাড়পেকে কনুয়ের গাঁট মোটা, হাত ছিনে। ঠোঁট ডোমের মত হ'লে নীচবুদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকের পশ্চাদ্ভাগ ডেঁয়ে পিপড়ের (বড় পিপড়ের) পশ্চাদ্ভাগের মত উচু হ'লে তা'দের কামপ্রবৃত্তি বেশী হয়।

২৭। মোসাহেবরা মনে করে, বাবু তা'দের টাকা ঢেলে দেবে। কিন্তু বাবুর কাছে আদায় করা বড় কঠিন। একটা শৃগাল একটা বলদকে দেখে তা'র সঙ্গ আর ছাড়ে না। সে চ'রে বেড়ায়, ওটাও সঙ্গে সঙ্গে। শৃগালটা মনে ক'রেছে, "ওর অণ্ডের কোষ ঝুল্‌ছে, সেইটে কখন না কখন প'ড়ে যা'বে, আর আমি খা'ব।" বলদটা যখন ঘুমোয়, সেও কাছে শুয়ে ঘুমোয়, আর যখন উঠে

চ'রে বেড়ায়, সেও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কতদিন এই রকমে যায়, কিন্তু কোষটা প'ড়ল না ; তখন সে নিরাশ হ'য়ে চলে গেল। মোসাহেবদের এইরূপ অবস্থা।

২৮। কারু নিন্দা কর' না ; পোকাটিরও না। প্রার্থনা ক'র্‌বে, যেন কারু নিন্দা না করি।

২৯। যেমন কোন বাড়ীতে বাস ক'র্‌লে, তা'র টেক্স দিতে হয়, সেইরূপ দেহটার ভিতর বাস ক'র্‌তে হ'লে এরও টেক্স দিতে হয়। রোগ, শোক, সেই টেক্স আদায় করা।

৩০। জন্ম মৃত্যু এ সব ভেল্কির মত ; এই আছে, এই নাই। ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য ! জলই সত্য, জলের ভুর্‌ভুরি,—এই আছে, এই নাই ; ভুর্‌ভুরি জলে মিশিয়ে যায়। যে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয়। ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র ; জীবেরা যেন ভুর্‌ভুরি ; তাঁ'তেই জন্ম, তাঁ'তেই লয়। ছেলে মেয়ে যেমন একটা বড় ভুর্‌ভুরির সঙ্গে পাঁচটা ছ'টা ছোট ভুর্‌ভুরি। শোক ক'রে কি হ'বে ?

৩১। যে সর্ব্বদা 'পাপ' 'পাপ' করে, সে শালাই পাপী হ'য়ে যায়।

৩২। পাপ পুণ্য আছে, আবার নাই। তিনি যদি 'অহং' তত্ত্ব রেখে দেন, তা হ'লে ভেদ বুদ্ধিও রেখে

দেন, পাপপুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু এক জনেতে অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন; তারা পাপ পুণ্য, ভাল মন্দের পার হ'য়ে যায়। ঈশ্বরদর্শন যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি, ভাল মন্দ জ্ঞান থাক্‌বেই থাক্‌বে। তুমি মুখে বল্‌তে পার, 'আমার পাপ পুণ্য সমান হ'য়ে গেছে, তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি ক'র্‌ছি।' কিন্তু অন্তরে জান যে, ওসব কথা মাত্র। মন্দ কাজটি ক'র্‌লেই মন ধুক্ ধুক্ ক'রবে।

৩৩। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। ফিরে ফিরে সংসারে আস্‌তে হ'বে; আর এই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হ'বে। তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হ'য়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তা'কে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীর ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোণার প্রতিমা একবার মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটির ছাঁচ রাখ্‌তেও পার, আর ভেঙ্গে ফেল্‌তেও পার।

৩৪। কেউ কেউ মনে করে, 'আমার বুঝি জ্ঞান ভক্তি হ'বে না; আমি বুঝি বদ্ধজীব।' গুরুর কৃপা হ'লে কিছুই ভয় নাই। *একটা ছাগলের পালে একটা* বাঘ প'ড়েছিল; এমন সময় লাফ দিতে গিয়ে তা'র

প্রসব হ'য়ে ছানা হ'য়ে গেল। বাঘটা মরে গেল। কিন্তু ছানাটা ছাগলের সঙ্গে মানুষ হ'তে লাগ্‌ল। তা'রাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়; তা'রাও ভ্যা ভ্যা করে, বাঘের ছানাটাও ভ্যা ভ্যা করে; ক্রমে ছানাটা খুব বড় হ'ল। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বড় বাঘ এসে প'ড়ল। সে ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাক্। তখন দৌড়ে এসে তা'কে ধর্‌লে। সেটাও ভ্যা ভ্যা কর্‌তে লাগ্‌ল। তাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল; ব'ল্‌লে—"দেখ্‌, জলের ভিতর তোর মুখ দেখ্‌; ঠিক আমার মত দেখ্‌। আর এই নে, খানিকটা মাংস; এইটে খা।" এই ব'লে তাকে জোর ক'রে খাওয়াতে লাগ্‌ল। সে কোন মতে খাবে না; ভ্যা ভ্যা ক'র্‌ছে। কিন্তু রক্তের আস্বাদ পেয়ে তখন খেতে আরম্ভ ক'র্‌লে। নূতন বাঘটা ব'ললে, "এখন বুঝেছিস্, আমিও যা তুইও তা; এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চ'লে আয়।" ঘাস খাওয়া কিনা কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলের মত ভ্যা ভ্যা ক'রে ডাকা, আর পলান,—সামান্য জীবের মত আচরণ করা। বাঘের সঙ্গে চ'লে যাওয়া—কিনা, গুরু যিনি চৈতন্য ক'র্‌লেন, তাঁ'র শরণাগত হওয়া, তাঁ'কেই আত্মীয় ব'লে জানা। নিজের ঠিক

মুখ দেখা কিনা, স্বস্বরূপকে চেনা। তাই গুরুর কৃপা হ'লে আর কোন ভয় নাই। তিনিই জানিয়ে দিবেন, "তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।"

৩৫। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মান্‌তে হয়। একজন শব সাধন ক'র্‌ছিল; গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা ক'র্‌ছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। শেষে তা'কে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে নেমে এসে আচমন ক'রে শবের উপর ব'সে গেল। একটু জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মা সাক্ষাৎকার হ'লেন ও ব'ললেন "আমি তোমার উপর প্রসন্ন হ'য়েছি, তুমি বর নাও।" সে মা'র পাদপদ্মে প্রণত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক্ হ'য়েছি। সে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন ক'রে, এতদিন ধ'রে তোমার সাধনা ক'র্‌ছিল, তা'কে তোমার দয়া হ'ল না, আর আমি কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হ'ল।" ভগবতী হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌লেন, "বাছা, তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই। তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা ক'রেছিলে।

সেই সাধন বলে এরূপ যোটপাট হ'য়েছে। তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল, কি বর চাও।"

৩৬। জ্ঞান হ'লেই মুক্তি। যেখানেই থাক, ভাগাড়েই মৃত্যু হ'ক, আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হ'ক; জ্ঞানীর মুক্তি হ'বে। তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর। পুরাণ মতে—চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয়, তা'র মুক্তি হ'বে। এ মতে নাম ক'র্‌লেই হয়। যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র,—এ সব দরকার নাই। বেদমত আলাদা, ব্রাহ্মণ না হ'লে মুক্তি হয় না। আবার ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হ'লে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্র, সব বিধি অনুসারে ক'র্‌তে হ'বে। কলিকালে বেদোক্ত কর্ম্ম কর্‌বার সময় কৈ? তাই কলিতে নারদীয় ভক্তি।

৩৭। কয় জনের জ্ঞান হয় না;—(১ম) যা'রা বাঁকামন, সরল নয়; (২য়) যা'র শুচিবাই; (৩য়) যা'রা সংশয়াত্মা।

৩৮। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দধি মন্থন ক'র্‌লে যেমন উত্তম মাখন উঠে থাকে, বেলা হ'লে কিন্তু আর ভাল মাখন তোলা যায় না, সেইরূপ বাল্যকালে যা'রা ঈশ্বরানুরাগী হয় ও সাধন ভজন করে, তা'দেরই ঈশ্বর লাভ হ'য়ে থাকে।

৩৯। বৈরাগ্য দুই প্রকার, তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য। মন্দা বৈরাগ্য—হ'চ্ছে, হ'বে,—ঢিমে তেতালা। তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত ক্ষুরের ধার—মায়াপাশ কচ্ কচ্ ক'রে কেটে দেয়। কোন চাষা কত দিন ধ'রে খাট্‌ছে, পুষ্করিণীর জল ক্ষেতে আর আস্‌ছে না, মনে রোখ্ নাই। আবার কেউ দুচার দিন পরেই 'আজ জল আন্‌ব ত ছাড়্‌ব', প্রতিজ্ঞা করে। নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ; সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যের সময় যখন জল কুল্ কুল্ ক'রে আস্‌তে লাগ্‌ল, তখন আনন্দ! তারপর বাড়ীতে গিয়ে পরিবারকে বলে, "দে, এখন তেল দে, নাইব।" নেয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা। একজনের স্ত্রী একদিন তা'র স্বামীকে ব'ল্‌লে, "দাদা আজ ক'দিন থেকে সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যিসী হ'বার চেষ্টা ক'র্‌ছে। খাওয়া কমিয়েছে, মাটিতে শোয়, বউয়ের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কয় না। তাই বড় ভাবনা হ'য়েছে, পাছে সন্ন্যিসী হ'য়ে বেরিয়ে যায়।' তা'র স্বামী ব'ল্‌লে, "দূর ক্ষেপী, সে যেতে পার্‌বে না। সন্ন্যিসী কি অমন ক'রে হয়?" স্ত্রী ব'ল্‌লে, "ওগো না, সে যে কাপড় ছুবিয়েছে, সব ঠিক ক'রেছে, নিশ্চয় যাবে। তোমার যেমন কথা, অমন ক'রে হয় না ত কেমন ক'রে হয়?"

তা'র স্বামী ব'ল্‌লে "কেমন ক'রে হয় দেখ্‌বি? এই এমনি ক'রে হয়।"—ব'লে নিজের পরা কাপড়খানি ছিঁড়ে কোপ্‌নী ক'রে প'রে বেরিয়ে গেল, আর এল না। এর নাম তীব্র বৈরাগ্য। সন্ন্যাসী হ'বার কথা শুনেই অমনি চৈতন্য হ'ল; অমনি সব ত্যাগ ক'রে চলে গেল। আর এক রকম বৈরাগ্য, তা'কে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্ব'লে গেরুয়া বসন প'রে কাশী গেল। অনেক দিন সংবাদ নাই! তারপর একখানা চিঠি এল, 'তোমরা ভাবিবে না; আমার এখানে একটি কর্ম্ম হইয়াছে।'

৪০। গঙ্গাজল জলের মধ্যে নয়, শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ ধূলোর মধ্যে নয়, আর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ অন্নের মধ্যে নয়। এই তিন ব্রহ্মের স্বরূপ।

৪১। সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নাই। যে সয় সেই রয়; যে না সয়, সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে 'স' তিনটে—'শ' 'ষ' 'স'। সকলেরই সহ্যগুণ থাকা চাই। যেমন কামারবাড়ীর লাইনের উপর কত জোর ক'রে বড় হাতুড়ি পেটে, তবুও কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। যে যা'ই বলুক ও যা'ই করুক না কেন, সব সহ্য ক'রে লবে।

৪২। যেমন বালককে রমণ সুখ বোঝান যায় না,

সেই রকম বিষয়াসক্ত মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবকে ব্রহ্মানন্দ বোঝান যায় না।

৪৩। লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। সেই রকম সাধু মহাপুরুষদের নিকটের লোকেরা বুঝ্‌তে পারে না; দূরের লোকেরা তাঁ'দের ভাবে মুগ্ধ হয়।

৪৪। দয়া আর মায়া, এ দুটি আলাদা জিনিষ। মায়া মানে—আত্মীয়ে মমতা, যেমন বাপ, মা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, এদের উপর ভালবাসা। দয়া সর্ব্বভূতে ভালবাসা, সমদৃষ্টি। কা'রও ভিতর যদি দয়া দেখ, যেমন বিদ্যাসাগরের, সে জান্‌বে, ঈশ্বরের দয়া। দয়া থেকে সর্ব্বভূতের সেবা হয়। মায়াও ঈশ্বরের। মায়ার দ্বারা তিনি আত্মীয়দের সেবা করিয়ে লন। তবে একটি কথা আছে, মায়াতে অজ্ঞান ক'রে রাখে, আর বদ্ধ করে। কিন্তু দয়াতে চিত্তশুদ্ধি হয়; ক্রমে বন্ধন মুক্তি হয়।

৪৫। যতক্ষণ বোধ যে, ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা তখনই জ্ঞান। একজন তামাক খাবে; প্রতিবেশীর বাড়ী টিকে ধরা'তে গেছে। রাত অনেক হ'য়েছে। তা'রা ঘুমিয়ে প'ড়েছিল। অনেকক্ষণ ধ'রে ঠেলাঠেলি কর্‌বার পর

একজন দোর খুল্‌তে নেমে এল। লোকটির সঙ্গে দেখা হ'লে সে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কি গো, কি মনে ক'রে?" সে ব'ললে "আর কি মনে ক'রে! তামাকের নেশা আছে জানত! টিকে ধরা'ব মনে ক'রে।" তখন সেই লোকটি ব'ল্‌লে, "বাঃ, তুমি ত বেশ লোক! এত কষ্ট ক'রে আসা, আর দোর ঠেলাঠেলি! তোমার হাতে যে লণ্ঠন র'য়েছে।" যা চায় তাই কাছে র'য়েছে; অথচ লোকে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়।

৪৬। সংসারী লোকের অবসর কই? একজন একটি ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল। তা'র বন্ধু ব'ল্‌লে, "একটি উত্তম ভাগবতের পণ্ডিত আছে; কিন্তু তা'র একটু গোল আছে। তা'র নিজের অনেক চাষবাস দেখ্‌তে হয়। চারখানা লাঙ্গল, আটটা হেলে গরু; সর্ব্বদা তদারক ক'র্‌তে হয়; অবসর নাই।" যা'র পণ্ডিতের দরকার সে ব'ল্‌লে, "আমার এমন ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার নাই, যা'র অবসর নাই। লাঙ্গল-হেলেগরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজছি না। আমি এমন ভাগবত পণ্ডিত চাই, যে আমাকে ভাগবত শুনাতে পারে।" এক রাজা রোজ ভাগবত শুন্‌ত। পণ্ডিত পড়া শেষ হ'লে রাজাকে ব'ল্‌ত, "রাজা বুঝেছ?" রাজাও রোজ বলে, "তুমি আগে বোঝ।" পণ্ডিত

বাড়ী গিয়ে রোজ ভাবে,—রাজা এমন কথা বলে কেন যে, তুমি আগে বোঝ। লোকটা সাধন ভজন ক'র্‌ত; ক্রমে চৈতন্য হ'ল। তখন দেখ্‌লে যে, হরিপাদপদ্মই সার, আর সব মিথ্যা। সংসারে বিরক্ত হ'য়ে বেরিয়ে গেল। কেবল একজনকে পাঠালে রাজাকে ব'ল্‌তে যে,—রাজা, এইবারে বুঝেছি।

৪৭। মৃত্যুকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। মর্‌বার পর কিছুই থাক্‌বে না। এখানে কতকগুলি কর্ম্ম ক'র্‌তে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী—কল্‌কাতায় কর্ম্ম ক'র্‌তে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার; বাগান যদি কেউ দেখ্‌তে আসে ত বলে, "এ বাগানটি আমাদের," "এ পুকুর আমাদের পুকুর"। কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তখন তা'র আমের সিন্দুকটি নিয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না, দরোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়।

৪৮। তুমি কলকলানি ছাড়। ঘি কাঁচা থাক্‌লেই কল্ কল্ করে। একবার তাঁ'র আনন্দ পেলে, বিচার বুদ্ধি পালিয়ে যায়। মধুপানের আনন্দ পেলে ভন্‌-ভনানি থাকে না। বই প'ড়ে কতকগুলো কথা ব'ল্‌তে পার্‌লে কি হবে? পণ্ডিতেরা কত শ্লোক বলে,—'শীর্ণ গোকুল মণ্ডলী!' এই সব। 'সিদ্ধি' 'সিদ্ধি' মুখে

ব'ল্‌লে কি হ'বে? কুলকুচো ক'র্‌লেও কিছু হ'বে না। পেটে ঢুকুতে হবে; তবে নেশা হ'বে। ঈশ্বরকে নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে না ডাক্‌লে, এ সব কথা ধারণা হয় না।

৪৯। ওরে কালে হ'বে, কালে বুঝ্‌বি। বিচিটা পুঁত্‌লেই কি অমনি ফল পাওয়া যায়? আগে অঙ্কুর হ'বে, তারপর চারা গাছ হ'বে, তারপর সেই গাছ বড় হ'য়ে তা'তে ফুল ধর্‌বে; তারপর ফল—সেই রকম। তবে লেগে থাক্‌তে হ'বে; ছাড়্‌লে হ'বে না। তাঁ'র সেবা, বন্দনা, ও অধীনতা—কি না দীনভাব, এই নিয়ে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে থাক্‌তে থাক্‌তে সব হ'বে; তাঁ'র দর্শন পাওয়া যা'বেই যা'বে। তা না ক'রে ছেড়ে দিলে কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই হ'ল। একজন চাক্‌রি ক'রে কষ্টে স্মৃষ্টে কিছু কিছু ক'রে টাকা জমা'ত। একদিন গুণে দেখে যে, হাজার টাকা জমেছে। অমনি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে মনে ক'রলে তবে আর কেন চাক্‌রি করা? হাজার টাকা ত জমেছে, আর কি!—এই ব'লে চাক্‌রি ছেড়ে দিলে। এতটুকু আধার, এতটুকু আশা। ঐ পেয়েই সে ফুলে উঠ্‌ল; ধরাকে সরা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর হাজার টাকা খরচ হ'তে আর ক'দিন লাগে? অল্প দিনেই ফুরিয়ে গেল। তখন দুঃখে কষ্টে

আবার চাকরির জন্য ফ্যা ফ্যা ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল! ও রকম ক'র্‌লে চল্‌বে না; তাঁ'র (ভগবানের) দ্বারে প'ড়ে থাক্‌তে হ'বে; তবে ত হ'বে।

৫০। একটা ভাব পাকা ক'রে ধ'রে তাঁ'কে আপনার ক'রে নিতে হ'বে; তবে তাঁ'র উপর জোর চ'ল্‌বে। এই দেখ না, প্রথম প্রথম একটু আধটু ভাব যতক্ষণ, ততক্ষণ 'আপনি' 'মশাই' ইত্যাদি লোকে ব'লে থাকে; সেই ভাব যেই বাড়্‌ল, অমনি 'তুমি' 'তুমি' —আর তখন 'আপনি টাপনি' গুলো বলা আসে না; যেই আরও বাড়্‌ল, আর তখন 'তুমি টুমি'তেও সানে না—তখন 'তুই, মুই'। তাঁ'কে আপনার হ'তে আপনার ক'রে নিতে হ'বে, তবে ত হ'বে। যেমন নষ্ট মেয়ে পরপুরুষকে প্রথম প্রথম ভালবাস্‌তে শিখ্‌ছে, —তখন কত লুকোলুকি, কত ভয়, কত লজ্জা; তারপর যেই ভাব বেড়ে উঠ্‌ল, তখন আর কিছু নাই, একেবারে তা'র হাত ধ'রে সকলের সাম্‌নে কুলের বাইরে এসে দাঁড়াল; তখন যদি সে পুরুষটা তা'কে আদর যত্ন না ক'রে ছেড়ে যেতে চায়, ও তা'র গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধ'রে বলে, "তোর জন্যে পথে দাঁড়ালুম, এখন তুই খেতে দিবি কি না, বল্‌।" সেই রকম যে ভগবানের জন্য সব ছেড়েছে, তাঁ'কে আপনার ক'রে নিয়েছে, সে

তাঁর উপর জোর ক'রে বলে, 'তোর জন্যে সব ছাড়্‌লুম, এখন দেখা দিবি কি না, বল্।'

৫১। বিচার ক'রতে ক'র্‌তে সংসারের কোনও বিষয়টা ভোগ ক'র্‌তে গেলেই যে মন ঐ বিষয় ত্যাগ ক'র্‌বে, এ কথা নিশ্চিত। যেমন ধর, রসগোল্লা খা'বে ব'লে মন ভারি ধ'রেছে, কিছুতেই আর বাগ্ মান্‌ছে না, যত বিচার ক'র্‌ছ সব যেন ভেসে যাচ্ছে। তখন কতকগুলো রসগোল্লা এনে এ গাল ও গাল ক'রে চিবিয়ে খেতে খেতে মনকে ব'ল্‌বি—'মন, এরই নাম রসগোল্লা; এও আলু পটলের মত পঞ্চভূতের বিকারে তৈয়ারী হ'য়েছে; এও খেলে শরীরে গিয়ে রক্ত মাংস মল মূত্র হবে; যতক্ষণ গালে আছে, ততক্ষণই এটা মিষ্টি—গলার নীচে নাব্‌লে আর এ আস্বাদের কথা মনে থাক্‌বে না; আবার বেশী খাও ত অসুখ হ'বে। এর জন্য এত লালায়িত হও? ছিঃ! ছিঃ!—এই খেলে আর খেতে চেও না।' সামান্য সামান্য বিষয়গুলি এই রকম ক'রে বিচার বুদ্ধি নিয়ে ভোগ ক'রে ত্যাগ করা চলে; কিন্তু বড় বড় গুলোতে ও রকম করা চলে না; ভোগ ক'র্‌তে গেলেই বন্ধনে প'ড়ে যেতে হয়। সে জন্য বড় বড় বাসনা-গুলোকে বিচার ক'রে তা'তে দোষ দেখে মন থেকে তাড়াতে হয়।

৫২। রাণীর জামাইদের কেউ যদি প'ড়ে পা ভেঙ্গে ফেল্‌ত, তবে কি তা'কে ত্যাগ ক'রে আর একজনকে তা'র জায়গায় এনে বসান হ'ত? না, তা'র চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হ'ত? এখানেও সেই রকম করা হ'ক; মূর্ত্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হ'চ্ছে তেমনি পূজা করা হ'ক। ত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে কিসের জন্য?

৫৩। ভগবান্‌ কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট ব'সে যে যা কিছু প্রার্থনা করে, তাই তা'র লাভ হয়। এই নিমিত্ত সাধন ভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন খুব সাবধানে কামনা ত্যাগ ক'র্‌তে হয়! কেমন জান,—একব্যক্তি কোন সময় ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়। পথে রৌদ্রের তাপে ও পথভ্রমণের ক্লেশে অতিশয় ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হ'য়ে কোন একটি বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন ক'রে শ্রান্তি দূর ক'রতে ক'র্‌তে মনে মনে ভাব্‌লে যে, এই সময়ে যদি একটি উত্তম শয্যা মেলে তা হ'লে তা'তে অতি সুখে নিদ্রা যাই। পথিক যে কল্পতরুর নিম্নে ব'সেছিল তা সে জান্‌ত না। মনে মনে যেমন এই বাসনা উঠ্‌ল, তৎক্ষণাৎ সেইখানে উত্তম শয্যা এসে প'ড়্‌ল। পথিক অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে তাহাতেই শয়ন ক'র্‌লে ও মনে মনে ভাবতে লাগ্‌ল,—এই সময় যদি একটি স্ত্রীলোক

এসে আমার পদসেবা করে, তা হ'লে অতি সুখে শয়ন ক'র্‌তে পারি। এই সঙ্কল্প হ'তে না হ'তে তখনই এক যুবতী পথিকের পদতলে এসে ব'সে তা'র পদসেবা ক'র্‌তে লাগ্‌ল। এই দেখে পথিকের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। তারপর তা'র খুব ক্ষুধা পেতে লাগ্‌ল; সে মনে ক'র্‌লে,—যা ইচ্ছা ক'রেছিলাম তা ত পেলুম; তবে কি কিছু খাবার জিনিষ পাব না? ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তে তা'র নিকট অমনি নানা-প্রকার খাবার জিনিস এসে জুট্‌ল। পথিক সেগুলি দিয়ে তখনই উদরপূর্ণ ক'রে সেই শয্যায় শয়ন ক'রে সেদিনকার সব ঘটনা ভাব্‌ছে; এমন সময় তা'র মনে হ'ল, যে, এ সময় যদি হঠাৎ একটা বাঘ এসে পড়ে, তা হলেই বা কি করা যায়? যেমন এইটি মনে হওয়া, অমনি এক প্রকাণ্ড বাঘ লম্ফ দিয়ে এসে তা'কে ধ'র্‌লে আর তা'র ঘাড় থেকে রক্ত পান ক'র্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে পথিকের জীবন শেষ হ'ল। এ সংসারে জীবেরও ঠিক এইরূপ দশা ঘ'টে থাকে। ঈশ্বর সাধন ক'র্‌তে গিয়ে বিষয়, ধন, জন, মান, যশ ইত্যাদির কামনা ক'র্‌লে তা কিছু কিছু লাভ হয় বটে, কিন্তু শেষে ব্যাঘ্রেরও ভয় থাকে; অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, মান, অপমান ও বিষয়-

নাশরূপ ব্যাঘ্র স্বাভাবিক ব্যাঘ্র হ'তেও লক্ষগুণে যন্ত্রণা-দায়ক।

৫৪। সব দেখ্‌ছি কলাইয়ের ডালের খদ্দের। কামিনী-কাঞ্চন ছাড়্‌তে চায় না। লোকে মেয়ে মানুষের রূপে ভুলে যায়, টাকা, ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে ভুলে যায়; কিন্তু ঈশ্বরের রূপ দর্শন ক'র্‌লে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়। রাবণকে একজন ব'লেছিল, "তুমি সব রূপ ধ'রে সীতার কাছে যাও, রামরূপ ধরনা কেন? রাবণ ব'ললে, "রাম-রূপ হৃদয়ে একবার দেখ্‌লে রম্ভা, তিলোত্তমা এদের চিতার ভস্ম ব'লে বোধ হয়; ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রীর কথা ত দূরে থাক্। সব কলাইয়ের ডালের খদ্দের। শুদ্ধ আধার না হ'লে ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি হয় না; এক লক্ষ্য হয় না, নানাদিকে মন থাকে।

৫৫। কাগজে তেল লাগ্‌লে তা'তে আর লেখা চলে না; তেমনি জীবে কাম-কাঞ্চনরূপ তেল লাগ্‌লে তা'তে আর সাধন চলে না। সে তেল মাখা কাগজ খড়ি দিয়ে ঘ'সে নিলে তা'তে লেখা যায়, তেমনি জীবে কাম-কাঞ্চনরূপ তেল লাগ্‌লে ত্যাগরূপ খড়ি দিয়ে ঘ'সে নিলে তবে সাধন চলে।

৫৬। কেশবকে একদিন রাত্রে থাক্‌তে বলায় সে ব'ল্‌লে,—না কাজ আছে, যেতে হ'বে। তখন আমি হেসে

ব'ল্‌লাম, আঁস চুপড়ির গন্ধ না হ'লে কি ঘুম হ'বে না? একজন মেছুনী মালীর বাড়ীতে অতিথি হ'য়েছিল; মাছ বিক্রি ক'রে আস্‌ছে, চুপড়ি হাতে আছে। তা'কে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হ'ল। অনেক রাত পর্য্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হ'চ্ছে না; বাড়ীর গিন্নী সেই অবস্থা দেখে ব'ল্‌লে "কি গো, তুই ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিস্‌ কেন?" সে ব'ল্‌লে, কে জানে বাপু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম হ'চ্ছে না। আমার আঁস চুপড়িটা আনিয়ে দিতে পার? তা হ'লে বোধ হয় ঘুম হ'তে পারে।" শেষে আঁস চুপড়ি আনাতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোস্‌ ভোস্‌ ক'রে ঘুমোতে লাগ্‌ল। কামিনী-কাঞ্চন আঁস চুপড়ি; সাধুসঙ্গ ফুলের গন্ধ।

৫৭। জয়পুরের গোবিন্দজীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ ক'রত না! তখন তা'দের খুব তেজস্বী ভাব ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু তা'রা যায় নাই; ব'লেছিল, "রাজাকো আনে বোলো।" তারপর রাজা তাদের বিবাহ দিয়েছিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বার জন্য আর কাকেও ডাক্‌তে হ'ত না। তা'রা নিজেই রাজার কাছে গিয়ে ব'ল্‌ত, "মহারাজ, আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে এসেছি, এই নির্ম্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন।" কাজে কাজেই তা'দের

ঐরূপ ক'র্‌তে হ'ত। কেন না, আজ তা'দের ঘর তুল্‌তে হ'বে, কাল তা'দের ছেলের অন্নপ্রাশন, পরশু তা'দের হাতে খড়ি, ইত্যাদি নানা কারণে পয়সার দরকার।

৫৮। যেমন সাপ দেখ্‌লে লোকে ব'লে থাকে, "মা মনসা, মুখটি লুকিয়ে রেখ' আর লেজটি দেখিয়ো" ; তেমনি যুবতী স্ত্রীলোক দেখ্‌লে, 'মা' ব'লে নমস্কার ক'র্‌বে, আর তা'দের মুখের দিকে না চেয়ে, পায়ের দিকে চাইবে ; তা হ'লে আর পতনের ভয় থাক্‌বে না।

৫৯। মেয়েদের গান শিখিয়ো না। আপনা আপনি গায় সে এক। যা'র তা'র কাছে গাইলে লজ্জা ভেঙ্গে যাবে। লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার।

৬০। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে থেকে কেমন ক'রে হ'বে ? অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। একজন ফকির আকবর সা'র কাছে কিছু টাকা আন্‌তে গিয়েছিল। বাদ্‌সা তখন নমাজ প'ড়্‌ছে আর ব'ল্‌ছে, "হে খোদা আমায় ধন দাও, দৌলত দাও।"

ফকির তখন চ'লে আসবার উপক্রম ক'র্‌লে। কিন্তু আকবর সা তা'কে ব'স্‌তে ইসারা ক'র্‌লেন ; নমাজের পর জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "তুমি কেন চ'লে যাচ্ছিলে ?" সে ব'ল্‌লে, "আপনিই ব'ল্‌ছিলেন ধন দাও, দৌলত

দাও; যখন দেখ্‌লুম, আপনিও ধন দৌলতের ভিখারী তখন মনে ক'র্‌লুম যে, ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কি হ'বে? যদি চাইতে হয়, ত আল্লার কাছে চাইব।

৬১। টাকার অহঙ্কার ক'র্‌তে নাই। যদি বল, আমি ধনী; ধনীর আবার তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকী পোকা উঠে, সে মনে করে,—আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিন্তু যেই নক্ষত্র উঠ্‌ল, অমনি তা'র অভিমান চ'লে গেল। তখন নক্ষত্রেরা মনে করে,—আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিন্তু পরে যখন চন্দ্র উঠ্‌ল, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হ'য়ে গেল। চন্দ্র মনে ক'র্‌লে আমার আলোয় জগৎ হাস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অরুণোদয় হ'ল, তখন চন্দ্র মলিন হ'য়ে গেল; খানিক পরে আর দেখা গেল না। ধনীরা যদি এ গুলি' ভাবে, তাহ'লে আর তাদের ধনের অহঙ্কার থাকে না।

৬২। একজন সাধু গুরুর উপদেশ নিয়ে একটি নির্জন স্থানে সামান্য একটি পর্ণ কুটীর ক'রে সাধন ভজন ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি প্রত্যহ স্নান ক'রে ভিজে কাপড় ও কৌপিন কুটীরের কাছে একটি গাছে শুকোবার জন্য রেখে দিতেন; সাধু যখন ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে যেতেন, সেই সময় ইঁদুর এসে কৌপীন কেটে

দিত। সাধু ভিক্ষায় বেরিয়ে গ্রামবাসীদের কাছে ইঁদুরের উপদ্রবের কথা জানালেন। গ্রামবাসীরা ব'ললে "আপনাকে রোজ রোজ কে কৌপীন দেবে? আপনি এক কাজ করুন,—একটা বিড়াল পুষুন, তা হ'লে আর বিড়ালের ভয়ে ইঁদুর আস্‌বে না। সাধু তখনই একটা বিড়ালের বাচ্ছা নিয়ে এলেন। সেই দিন থেকেই ইঁদুরেব উপদ্রব বন্ধ হ'ল। সাধু সেই বিড়ালটাকে দুধ ভিক্ষা ক'রে এনে খাওয়াতে লাগ্‌লেন। কিছুদিন পরে কোন ব্যক্তি তাঁ'কে ব'ল্‌লে, "সাধুজী, আপনার রোজ দুধের দরকার; দু চার দিন ভিক্ষা ক'রে চ'ল্‌তে পারে। বার মাস কে আপনাকে দুধ দেবে? একটি গরু পুষুন; তা হ'লে তা'র দুধ খেয়ে আপনিও পরিতৃপ্ত হ'বেন, আর বিড়ালকেও খাওয়াতে পারবেন। অল্পদিনের মধ্যেই সাধু একটি গাভী সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলেন। ক্রমে সাধু সেই গরুর খড় বিচিলী গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। তখন গ্রামের লোকেরা তাঁ'কে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, "আপনার কুটীরের নিকট পতিত জমিতে চাষবাস করুন, তা হ'লে আর খড় বিচিলীর জন্য ভিক্ষা ক'র্‌তে হ'বে না।" তখন সাধু নিকটের পতিত জমিতে চাষ আরম্ভ ক'র্‌লেন। শস্যাদি রাখবার জন্য গোলাবাড়ী ইত্যাদি

প্রস্তুত ক'রে তিনি ঠিক গৃহস্থের মত মহাব্যস্ত হ'য়ে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। কিছু দিন পরে সাধুটির গুরু এসে সেখানে উপস্থিত হ'লেন; শিষ্যকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "বৎস! এ সব কি?" শিষ্য অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ল্‌লে, "প্রভুজী, এসব এক কৌপিনকা ওয়াস্তে।" গুরুর দর্শনে তাঁ'র সকল আসক্তি কেটে গেল ও তখনই সেই সব ত্যাগ ক'রে গুরুর সঙ্গে চ'লে গেলেন।

৬৩। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ হয় নাই, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে। কিন্তু জ্ঞানলাভ হ'লে আর এ সংসারে আস্‌তে হয় না; পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয় না। কুমোরেরা হাঁড়ি রৌদ্রে শুকুতে দেয়। দেখ নাই তা'র ভিতরে পাকা হাঁড়িও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়িও আছে। গরু টরু চ'লে গেলে হাঁড়ি কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়; তার দ্বারা আর কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গলে কুমোর তা'দের আবার নেয়, নিয়ে চাকাতে তাল পাকিয়ে দেয়, নূতন হাঁড়ি তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে,—অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আস্‌তে হ'বে। সিদ্ধ ধান পুত্‌লে কি হ'বে? আর

গাছ হয় না। মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হ'লে, তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না। সে মুক্ত হ'য়ে যায়।

৬৪। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হ'য়ে যা'বে; কিছুই থাক্‌বে না; মা কেবল সৃষ্টির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন। আবার নূতন সৃষ্টির সময় সেই বীজ গুলি বা'র ক'র্‌বেন। গিন্নীদের যেমন ন্যাতাকাঁতার হাঁড়ি থাকে; তা'তে শসাবীচি, সমুদ্রের ফেণা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটলিতে বাঁধা থাকে।

৬৫। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানারকম জীবজন্তু, গাছ-পালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে; বাঘের মত হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে, আর বিষফল হয় এমনও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে, অসাধুও আছে, সংসারী জীব আছে, আবার ভক্ত আছে। জীব চার প্রকার:— বদ্ধ-জীব, মুমুক্ষু-জীব, মুক্ত-জীব ও নিত্য-জীব। নিত্য-জীব:—যেমন নারদাদি; এরা সংসারে থাকে, জীবের মঙ্গলের জন্য, জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য। বদ্ধ-জীব:—বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে থাকে আর ভগবানকে ভুলে থাকে, ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। মুমুক্ষু-জীব:—যা'রা মুক্ত হ'বার ইচ্ছা করে; কিন্তু তা'দের

মধ্যে কেউ মুক্ত হ'তে পারে, কেউ বা পারে না। মুক্ত-জীব ঃ—যা'রা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আর বদ্ধ নয়; যেমন সাধু মহাত্মারা; যা'দের মনে বিষয়-বুদ্ধি নাই, আর যা'রা সর্ব্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে। যেমন জাল ফেলা হ'য়েছে পুকুরে। দু চারটা মাছ এমন সিয়ানা যে কখনও জালে পড়ে না; এরা নিত্য জীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে, এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে; এরা মুমুক্ষু জীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছই পালাতে পারে না; দু চারটা ধপাং ধপাং ক'রে জাল থেকে পালিয়ে যায়,—তখন জেলেরা বলে, 'ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল' কিন্তু যা'রা জালে প'ড়েছে, অধিকাংশই পালাতে পারে না, আর পালাবার চেষ্টাও করে না; বরং জাল মুখে ক'রে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ ক'রে মুখ গুঁজ্‌রে শুয়ে থাকে; মনে করে, "আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি।" কিন্তু জানে না যে, জেলে হড়্ হড়্ ক'রে আড়ায় তুল্‌বে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।

৬৬। মানুষগুলি দেখ্‌তে সব এক রকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশী, কারু রজোগুণ বেশী, কারু তমোগুণ বেশী। পুলিগুলি দেখ্‌তে সব এক রকম; কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর,

কারু ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।

৬৭। যতদিন ব্যাঙ্গাচির লেজ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে। তারপর লেজ খ'সে গেলে সে জলেও থাক্‌তে পারে আবার ডাঙ্গায়ও থাক্‌তে পারে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ লেজ থাকে, ততদিন সে সংসাররূপ জলে থাকে। অবিদ্যারূপ লেজ খ'সে গেলে সংসারেও থাক্‌তে পারে, আবার সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে।

৬৮। অবতার ইচ্ছা ক'রে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে। যেমন ছেলেরা কাণামাছি খেলে; কিন্তু মা ডাক্‌লেই খেলা থামায়। জীবের আলাদা কথা; যে কাপড়ে চোখ বাঁধা, সেই কাপড়ে পিঠে আটটা ইস্‌কুরুপ দিয়ে বাঁধা। অষ্ট পাশ; লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক, জুগুপ্সা (গোপনের ইচ্ছা) ঐ অষ্টপাশ। গুরু না খুলে দিলে হয় না।

৬৯। সকলেরই যে সাধন ক'র্‌তে হয়, তাও নয়। নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ। কেউ অনেক সাধন ক'রে ঈশ্বরকে পায়; কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ, যেমন প্রহ্লাদ। হোমাপাখী আকাশে থাকে, ডিম পাড়্‌লে ডিম প'ড়্‌তে থাকে,—পড়তে প'ড়্‌তেই ডিম ফুটে যায়; ছানাটা

বেরিয়ে আবার প'ড়্‌তে থাকে। এখনও এত উচু যে, প'ড়তে প'ড়তে পাখা উঠে। যখন পৃথিবীর কাছে এসে পড়ে, তখন পাখীটা দেখ্‌তে পায়, তখন বুঝতে পারে যে মাটিতে লাগ্‌লে চুরমার হ'য়ে যা'বে। তখন একেবারে মা'র দিকে চোঁ চোঁ দৌড় দিয়ে উড়ে যায়। কোথায় মা! কোথায় মা! প্রহ্লাদাদি নিত্যসিদ্ধের সাধন ভজন পরে। সাধনের আগে ঈশ্বর লাভ। যেমন লাউ কুমড়োর আগে ফল, তা'র পরে ফুল। নীচ বংশেও যদি নিত্যসিদ্ধ জন্মায়, সে তাই হয়, আর কিছু হয় না। ছোলা বিষ্ঠা-কুড়ে প'ড়্‌লে ছোলাগাছই হয়।

৭০। সাধন সিদ্ধ আর কৃপাসিদ্ধ। কেউ কেউ অনেক কষ্টে ক্ষেত্রে জল ছেঁচে আনে; আন্‌তে পার্‌লে ফসল হয়। আবার কারু জল ছেঁচ্‌তে হ'ল না, বৃষ্টির জলে ভেসে গেল; কষ্ট ক'রে আর জল আন্‌তে হ'ল না। এই মায়ার হাত থেকে এড়াতে গেলে কষ্ট ক'রে সাধন ক'র্‌তে হয়; কৃপাসিদ্ধের কষ্ট ক'র্‌তে হয় না। সে কিন্তু দুএকজন। আর নিত্যসিদ্ধের—এদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হ'য়ে আছে। যেন ফোয়ারা বুজে আছে; মিস্ত্রি এটা খুল্‌তে, ওটা খুল্‌তে ফোয়ারাটাও খুলে দিলে, আর ফড়্‌ ফড়্‌ ক'রে জল বেরুতে লাগ্‌ল। নিত্যসিদ্ধের প্রথম অনুরাগ যখন লোকে

দেখে, তখন অবাক্ হয় ; বলে, "এত ভক্তি, বৈরাগ্য, প্রেম, কোথায় ছিল ?"

৭১। এটা ভাল নয় যে, আমরা যা বুঝেছি তাই ঠিক, আর যে যা বল্‌ছে সব ভুল। আমরা নিরাকার ব'ল্‌ছি, অতএব তিনি নিরাকার, তিনি সাকার নন। আমরা সাকার ব'ল্‌ছি, অতএব তিনি সাকার, তিনি নিরাকার নন। মানুষ কি তাঁ'র ইতি ক'র্‌তে পারে ? এই রকম বৈষ্ণব শাক্তদের ভিতর রেষারেষি আছে। বৈষ্ণব বলে, 'আমার কেশব', আবার শাক্ত বলে, 'আমার ভগবতী,' একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা। যত লোক দেখি, "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" ক'রে এ ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌ছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌ছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া করে। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁ'কে 'কৃষ্ণ' ব'ল্‌ছ, তাঁকেই 'শিব' বলা হয়, তাঁ'কেই 'আদ্যাশক্তি' বলা হয় ; তাঁ'কেই 'যীশু' বলা হয়, তাঁ'কেই 'আল্লা' বলা হয়। 'এক রাম, তাঁ'র হাজার নাম।' বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এ জিনিষকে চাচ্ছে, তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেক গুলি ঘাট আছে। হিন্দুরা একঘাটে থেকে জল নিচ্ছে, তা'রা ব'ল্‌ছে 'জল'। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে জল

নিচ্ছে, তা'রা ব'ল্‌ছে 'পানি'। খৃষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে, তা'রা ব'ল্‌ছে 'ওয়াটার।' যদি কেউ বলে, "না, এ জিনিষটা 'জল' নয় 'পানি', কি 'পানি' নয়, 'ওয়াটার', কি 'ওয়াটার' নয় 'জল', তা হ'লে হাসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া, ধর্ম্ম নিয়ে লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি, এসব ভাল নয়। সকলেই তাঁ'র পথে যা'চ্ছে। আন্তরিক হ'লেই—ব্যাকুল হ'লেই তাঁ'কে লাভ ক'র্‌বে।

৭২। নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে, তবে অনুরাগ না থাক্‌লে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। তা না হ'লে, শুধু নাম ক'রে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মন র'য়েছে, তাতে কি হয়? বিছে বা ডাকুর (বড় মাকড়সা) কামড় অমনি মন্ত্রে সারে না—ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয়।'

৭৩। তাই নামও কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যা'তে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়; আর যে সব জিনিষ দুদিনের জন্য—যেমন টাকা, মান, দেহের সুখ,—তা'দের উপর যা'তে ভালবাসা ক'মে যায়, প্রার্থনা কর।

৭৪। তাঁ'র নাম ক'র্‌লে সব পাপ কেটে যায় কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ ইচ্ছা, এই সব পালিয়ে যায়।

৭৫। 'তন্নামে অরুচি!' বিকারে যদি অরুচি হ'ল তা হ'লে আর বাঁচ্‌বার পথ থাকে না; যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচ্‌বার খুব আশা। তাই নামে রুচি। ঈশ্বরের নাম ক'র্‌তে হয়। দুর্গা নাম, কৃষ্ণ নাম, শিব নাম, যে নাম ব'লে ঈশ্বরকে ডাক না কেন। যদি নাম ক'র্‌তে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তা হ'লে আর কোন ভয় নাই। বিকার কাট্‌বেই কাট্‌বে; তাঁ'র কৃপা হ'বেই হ'বে।

৭৬। নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব ব'লেছিলেন, ঈশ্বরের নামে ভারি মাহাত্ম্য, শীঘ্র ফল না হ'তে পারে, কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হ'বেই হ'বে। যেমন কেউ বাড়ীর কার্ণিশের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল। অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল; তখনও সেই বীজ মাটিতে প'ড়ে গাছ হ'ল, তা'র ফলও হ'ল। কেন? নাম কি কম? তিনি আর তা'র নাম তফাৎ নয়। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে স্বর্ণ মণি মাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে ওজন ক'র্‌ছিলেন, তখন হ'ল না। যখন রুক্মিণী তুলসী আর কৃষ্ণনাম একদিকে লিখে দিলেন, তখন ঠিক ওজন হ'ল।

৭৭। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—

"কি, আমি তাঁ'র নাম ক'রেছি, আমার এখনও পাপ থাক্‌বে? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি?" ভগবানের নাম ক'র্‌লে মানুষের দেহ, মন, সব শুদ্ধ হ'য়ে যায়। কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম্ম যা ক'রেছি, আর ক'রব না; আর তাঁ'র নামে বিশ্বাস কর।

৭৮। মনকে একাগ্র কর্‌বার জন্য ধ্যান ক'র্‌বার আগে হাততালি দিয়ে খানিকক্ষণ 'হরিবোল' 'হরিবোল' ব'ল্‌বে। গাছের তলায় হাততালি দিলে যেমন গাছের পাখী উড়ে যায়, তেমনি 'হরিবোল', 'হরিবোল' ব'ল্‌লে কুচিন্তা মন থেকে চ'লে যায়।

৭৯। মন্দির দেখ্‌লে তাঁ'কেই মনে পড়ে;—উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁ'র কথা হয়, সেইখানে তাঁ'র আবির্ভাব হয়, আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয়।

৮০। একজন মুসলমান নমাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে 'হো আল্লা' হো আল্লা' ব'লে চীৎকার ক'রে ডাক্‌ছিল। তা'কে একজন লোক এসে ব'ল্‌লে, 'তুই আল্লাকে ডাক্‌ছিস্, তা অতো চেঁচাচ্ছিস্ কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নূপুর শুন্‌তে পান!' তাঁ'তে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খুব কাছে দেখে; হৃদয়ের মধ্যে দেখে। কিন্তু আর একটি কথা আছে;

যত এই যোগ হ'বে, ততই বাহিরের জিনিস থেকে মন স'রে আস্‌বে। ভক্তমালে একজন ভক্তের কথা আছে ;—সে বেশ্যালয়ে রোজ যেত। একদিন অনেক রাত্রে যাচ্ছে। বাড়ীতে বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ হ'য়েছিল, তাই দেরী হ'য়েছে। শ্রাদ্ধের খাবার বেশ্যাকে দেবে ব'লে হাতে ক'রে ল'য়ে যাচ্ছে। তা'র বেশ্যার দিকে এত একাগ্র মন যে, কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কোন্‌খান দিয়ে যাচ্ছে, এসব কিছু হুঁস নাই। পথে এক যোগী চক্ষু বুঁজে ঈশ্বর চিন্তা ক'র্‌ছিল ; তার গায়ে পা দিয়ে চ'লে যাচ্ছে, যোগী রাগ ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, 'কি, তুই দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না ? আমি ঈশ্বরকে চিন্তা ক'র্‌ছি, তুই গায়ের উপর পা দিয়ে চ'লে যাচ্ছিস্‌।' তখন সে লোকটি ব'ল্‌লে, "আমায় মাপ ক'র্‌বেন ; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ্যাকে চিন্তা ক'রে আমার হুঁস নাই, আর আপনি ঈশ্বর চিন্তা ক'র্‌ছেন, আপনার সব বাহিরের হুঁস্‌ আছে ! এ কি রকম ঈশ্বর চিন্তা ?" সে ভক্ত শেষে সংসার ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনায় চ'লে গিয়েছিল। বেশ্যাকে ব'লেছিল, "তুমি আমার গুরু ; কেন না, তুমিই শিখিয়েছ, কি রকম ক'রে ঈশ্বরে অনুরাগ ক'র্‌তে হয়।" বেশ্যাকে 'মা' ব'লে ত্যাগ ক'রেছিল।

৮১। যখন কোন দেব দেবীর গান গাইবি, আগে চোখের সামনে তাঁ'কে দাঁড় করাবি, তাঁ'কে শুনাচ্ছিস্ মনে ক'রে তন্ময় হ'য়ে গাইবি। লোককে শুনাচ্ছিস্ কখনও ভাব্‌বি না, তা হ'লে লজ্জা আস্‌বে না।

৮২। সাধকের ধ্যানের সময় মধ্যে মধ্যে এক রকম নিদ্রার মতন আসে; তা'কে যোগনিদ্রা বলে। সে অবস্থায় অনেক সাধক ভগবানের রূপ দেখ্‌তে পায়।

৮৩। যা'রা শিষ্য ক'রে বেড়ায়, তা'রা হাল্‌কা থাকের লোক। আর যা'রা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানারকম শক্তি চায়, তা'রাও হাল্‌কা থাক। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হ'য়ে যাব, এই শক্তি; অন্য আর একদেশে একজন কি কথা ব'ল্‌ছে, তাই ব'ল্‌তে পারা, এই এক শক্তি। ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হওয়া এই সব লোকের ভারি কঠিন। যা'রা হীন-বুদ্ধি তা'রাই সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতান, জলে হেঁটে চ'লে যাওয়া এই সব। যা'রা শুদ্ধ ভক্ত, তা'রা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চায় না।

৮৪। গুরুগিরি বেশ্যাগিরির মত। ছার টাকা কড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা, এই সবের জন্য আপনাকে বিক্রী করা। যে শরীর, মন, আত্মা

দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই শরীর, মন, আত্মাকে সামান্য জিনিষের জন্য এরূপ ক'রে রাখা ভাল নয়। একজন ব'লেছিল, 'পাঁচির এখন খুব সময়, এখন তা'র বেশ হ'য়েছে,—একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে, ঘুঁটেরে, গোবররে, তক্তপোষ, দুখানা বাসন হ'য়েছে, বিছানা, মাদুর, তাকিয়া, কত লোক বশীভূত, যাচ্ছে আস্‌ছে; তাই সুখ ধরে না।' সামান্য জিনিষের জন্য নিজের সর্ব্বনাশ! অনেকের ইচ্ছা হয়, গুরুগিরি করি;—পাঁচজনে গণে, মানে, শিষ্য সেবক হয়; লোকে ব'লবে, গুরুচরণের ভাইয়ের আজ কাল বেশ সময়, কত লোক আস্‌ছে যাচ্ছে, শিষ্য সেবক অনেক হ'য়েছে, ঘরে জিনিস পত্র থই থই ক'রছে, কত জিনিস কত লোক এনে দিচ্ছে, সে যদি মনে করে,—তা'র এমন শক্তি হ'য়েছে যে,—কত লোককে খাওয়াতে পারে। যা'দের একটু সিদ্ধাই থাকে, তা'দের প্রতিষ্ঠা, লোক মান্য, এই সব হয়।

৮৫। গুরুগিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য্য হওয়া যায় না। যে নিজে বলে 'আমি গুরু', সে হীনবুদ্ধি। দাঁড়িপাল্লা দেখ নাই? হাল্‌কা দিকটা উচু হয়। যে ব্যক্তি নিজে উচু হয়, সে হাল্‌কা। সকলেই গুরু হ'তে যায়!—শিষ্য পাওয়া যায় না।

৮৬। গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে, মানে, —তা বিদ্যার জন্যই হ'ক, গাওনা বাজনার জন্যই হ'ক, বা লেক্‌চার্ দেওয়ার জন্যই হ'ক, বা আর কিছুর জন্যই হ'ক,—নিশ্চিত জেন যে, তা'তে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

৮৭। বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে, কারুকে বড় করা যায় না। ভগবান্ যা'কে বড় করেন, বনে থাক্‌লেও তা'কে সকলে জান্‌তে পারে। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান ক'রে যায়; অন্য মাছি সন্ধান পায় না। মানুষ কি ক'র্‌বে? মানুষের মুখ চেয়ো না;—লোক পোক। যে-মুখে ভাল ব'ল্‌ছে, সেই মুখেই আবার মন্দ ব'ল্‌বে।

৮৮। যা'র ঈশ্বরে মন, সেই ত মানুষ। মানুষ আর মানহুঁস্। যা'র হুঁস আছে, চৈতন্য আছে, যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য, আর সব অনিত্য,— সেই মান হুঁস্।

৮৯। অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিচার ক'র্‌ছ, অভিমান কিছু নয়, আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। ছাগলকে কেটে ফেলা গেছে, তবু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়্‌ছে। স্বপ্নে ভয় দেখেছ, ঘুম ভেঙ্গে গেল, বেশ জেগে উঠ্‌লে, তবু বুক দুড়্ দুড়্ করে। অভিমান

ঠিক সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা থেকে এসে পড়ে ; অমনি মুখ ভার ক'রে বলে, 'আমায় খাতির ক'র্‌লে না।'

৯০। হাতীকে ছেড়ে দিলে চারিদিকের গাছপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যায় ; কিন্তু তাহার মাথায় ডাঙ্গস মার্‌লে ঠাণ্ডা হয়। মনকে ছেড়ে দিলে সে নানারকম ভাবে ; কিন্তু বিবেকরূপ ডাঙ্গস মার্‌লে সে স্থির হয়।

৯১। মন কেমন জান ? যেমন স্প্রিংয়ের গদী। যতক্ষণ গদীর উপরে ব'সে থাকা যায়, ততক্ষণই নীচু হ'য়ে থাকে ; আর ছেড়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। তেমনি সৎ ও সাধুসঙ্গে ভগবানের ভাব যা কিছু লাভ করে, আবার সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করবামাত্র যে কে সেই—আপনার পূর্ব্বভাব ধারণ করে।

৯২। আপনার ভিতর আপনাকে দেখ্‌তে পেলে ত সব হ'য়ে গেল। ঐটি দেখ্‌তে পাবার জন্যই সাধনা ; ঐ সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার। প্রতিমা হ'য়ে গেলে মাটির ছাঁচটা ফেলে দেওয়া যায়। তিনি শুধু অন্তরে নয়, অন্তরে বাহিরে ! কালীঘরে মা আমাকে দেখালেন সবই চিন্ময়।—মা'ই সব হ'য়েছেন। প্রতিমা, আমি, কোশা, কুশী, চুমকী,

চৌকাট, মার্ব্বেল পাথর—সব চিন্ময়! এইটি সাক্ষাৎকার কর্‌বার জন্যই তাঁ'কে ডাকা। সাধন, ভজন, তাঁ'র নামগুণকীর্ত্তন। এইটির জন্যই তাঁ'কে ভক্তি করা দরকার।

৯৩। 'মাগ্‌নেসে ছোটা হো যাতা।' যা'র বাড়া নাই; স্বয়ং ভগবান্ যখন ভিক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলেন, তখন তাঁ'কে বামনরূপ ধ'র্‌তে হ'য়েছিল। তাই অপরের কাছে কোন বিষয় চাইতে হ'লে ছোট হ'তে হয়।

৯৪। নেসা ক'রে ধ্যান করা, সংসারী হ'য়ে জগৎ মিথ্যা বলা, আর যোগী হ'য়ে স্ত্রীসঙ্গ করা, এ তিনই আত্মপ্রবঞ্চনা করা।

৯৫। সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধ'র্‌তে পারে? রামচন্দ্রকে বার জন ঋষি কেবল জান্‌তে পেরেছিল। সকলে ধ'র্‌তে পারে না। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে; কেউ সাধু ভাবে; দু চার জন অবতার ব'লে ধ'র্‌তে পারে। যার যেমন পুঁজি, জিনিষের সেই রকম দর দেয়। একজন বাবু তার চাকরকে ব'ল্‌লে, 'তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা; আমায় ব'ল্‌বি কে কি রকম দর দেয়; আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা।' চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার

কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে ব'ল্‌লে, 'ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি।' চাকরটি ব'ল্‌লে, 'ভাই, আর একটু ওঠ, না হয়, দশ সের দাও।' সে ব'ললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি ; এতে তোমার পোষায় ত দিয়ে যাও।' চাকর তখন হাসতে হাসতে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে ব'ল্‌লে, "মহাশয়, বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশী একটিও দেবে না ; সে ব'ল্‌লে, 'আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি।" বাবু হেসে ব'ললে, 'আচ্ছা, এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা ; ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝ্‌বে ? কাপড়-ওয়ালার পুঁজি একটু বেশী, দেখি ও কি বলে।' চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে ব'ল্‌লে, 'ওহে এটি নেবে ? কত দর দিতে পার ?' কাপড়ওয়ালা ব'ল্‌লে, 'হাঁ জিনিষটা ভাল ; এতে বেশ গয়না হ'তে পারে ; তা ভাই, আমি নয়শো টাকা দিতে পারি।' চাকরটি ব'ল্‌লে, 'ভাই, আর একটু ওঠ ; তা হ'লে ছেড়ে দিয়ে যাই ; না হয় হাজার টাকাই দাও।' কাপড়ওয়ালা ব'ল্‌লে, 'ভাই আর কিছু ব'ল না ; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে. ফেলেছি ; নয়শো টাকার বেশী একটি টাকাও আমি দিতে পারব না।' চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে

হা'স্‌তে হা'স্‌তে ফিরে গেল ; আর ব'ল্‌লে, কাপড়ওয়ালা বলেছে, যে, ন'শো টাকার বেশী একটি টাকাও সে দিতে পার্‌বে না ; আরও সে বলেছে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি। তখন তা'র মনিব হাসতে হাসতে ব'ল্‌লে, এইবার জহুরীর কাছে যাও ; সে কি বলে দেখা যাক্। চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একেবারে ব'ল্‌লে, এক লাখ 'টাকা দেব।'

৯৬। সন্ন্যাসীর হ'চ্ছে নির্জ্জলা একাদশী। আর তুরকম একাদশী আছে ; ফল মূল খেয়ে, আর লুচি ছক্কা খেয়ে। লুচি ছক্কার সঙ্গে হ'ল তুখানি রুটি তুধে ভিজ্‌ছে।

৯৭। দিনের বেলায় বারুদ ঠাসা ক'রে খাবি, রাত্রে অল্প স্বল্প। রাত্রে সাধকের অধিক খেলে কাম ইত্যাদি হ'তে পারে। আর একাদশীতে খৈ তুধ খাবি।

৯৮। অবধূতের আর একটি গুরু ছিল মৌমাছি। মৌমাছি কষ্ট ক'রে মধু সঞ্চয় ক'র্‌লে। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে তা'র মধু খেয়ে গেল। তা'র সঞ্চয়ের ধন সে ভোগ কর্‌তে পেলে না। অবধূত তা দেখে মৌমাছিকে নমস্কার ক'রে ব'ল্‌লে, 'ঠাকুর,

তুমি আমার গুরু। সঞ্চয় ক'র্‌লে পরিণাম কি হয়, আমি তা তোমার কাছে শিখ্‌লাম।' এটি সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন ক'র্‌তে হয়, তাই সঞ্চয়ের দরকার হয়।

৯৯। পরমহংসের সর্ব্বদা এই বোধ, ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। হাঁসেরই শক্তি আছে দুধকে জল থেকে তফাৎ করা। দুধে জলে যদি মিশিয়ে থাকে, তা'দের জিহ্বাতে এক রকম টক রস আছে, সেই রসের দ্বারা দুধ আলাদা, জল আলাদা, হ'য়ে যায়। পরম হংসের মুখেও সেই টক রস আছে—প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তি থাক্‌লেই নিত্য অনিত্য বিবেক হয়, ঈশ্বরের অনুভূতি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

১০০। সাংখ্য দর্শনে বলে, পুরুষ অকর্ত্তা, কিছু করেন না; প্রকৃতিই সকল কাজ করেন; পুরুষ প্রকৃতির ঐ সকল কাজ সাক্ষিস্বরূপ হ'য়ে দেখেন; প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে আপনি কোন কাজ ক'র্‌তে পারেন না। ওই যে গো, দেখনি,—বে' বাড়ীতে? কর্ত্তা হুকুম দিয়ে নিজে ব'সে ব'সে আল-বোলায় তামাক টান্‌ছে, গিন্নী কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে একবার এখানে, একবার ওখানে বাড়ীময় ছুটোছুটি ক'রে এ কাজটি হ'ল কি না, ও কাজটা ক'র্‌লে কি না,

সব দেখ্‌ছেন, শুন্‌ছেন, বাড়ীতে যত মেয়ে ছেলে আস্‌ছে, তাদের আদর অভ্যর্থনা কর্‌ছেন, আর মাঝে মাঝে কর্ত্তার কাছে এসে হাত মুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্ছেন, "এটা এই রকম করা হ'ল, ওটা এই রকম হ'ল, এটা ক'র্‌তে হ'বে, ওটা করা হ'বে না"—ইত্যাদি। কর্ত্তা তামাক্‌ টান্‌তে টান্‌তে সব শুন্‌ছেন, আর "হুঁ হুঁ" ক'রে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্ছেন!—সেই রকম আর কি!

১০১। বেদান্তে বলে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি পৃথক পদার্থ নহে; একই পদার্থ, কখন পুরুষভাবে এবং কখন বা প্রকৃতি ভাবে থাকে। সেটা কি রকম জানিস্‌? যেমন সাপটা কখন চল্‌ছে, আবার কখন বা স্থির হ'য়ে প'ড়ে আছে। যখন স্থির হ'য়ে আছে তখন হ'ল পুরুষ ভাব, প্রকৃতি তখন পুরুষের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে আছে। আর যখন সাপটা চ'ল্‌ছে, তখন যেন প্রকৃতি পুরুষ থেকে আলাদা হ'য়ে কাজ ক'রছে।

১০২। বেদান্তের অদ্বৈতভাব বা ভাবাতীত ভাব কি রকম জানিস্‌?—যেমন অনেক দিনের পুরোনো চাকর; মনিব তা'র গুণে খুসি হ'য়ে তা'কে সকল কথায় বিশ্বাস ক'রে সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন

খুসি হ'য়ে তা'র হাত ধ'রে নিজের গদীতেই বসাতে গেল। চাকর সঙ্কোচ হ'য়ে 'কি কর, কি কর,' ব'ললেও মনিব জোর ক'রে টেনে বসিয়ে ব'ল্‌লে, 'আঃ বস্ না, তুইও যে, আমিও সে'—সেই রকম।

১০৩। বেদান্ত বিচারে সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মত সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি স্বাক্ষিস্বরূপ —জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ। স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য। এক দেশে এক চাষা থাকে; ভারি জ্ঞানী। চাষ বাস করে, পরিবার আছে, একটি ছেলেও অনেক দিন পরে হ'য়েছে; নাম হারু। ছেলেটার উপর বাপ মা দু-জনেরই ভালবাসা; কেন না, সবে ধন নীলমণি। চাষীটি ধার্ম্মিক, গাঁয়ের সব লোকেই ভালবাসে। এক দিন মাঠে কাজ ক'র্‌ছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে, হারুর কলেরা হ'য়েছে। চাষাটি বাড়ী গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে, কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ীর সকলে শোকে কাতর হ'ল। কিন্তু চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই, উল্টে আবার সকলকে বুঝায় যে, শোক ক'রে কি হ'বে? তারপর আবার চাষ বাস ক'র্‌তে গেল। বাড়ী ফিরে এসে আবার দেখে, পরিবার আরও কাঁদ্‌ছে। পরিবার আবার ব'ল্‌লে, 'তুমি নিষ্ঠুর!—

ছেলেটার জন্য একবার কাঁদ্‌লেও না?' চাষা তখন স্থির হ'য়ে ব'ল্‌লে, "কেন কাঁদ্‌ছি না, ব'ল্‌ব? আমি কাল একটা ভারি স্বপ্ন দেখেছি। দেখ্‌লাম যে, আমি রাজা হ'য়েছি, আর আট ছেলের বাপ হ'য়েছি—আর খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহাভাবনায় প'ড়েছি,—আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক ক'র্‌ব, না তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক ক'র্‌ব?" চাষী জ্ঞানী, তাই দেখ্‌ছিল, স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা; এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা।

১০৪। ঈশ্বরের মায়া হ'লেও এবং মায়া ঈশ্বরে সর্ব্বদা থাক্‌লেও ঈশ্বর কখনও মায়াবদ্ধ হ'ন না। এই দেখ না,—সাপ যা'কে কামড়ায় সেই মরে; সাপের মুখে বিষ সর্ব্বদা রয়েছে; সাপ সর্ব্বদা সেই মুখ দিয়ে খাচ্ছে, ঢোক গিল্‌ছে; কিন্তু সাপ নিজে ত মরে না—সেই রকম।

১০৫। এ সংসার তাঁ'র মায়া, মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল আছে—কিছু বোঝা যায় না। ঈশ্বরের কার্য্য কিছু বোঝা যায় না। ভীষ্মদেব শর-শয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা দেখ্‌তে এসেছেন; সঙ্গে কৃষ্ণ। তাঁ'রা এসে খানিকক্ষণ পরে দেখেন, ভীষ্মদেব

কাঁদ্‌ছেন।' পাণ্ডবরা তখন কৃষ্ণকে ব'ল্‌লেন, 'কৃষ্ণ, কি আশ্চর্য্য! ইনি অষ্ট বসুর একজন বসু। আর এঁর মত জ্ঞানী দেখা যায় না, ইনিও মৃত্যুর সময় মায়াতে কাঁদ্‌ছেন! কৃষ্ণ ব'ল্‌লেন, ভীষ্ম সে জন্য কাঁদ্‌ছেন না; ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি। জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম ব'ল্‌লেন, 'কৃষ্ণ! ঈশ্বরের কার্য্য কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না! আমি এই জন্য কাঁদ্‌ছি যে, পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফির্‌ছেন, তা'দের কিন্তু বিপদের শেষ নাই,—এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে, তাঁ'র কার্য্য কিছুই বোঝ্‌বার যো নাই।'

শ্রীশ্রীঠাকুর বল্‌তেন,

"এতদিন পরে আস্‌তে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছি, তা একবার ভাব্‌তে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার কান ঝালা পালা হ'য়ে গেল! প্রাণের কথা কা'কেও ব'ল্‌তে না পেয়ে আমার পেট ফুল্‌লে র'য়েছে। জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি,—নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ ক'র্‌তে পুনরায় শরীর ধারণ ক'রেছ।

নরেন্দর যেন আমার শ্বশুর ঘর—(আপনাকে

দেখাইয়া) এর ভিতর যেটা আছে, সেটা যেন মাদী, আর ওর ভিতর যেটা আছে সেটা যেন মদ্দা।

নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর,—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আস্‌ছে, ওর মত একটি নাই। এক একবার ব'সে ব'সে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশ দল, কারুর ষোড়শ দল, কারুর শতদল; কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্র দল। অন্যেরা কলসী, ঘটী, এ সব হ'তে পারে; নরেন্দ্র জালা! ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি! যেমন হালদার পুকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙ্গা-চক্ষু বড় রুই; আর সব নানা রকম মাছ,—পোনা, কাঠীবাটা, এই সব। খুব আধার,—অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ। নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়-সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধ'র্‌লে টেনে ছিনিয়ে লয়,—মাদী পায়রা চুপ ক'রে থাকে।"

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ

পরিশিষ্ট

স্বামী বিবেকানন্দের-বাণী

১। পরে কি হবে, সর্ব্বদা এ কথাই যে ভাবে তার দ্বারা কোনও কার্য্যই হ'তে পারে না। যা সত্য ব'লে বুঝেছিস, তা এখনি ক'রে ফেল; পরে কি হবে না হবে, সে কথা ভাববার্ দরকার কি? এতটুকু ত জীবন, তার ভিতর অত ফলাফল খতালে কি কোনও কাজ হ'তে পারে? ফলাফলদাতা একমাত্র তিনি (ঈশ্বর), যা হয় ক'র্বেন; সে কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ ক'রে যা।

২। ব্যাকুলতা—ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা।

৩। কৃপা-বাতাস ত বইছেই; তুই পা'ল তুলে দে না। কেউ কাকেও কিছু ক'রে দিতে পারে কিরে বাপ্?

৪। একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মবিকাশ হইলে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পাইয়া অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোক-গুরু। একথা সর্ব্ব

শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক, অশাস্ত্রীয় কুলগুরু প্রথা স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করিয়াছে। সেই জন্যই সাধন করিয়াও লোক এখন সিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিতেছে না।

৫। যিনি এই সংসার মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা ক'রে সমস্ত মানসিক আধি-ব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু।

৬। শাস্ত্রে বলে, যাঁরা অধীত-বেদবেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু; তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হ'বে,—"নাত্র কার্য্য বিচারণা।" এখন সেটা কেমন দাঁড়িয়েছে জানিস্?—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

৭। আত্মতত্ত্ব জান্‌বার জন্য, আত্ম উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম মরণ প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য, যমের মুখে গেলে যদি সত্যলাভ হয়, তাহ'লে নির্ভীক-হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে।

৮। আজকাল দেশের কি দুরবস্থাই না হয়েছে। শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ ক'রে কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচার দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। তাই ত তোদের বলি, তোরা প্রাচীন কালের মত শাস্ত্রপথ ধ'রে চল।

৯। যতপ্রকার দুর্ব্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায়। এই দুর্ব্বলতা থেকেই হিংসা দ্বেষাদির উন্মেষ হয়। তাই দুর্ব্বলতার নামই পাপ। ভিতরে আত্মা সর্ব্বদা জ্বল্ জ্বল্ ক'র্‌ছে—সে দিকে না চেয়ে হাড় মাসের কিম্ভূতকিমাকার খাঁচা এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে "আমি" "আমি" ক'র্‌ছে। ঐটেই হ'চ্ছে সকল প্রকার দুর্ব্বলতার গোড়া।

১০। যতক্ষণ "আমি" জ্ঞান আছে, ততক্ষণ ব্যবহারিক সত্তা সত্য। আর যখনই আমি 'আত্মা' এই অনুভব, তখনই এই ব্যবহারিক সত্তা মিথ্যা। লোকে যে পাপ বলে, সেটা weeknessএর ফল—'আমি দেহ' এই অহং ভাবেরই রূপান্তর। যখন 'আমি আত্মা' এইভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুই পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হ'য়ে যাবি। ঠাকুর ব'ল্‌তেন; "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

১১। যার বিশ্বাস হয় না, তার দেখ্‌লেও বিশ্বাস হয় না। মনে করে মাথার ভুল, স্বপ্ন, ইত্যাদি। দুর্য্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল,—অর্জ্জুনও দেখেছিল। অর্জ্জুনের বিশ্বাস হ'লো; দুর্য্যোধন ভেল্কিবাজী ভাব্‌লে। তিনি না বুঝালে কিছু বল্‌বার বা বুঝ্‌বার যো নাই। না দেখে, না শুনে কারও ষোল আনা বিশ্বাস হয়, কেউ

বার বৎসর সামনে থেকে নানা বিভূতি দেখেও সন্দেহে ডুবে থাকে। সার কথা হচ্ছে, তাঁর কৃপা ; তবে লেগে থাক্‌তে হবে। তবে তাঁর কৃপা হবে।

১২। যারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা পবিত্র, যাদের অনুরাগ প্রবল, যারা সদসৎ বিচারবান্‌, এবং ধ্যান ধারণায় রত তাদের উপরই ভগবানের কৃপা হয়।

১৩। প্রথম, কোনও একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস ক'র্‌তে হয়। যে কোনও সামান্য বাহ্যবিষয় ধ'রে ধ্যান অভ্যাস ক'র্‌লেও মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা ধ'রে ধ্যান অভ্যাস ক'র্‌লে মন শীঘ্র স্থির হ'য়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবী মূর্ত্তির পূজা।

১৪। ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন সমস্যার রহস্য-ভেদ কিছুতেই হবার নহে। ত্যাগ,—ত্যাগ,—ত্যাগ, ইহাই যেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়।

১৫। গুরুভক্তি থাক্‌লে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়, পড়্‌বার শুন্‌বার দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লভ।

১৬। সন্ন্যাস গ্রহণ না ক'র্‌লে কাহারও যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভই হইতে পারে না ; তাহাই কেবল নহে,—বহু জন-হিতকর, বহু সুখকর কোনও ঐহিক

কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করাও সন্ন্যাস ভিন্ন হয় না।

১৭। শরীরটাকে খুব মজ্‌বুত ক'র্‌তে তোকে শিখ্‌তে হ'বে ও সকলকে শিখাতে হবে। দেখ্‌ছিস্‌ নে এখনও রোজ আমি ডাম্‌বেল কসি। রোজ রোজ সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবি। শারীরিক পরিশ্রম কর্‌বি। সব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর ক'র্‌লে চল্‌বে কেন? দেহ ও মন সমানভাবে উন্নত হওয়া চাই। শরীরটা সবল ক'র্‌বার প্রয়োজনীয়তা বুঝ্‌তে পার্‌লে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন ক'র্‌বে।

১৮। জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম্ম নাই। সেবা-ধর্ম্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান ক'র্‌তে পার্‌লে অতি সহজেই সংসার-বন্ধন কেটে যায়।

১৯। শক্তি ফক্তি কেউ কি দেয়? ও তোর ভিতরেই রয়েছে। সময় হ'লেই আপনা আপনি বেরিয়ে পড়্‌বে। তুই কাজে লেগে যা না। দেখ্‌বি এত শক্তি আস্‌বে যে সাম্‌লাতে পার্‌বি নি। পরার্থে এতটুকু কাজ ক'র্‌লে ভিতরে শক্তি জেগে উঠে; পরের জন্য এতটুকু ভাব্‌লে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।

২০। ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা। ত্যাগী না হ'লে কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ ক'র্‌তে

পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে,—সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়।

২১। কাম-কাঞ্চনে আসক্তি না গেলে ঈশ্বরে মন যায় না ; তা গেরস্তই হউক, আর সন্ন্যাসীই হউক। ঐ দুই বস্তুতে যতক্ষণ মন আছে, জান্‌বি, ততক্ষণ ঠিক ঠিক অনুরাগ, নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা কখনই আস্‌বে না। গেরস্তের পক্ষে উপায় হচ্ছে ছোট ছোট বাসনাগুলিকে পূর্ণ ক'রে নেওয়া ; আর বড় বড় গুলিকে বিচার ক'রে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হবে না।

২২। সন্ন্যাসীরা কাম-কাঞ্চন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত হচ্ছে, চেষ্টা কর্‌ছে, আর গেরস্তরা 'নোঙ্গর ফেলে' নৌকায় দাঁড় টান্‌ছে—এই প্রভেদ। ভোগের সাধ কখনও মেটে কি রে? গৃহে থেকে যারা কাম-কাঞ্চন ত্যাগ ক'র্‌তে পারে, তারা ধন্য ; কিন্তু তা কয়জনের হয়?

২৩। শরীর ধারণ কর্‌লেই,—ঠাকুর ব'লতেন,—"ঘরের-টেক্স দিতে হয়।" রোগ, শোক সেই টেক্স।

২৪। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন ঠিক ঠিক কর্‌তে পার্‌লে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্ত্তে আয়ত্ত হ'য়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হ'য়ে গেল।

২৫। তবে এইটে জেনে রাখ্‌বি, সংসারে তুই বাঁচিস্‌ কি মরিস্‌, তাতে তোর আত্মীয় পরিজনদের বড় একটা কিছু আসে যায় না। তুই যদি কিছু বিষয় আশয় রেখে যেতে পারিস্‌, তো তোর মর্‌বার আগেই দেখ্‌তে পাবি, তা নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি শুরু হ'য়েছে। তোর মৃত্যুশয্যায় সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই,—স্ত্রীপুত্র পর্য্যন্ত নয়। এর নামই সংসার।

২৬। আমি এত তপস্যা ক'রে এই সার বুঝেছি যে জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হ'য়ে আছেন। তাছাড়া ঈশ্বর ফিশ্বর কিছুই আর নাই। "জীবে দয়া করে যেই জন,—সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

২৭। ভয় কি? মনের ঐকান্তিকতা থাক্‌লে, আমি নিশ্চয় ব'লছি, এ জন্মেই হ'বে। তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস্‌? আত্মজ্ঞান লাভ ক'র্‌বই ক'র্‌ব; এতে যে বাধা, বিপদ্‌ সাম্‌নে পড়ে তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প। মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক্‌, যায় যাক্‌, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে,—এইরূপে সকল বিষয় উপেক্ষা ক'রে একমনে আপনার উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টার নামই পুরুষকার। সংসারে সকলে যে পথে যাচ্ছে, তুইও

কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চ'লে যাবি? তবে আর তোর পুরুষকার কি? সকলে ত মর্‌তে বসেছে। তুই যে মৃত্যু জয় ক'র্‌তে এসেছিস্। মহাবীরের ন্যায় অগ্রসর হ।

২৮। সময়ে হতেই হবে। তবে কারও শিগ্‌গির্, কারও বা একটু দেরীতে হয়। লেগে থাক্‌তে হয়—নাছোড়বান্দা হ'য়ে। এর নাম যথার্থ পুরুষকার। তৈলধারার মত মনটা এক বিষয়ে লাগিয়ে রাখ্‌তে হয়। জীবের মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে, ধ্যানের সময়ও প্রথম প্রথম মন বিক্ষিপ্ত হয়। মনে যা ইচ্ছে উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠ্‌ছে, সে গুলি তখন স্থির হ'য়ে ব'সে দেখ্‌তে হয়। ঐরূপে দেখ্‌তে দেখ্‌তেই মন স্থির হ'য়ে যায়, আর মনে নানা চিন্তা-তরঙ্গ থাকে না। ঐ তরঙ্গগুলোই হচ্ছে, মনের সঙ্কল্প-বৃত্তি। 'ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিষয় তীব্রভাবে ভেবেছিস্. তার একটা মানসিক প্রবাহ্ থাকে, ধ্যান কালে ঐ গুলি তাই মনে উঠে। সাধকের মন যে ক্রমে স্থির হ'বার দিকে যাচ্ছে, ঐ গুলি উঠা বা ধ্যান কালে মনে পড়াই তার প্রমাণ। মন কখনও কখনও কোনও ভাব নিয়ে একবৃত্তিস্থ হয়,—উহারই নাম সবিকল্প ধ্যান। আর মন যখন সর্ব্ববৃত্তিশূন্য হ'য়ে আসে, তখন নিরাধার

এক অখণ্ডবোধ স্বরূপ প্রত্যক্ চৈতন্যে গ'লে যায়। উহার নামই বৃত্তিশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধি।

২৯। প্রত্যহ একাকী ধ্যান ক'র্‌বি। সব আপনা আপনি খুলে যাবে। বিদ্যারূপিনী মহামায়া ভিতরে ঘুমিয়ে র'য়েছেন; তাই সব জান্‌তে পারছিস্ না। ঐ কুলকুণ্ডলিনীই হচ্ছেন তিনি। ধ্যান ক'র্‌বার পূর্ব্বে যখন নাড়ী শুদ্ধি করবি, তখন মনে মনে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে জোরে জোরে আঘাত ক'র্‌বি আর বল্‌বি, "জাগো মা" "জাগো মা"। ধীরে ধীরে এ সব অভ্যাস্ ক'র্‌তে হয়। ভাব-প্রবণতা ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। ঐটের বড় ভয়। যারা বড় ভাব-প্রবণ, তাদের কুণ্ডলিনী ফড়্‌ফড়্ ক'রে উপরে উঠে বটে, কিন্তু উঠ্‌তেও যতক্ষণ, নাম্‌তেও ততক্ষণ। যখন নামেন, তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। এজন্য ভাব সাধনার সহায় কীর্ত্তন ফীর্ত্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচে কুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির উর্দ্ধগতি হয় বটে,—কিন্তু স্থায়ী হয় না, নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়।

৩০। খুব সাবধানে ধ্যান ধারণা ক'র্‌বি। সাম্‌নে সুগন্ধি ফুল রাখ্‌বি, ধুনা জ্বাল্‌বি। যাতে মন পবিত্র

হয়, প্রথমতঃ তাই ক'র্‌বি। গুরু ইষ্টের নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে বল্‌বি—জীব, জগৎ, সকলের মঙ্গল হোক্; উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, অধঃ, ঊর্দ্ধ, সব দিকেই শুভ সঙ্কল্পের চিন্তা ছড়িয়ে তবে ধ্যানে ব'স্‌বি। এইরূপ প্রথম প্রথম ক'র্‌তে হয়। তারপর স্থির হ'য়ে ব'সে (যে কোনও মুখে ব'স্‌লেই হ'লো) ধ্যান ক'র্‌বি। একদিনও বাদ দিবি না। কাজের ঝঞ্ঝাট্ থাকে ত অন্ততঃ পনর মিনিটে সেরে নিবি। একটা নিষ্ঠা না থাক্‌লে কি হয় রে বাপ?

৩১। বিয়ে ক'রছিস্ ত কি হ'য়েছে? মা, বাপ, ভাই, বোন্‌কে অন্ন বস্ত্র দিয়ে যেমন পালন কর্‌ছিস্, স্ত্রীকেও তেমনি ক'র্‌বি, বস্। ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে তাকেও তোর পথে টেনে নিবি। মহামায়ার বিভূতি ব'লে সম্মানের চোখে দেখ্‌বি। ধর্ম্ম উদ্‌যাপনে 'সহধর্ম্মিণী' ব'লে মনে ক'র্‌বি। অন্য সময়ে অপর দশজনের মত দেখ্‌বি। এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে দেখ্‌বি মনের চঞ্চলতা একেবারে মরে যাবে। ভয় কি?

৩২। তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন, বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হ'তে পারে না। কৃপার পরীক্ষা কিন্তু হচ্ছে, কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি।

সেটা যদি কারও না হ'য়ে থাকে, তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ করে নাই।

৩৩। সময় পেলেই ধ্যান ক'র্‌বি। সুষুম্না পথে মন যদি একবার চ'লে যায়, ত আপনা আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে, বেশী কিছু আর ক'র্‌তে হবে না।

৩৪। শ্রদ্ধাবান্ হ,—বীর্য্যবান্ হ,—আত্মজ্ঞান লাভ কর্,—আর 'পরহিতায়' জীবন পাত কর্—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ।

৩৫। আহার, পোষাক ও জাতীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ ক'র্‌লে, ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হ'য়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখ্‌তে পারা যায়; কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না,—অধঃপাতের সূচনাই হয়।

৩৬। আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই উলঙ্গ অবস্থায়, ইহলোক হইতে বিদায় হইবার সময় যাইও উলঙ্গ অবস্থায়। প্রভুর নাম ধন্য হউক।

৩৭। দিবারাত্র তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে ভুলিও না; দিবারাত্র বলিতে ভুলিও না, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

৩৮। "তুমি আমাদিগকে বল দাও। এস, প্রভো, এস হে আচার্য্য চূড়ামণি! তুমি আমাদিগকে

শিখাইয়াছ, সৈনিককে কেবল আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই। এস, প্রভো, এস হে পার্থসারথি! অর্জ্জুনকে তুমি এক সময়ে শিখাইয়াছিলে, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।"

৩৯। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকা মাত্র। সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। কায়মনোবাক্যেও যেন অপবিত্র না হও এবং সদা যথাসাধ্য পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। মনে রাখিও, কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করা স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম। নিত্য যথাশক্তি গীতা পাঠ করিও।

৪০। এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয় স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্ব্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তি বলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলে একটুও কম্পিত হয় না।

৪১। আমাদের কার্য্য,—কাজ করিয়া মরা, "কেন" প্রশ্ন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সাহস অবলম্বন কর, আমাদের দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ। ভগবান্ মহৎ

মহৎ কার্য্য করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আর আমরা তাহা করিব। আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ, অর্থাৎ পবিত্র, বিশুদ্ধ-স্বভাব এবং নিঃস্বার্থপ্রেমসম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিত-দিগকে ভালবাস; ভগবান্ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন।

৪২। অর্থ, জগতে শক্তি নহে, সাধুতাই—পবিত্রতাই শক্তি!

৪৩। কপট, হিংসুক, দাসভাবাপন্ন, কাপুরুষ, যারা কেবল জড়ে বিশ্বাসী, তারা কখনও কিছু করিতে পারে না। ঈর্ষ্যাই আমাদের দাসসুলভজাতীয়চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। এমন কি, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ পর্য্যন্ত এই ঈর্ষ্যার দরুণ কিছু ক'র্তে পারেন না।

৪৪। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না; ভালবাসায় সব হয়,—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্র-দৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

৪৫। ধন বা সন্তান দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র ত্যাগদ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়।

৪৬। একটা সঙ্ঘ পরিচালনার শক্তি চাই। কতক-

গুলো চেলা চাই—অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক, বুদ্ধিমান্ ও সাহসী, যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত। শত শত ঐ রকম চাই। মেয়ে মদ্দ দুইই। প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর। চেলা বনাও, আর আমাদের পবিত্রতার সাধন যন্ত্রে ফেলে দাও। সমাজকে, জগৎকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ব'সে ব'সে গল্পবাজীর আর ঘণ্টা নাড়ার কাজ? ঘণ্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম্ম, তোমাদের কাজ ভাবপ্রবাহ বিস্তার। চরিত্র গঠিত হ'য়ে থাক্। দু হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে মদ্দ—বুঝ্‌লে? গৃহস্থ চেলার কাজ নয়, ত্যাগী, বুঝলে? এক এক জনে এক শ মাথা মুড়িয়ে ফেল, শিক্ষিত যুবক—আহাম্মক নয়, তবে বলি বাহাদুর। হুলুস্থূল বাধাতে হবে, হুঁকো ফুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হ'য়ে যাও। নীচ মহৎ হ'য়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস্ খুঁজচে, কুঁড়েমি ক'র্‌চে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্য্যন্ত যেয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র। যে এই মহাসন্ধিপূজার সময় কোমর

বেঁধে খাড়া হ'য়ে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ ক'র্‌বে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে। এই পরীক্ষা—যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, প্রাণত্যাগ হ'লেও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী তারা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সাম্‌নে সকলের মাথা বলি দিতে রাজী, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হ'য়ে যাক্‌ এইবেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা-ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াও,—এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আস্‌ছে; এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মেয়ে মদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে। নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান্‌ চরিত্রের, তাঁর মহান্‌ জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য্য—আর কিছুই নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতা হ'য়ে যাবে, হ'য়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখ্‌ছো না? একি ছেলে খেলা, একি জ্যাঠামি, একি চ্যাঙ্গরামি?—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"—হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। যে এইটি পড়্‌বে, তাদের ভিতর আমার ভাব আস্‌বে, বিশ্বাস কর। সব ভেসে

যাবে—হুঁসিয়ার—তিনি আস্‌ছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব গুর্ব্বো, পাপী তাপী, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হ'বে, তাদের ভিতর তিনি আস্‌বেন। তাদের মুখে সরস্বতী বস্‌বে, তাদের চক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বস্‌বেন। যে গুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, বিলাসী, তারা কি ক'র্‌তে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চ'লে যাক্।

৪৭। যখনই তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, তখন সে নিজে অথবা তোমাদের মধ্যে অপর কেহ তাহাকে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। ঐরূপে দেখিতে দেখিতে মনে মনে বলিবে ও দৃঢ়ভাবে কল্পনা করিবে যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। ইহাতে সে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে না জানাইয়াও তুমি এরূপ করিতে পার। সহস্র মাইলের ব্যবধানেও এই কার্য্য চলিতে পারে। এইটি সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আর কখনও অসুস্থ হইও না।

৪৮। আমার বন্ধুগণকে বল্‌বে, যাঁরা আমার নিন্দাবাদ ক'র্‌ছেন, তাঁদের কথার আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। আমি তাঁদের ঢিলটি খেয়ে

যদি তাঁদের পাটকেল মার্‌তে যাই, তবে ত আমি তাঁদের সঙ্গে একদরের হ'য়ে প'ড়্‌লুম।

৪৯। হিঁদুর এখনকার ধর্ম্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই,—ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। এখনকার হিঁদুর ধর্ম্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না—বস্‌। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে প'ড়ে প্রাণ খুইও না।" "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" কি কেবল পুঁথিতে থাক্‌বে না কি? যারা এক টুক্‌রা রুটী গরিবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে? যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হ'য়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র ক'র্‌বে? ছুঁৎমার্গ একপ্রকার মানসিক ব্যাধি, সাবধান!

৫০। শরীর ত যাবেই; কুঁড়েমীতে কেন যায়? মর্‌চে প'ড়ে প'ড়ে মরার চেয়ে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে মরা ভাল।

৫১। তাঁহার (ঠাকুরের) মত এই ছিল যে, এক পূর্ণ সিদ্ধ—তাঁহার ইতস্ততঃ বিচরণ সাজে। যতক্ষণ না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। আপনা আপনি যখন সকল দেহাদিভাব চলিয়া যাইবে, তখন যাহার যে প্রকার অবস্থা হইবার হইবে, নতুবা প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ক্রমাগত বিচরণ অনিষ্টজনক।

৫২। মনু সন্ন্যাসীগণকে "একাকী থাকিবে, একাকী বিচরণ করিবে" এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। বন্ধুত্ব বা ভালবাসা মাত্রেই বন্ধন। বন্ধুত্বে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের বন্ধুত্বে, চিরকালই 'দেহি,' 'দেহি' ভাব। হে মহাপুরুষগণ, তোমরাই ঠিক বলিয়াছ। যাহাকে কোনও ব্যক্তি বিশেষের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে হয়, সে সত্যরূপী ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না।

৫৩। ধন থাক্‌লে দারিদ্র্যের ভয় আছে, জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয় আছে, রূপে বার্দ্ধক্যের ভয় আছে, গুণে খলের ভয় আছে, অভ্যুদয়ে ঈর্ষ্যার ভয় আছে, এমন কি দেহে মৃত্যুর ভয় আছে। এই জগতের সমুদয়ই ভয়যুক্ত, তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন।

৫৪। মনের মত কাজ পেলে অতি মূর্খতেও ক'র্‌তে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মত ক'রে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান্। কোনও কাজই ছোট নয়, এ সংসারে যাবতীয় বস্তু বটের বীজের মত, সর্ষপের মত ক্ষুদ্র দেখালেও অতি বৃহৎ বটগাছ তার মধ্যে।

৫৫। কোনও ভাল কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। কেবল যারা শেষ পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত লেগে থাকে তারাই কৃতকার্য্য হয়।

৫৬। মন মুখ এক ক'রে নিজের কর্ত্তব্য সাধন ক'রে যাও,—সব ঠিক হ'য়ে যাবে। সত্যের জয় হবেই হবে।

৫৭। আমি যাদের শিক্ষা দেব, তারা হিন্দুই হোক্, মুসলমানই হোক্, আর খ্রীষ্টিয়ানই হোক্, আমি তা গ্রাহ্যই করি না—যারা প্রভুকে ভালবাসে, তাঁদেরই সেবা ক'র্‌তে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি জান্‌বে।

৫৮। বিদ্যাদান বড় দান। তবে গ্রামে গ্রামে যাতে মনুষ্যোচিত শিক্ষা (man education) বিস্তার হয় তাই করুন। আর চাই চরিত্র। ছাত্রদের চরিত্র বজ্রের মত গ'ড়ে তুলুন। বাঙ্গালী যুবকদের অস্থিতে ভারতের মুক্তিবজ্র তৈয়ার হবে। আর চামার, মুচি, মেথর, মুদ্দফরাসদের ভিতর গিয়ে বলুন—"তোরাই জাতের প্রাণ—তোদের অনন্ত শক্তি র'য়েছে। দুনিয়া ওলট ক'র্‌তে পারিস্। একবার তোরা গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়া দেখি; জগতের তাক্ লেগে যাবে।"

৫৯। ব্রহ্মা হ'তে কীট পরমাণু,
সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন, প্রাণ, শরীর অর্পণ
কর সখে, এ সবার পায়।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

৬০। সর্ব্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর। সর্ব্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও; এতটুকু যা তোমার দেবার আছে, দিয়ে দাও, কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়ো না।

৬১। সর্ব্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম, সেইখানেই বিস্তার: যেখানে স্বার্থপরতা, সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত; যিনি স্বার্থপর, তিনি মৃত। অতএব যেহেতু প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি, যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস না হইলে বাঁচা যায় না, প্রেম ব্যতীত যখন সেইরূপ জীবন ধারণ অসম্ভব, সেই হেতুই অহেতুক প্রেম প্রয়োজন।

৬২। কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম, তন্মধ্যে আবার ধর্ম্মদান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠদান—বিদ্যাদান তাহার নিম্নে —তারপর প্রাণদান, সর্ব্বনিকৃষ্ট দান—অন্নদান।

৬৩। এইটি জেনে রেখ যে, যখনই তুমি দুর্ব্বলতা বোধকর, তখন শুধু তুমি নিজের অনিষ্ট ক'রছ, তা নয়, তুমি কাজেরও ক্ষতি ক'রছ। অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্য্যই কৃতকার্য্য হবার একমাত্র উপায়।

৬৪। অনন্ত ধৈর্য্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়,—এই তিনটি জিনিস থাক্‌লে যে কোনও সাধু-আন্দোলনে অবশ্যই সফল হ'তে পারা যায়,—সিদ্ধির ইহাই রহস্য।

৬৫। চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৬৬। শরীর জোড়াল হ'লে তবে মন জোড়াল হ'বে। যাদের শরীরে জোর নাই, তাদের আত্ম-সাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব। যখন একবার মনটা বশে আস্‌বে, আর আপনার উপর প্রভুত্ব ক'র্‌তে পার্‌বি, তখন শরীর থাক্‌লো আর গেল দেখ্‌বার দরকার নাই, কারণ, তখন ত আর শরীরের দাস ন'স্।

৬৭। শাস্ত্র মতে যাঁহারা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনাদের শ্রাদ্ধও ঐ সময়ে আপনি করিয়া লইতে হয়, কারণ, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে লৌকিক কি বৈদিক, কোনও বিষয়ে আর অধিকার

থাকে না। পুত্রপৌত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ার ফল তাঁহাদিগকে আর স্পর্শ করিতে পারে না। সেই জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করিতে হয়; নিজের পায়ে নিজ পিণ্ড অর্পণ করিয়া, সংসারের, এমন কি, নিজ দেহের, পূর্ব্ব সম্বন্ধাদি সঙ্কল্প দ্বারা নিঃশেষে বিলোপ সাধন করিতে হয়। ইহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অধিবাস ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হ'ল, কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে,—এরা ব্রহ্মবীর্য্যে প্রদীপ্ত হ'য়ে জলন্ত পাবকের ন্যায় অবস্থান ক'র্‌বে। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হ'লে কেহ কদাচ ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে না—একথা বেদ বেদান্ত ঘোষণা ক'র্‌ছে।

৬৮। সন্ন্যাস ধর্ম্ম সাধনের কালাকাল নাই। শ্রুতি ব'লছেন, যখনই বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখনই প্রব্রজ্যা ক'র্‌বে। জীবনের অনিত্যতা বশতঃ যুবা কালেই ধর্ম্মশীল হবে। কে জানে কার কখন দেহ যাবে? শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসের বিধান দেখ্‌তে পাওয়া যায়। (১) বিদ্বৎসন্ন্যাস, (২) বিবিদিষা সন্ন্যাস, (৩) কর্কট সন্ন্যাস, (৪) আতুর সন্ন্যাস। হঠাৎ ঠিক ঠিক

বৈরাগ্য হ'ল ও তখনি সন্ন্যাস নিয়ে বেড়িয়ে পড়্‌লে, —এটি প্রাগ্‌জন্ম সংস্কার না থাক্‌লে হয় না। ইহারই নাম বিদ্বৎসন্ন্যাস। আত্মতত্ত্ব জান্‌বার প্রবল বাসনা থেকে শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্বস্বরূপ অবগত হইবার জন্য কোনও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায় ও সাধন ভজন ক'র্‌তে লাগল,—একে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলে। সংসারের তাড়নায়, স্বজন-বিয়োগ বা অন্য কোনও কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে' সন্ন্যাস লয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না। এর নাম কর্কট সন্ন্যাস। আর এক প্রকার সন্ন্যাস্ আছে—যেমন মুমূর্ষু, রোগ শয্যায় শায়িত, বাঁচবার আশা নাই, তখন তাকে সন্ন্যাস দিবার বিধি আছে। সে যদি মরে, ত পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ ক'রে ম'রে গেলে,—পর জন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হ'বে। আর যদি বেঁচে যায়, ত আর গৃহে না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় সন্ন্যাসী হ'য়ে কালযাপন ক'র্‌বে।

৬৯। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" এই শ্রুতির অর্থ করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—"আহার" অর্থে "ইন্দ্রিয় বিষয়," আর, শ্রীরামানুজ স্বামী "আহার" অর্থে খাদ্য ধরেছেন! আমার মত হচ্ছে তাঁহাদের ঐ উভয় মতের সামঞ্জস্য ক'রে নিতে হবে। কেবল দিন

রাত খাদ্যের বাচবিচার করেই জীবনটা কাটাতে হবে—না ইন্দ্রিয় সংযম কর্ত্তে হবে? ইন্দ্রিয় সংযমটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে ধর্‌তে হবে, আর ঐ ইন্দ্রিয় সংযমের জন্যই ভাল মন্দ খাদ্যাখাদ্যের অল্প বিস্তর বিচার কর্‌তে হবে। শাস্ত্র বলেন, খাদ্য ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য হয়। ১ম জাতি-দুষ্ট—যেমন পেঁয়াজ, রশুন্, ইত্যাদি। ২য়—নিমিত্ত-দুষ্ট যেমন ময়রার দোকানের খাবার, দশ গণ্ডা মাছি মরে পড়ে আছে—রাস্তার ধূলোই কত উড়ে পড়্‌ছে ইত্যাদি। ৩য়—আশ্রয়-দুষ্ট—যেমন অসৎ লোকের দ্বারা স্পৃষ্ট অন্নাদি। খাদ্য জাতি-দুষ্ট ও নিমিত্ত-দুষ্ট হয়েছে কিনা, তা সকল সময়ে খুব নজর রাখ্‌তে হবে। কিন্তু এদেশে ঐদিকে নজর একেবারেই উঠে গেছে। কেবল শেষোক্ত দোষটি—যা যোগী ভিন্ন অন্য কেউ প্রায় বুঝতে পারে না,—তাই নিয়েই দেশে যত লাঠালাঠি চলছে, 'ছুঁওনা ছুঁওনা' ক'রে ছুঁৎমার্গীর দলে দেশটাকে ঝালাপালা করেছে। তাও ভাল মন্দ লোকের বিচার নাই—গলায় একগাছা সূতো থাক্‌লেই হ্‌লো, তার হাতে অন্ন খেতে ছুঁৎমার্গীদের আর আপত্তি নাই।

৭০। সত্ত্বগুণ যখন খুব বিকাশ হয়, তখন মাছ মাংসে রুচি থাকে না, কিন্তু সত্ত্বগুণ প্রকাশের এই সব

লক্ষণ জান্‌বি—পরের জন্য সর্ব্বস্বপণ, কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, নিরভিমানিত্ব, অহংবুদ্ধিশূন্যত্ব। এই সব লক্ষণ যার হয়, তার আর আমিষাহারের ইচ্ছা হয় না। আর যেখানে দেখ্‌বি—মনে ঐ সব গুণের স্ফূর্ত্তি নাই, অথচ অহিংসার দলে নাম লিখিয়েছে, সেখানে জানবি, হয় ভণ্ডামী, না হয় লোক দেখানো ধর্ম্ম।

৭১। এখন রজোগুণের দরকার। দেশে যেসব লোককে এখন সত্ত্বগুণী ব'লে মনে কচ্ছিস্—তাঁদের ভিতর পনের আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মিলে তো ঢের। এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা—দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? এখন দেশের লোককে মাছ মাংস খাইয়ে উদ্যমী ক'রে তুল্‌তে হবে, কার্য্যতৎপর কর্‌তে হবে। নতুবা ক্রমে দেশশুদ্ধ লোক জড় হ'য়ে যাবে—গাছ পাথরের মত জড় হ'য়ে যাবে।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১৪	সংসারে যে গুপ্ত .যাগী	সংসারে গুপ্ত যোগী।
১৬	১	জেলে	জ্বলে
২৫	১৬	কেটে যায়	ফেটে যায়
২৮	১১	ভগবানে	ভগবানের
৫০	১	পড়্‌তুম্‌	পর্‌তুম্‌
৯৮	১৪	হয় না?	হয় গা?
১৪১	৬।৭	নাম-ভেদ	নাদ-ভেদ
১৬০	১০	শ্বরণাগত	শরণাগত
২২০	১	জাক	জাঁক
২৩০	১৪	যা'রা	যা'র
২৩২	১৭	লাইনের	লাইয়ের
২৬৯	১	-বিবেকানন্দের-বাণী	বিবেকানন্দের বাণী
২৭১	১১	weekness	weakness